www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201905
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫২ বর্ষ, ১৯ সংখ্যা, ১৮ ফাল্গুন – ২৪ ফাল্গুন, ১৪২৪ ঃ ৩ মার্চ – ৯ মার্চ, ২০১৮

Kolkata : 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 19, 3 March - 9 March, 2018 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

রত্নমালা
গ্রহরত্ন ও সেরা জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা–১২৪
মোবাইল – ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : কাজে গাফিলতি থেকে দুর্ঘটনা, সবেতেই এখন

মোবাইল ফোনের জুড়ি মেলা ভার। এমনকি যারা সুরক্ষার দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত সেই পুলিশও মোবাইল ব্যাধির শিকার। এতদিনে প্রশাসনের টনক নড়েছে। ভিআইপিদের সুরক্ষার দায়িত্বে থাকা পুলিশের মোবাইল ফোন ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি হতে চলেছে।

রবিবার : কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর

জানিয়েছেন স্কুল পড়ুয়াদের ভার লাঘব করতে এনসিইআরটি নির্ধারিত সিলেবাস অর্ধেক করা হবে। তবে সারা দেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ এতে রাজি নয় বলে জানিয়েছে রাজ্যের স্কুল শিক্ষা দফতর।

সোমবার : দুবাইয়ে পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে

হোটেলের বাথটবে পড়ে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী শ্রীদেবীর। ময়না তদন্ত বলছে জলে ডুবে মৃত্যু। অনেকে এর পিছনে অন্য কারণ খুঁজছেন।

মঙ্গলবার : ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইবুনালে নিভে গেল সব আশা।

টাকা বরাদ্দ হয়নি পুনরুজ্জীবনে, শুধু স্বেচ্ছাবসরের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সকলে নিশ্চিত বার্ন স্ট্যান্ডার্ড বন্ধ হচ্ছেই।

বুধবার : পার্ট–১ পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণদের পুরনো নিয়মে

পাশ করিয়ে বিপাকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। বৈষম্যের প্রশ্ন উঠেছে উত্তীর্ণদের ফল নতুন নিয়মে বেরনোয়। নতজানু হয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান এমন ধুলোয় মিশে যাওয়ার যোগাড়।

বৃহস্পতিবার : ললিত, বিজয়,

নীরব, চোকসির পর এবার দেশের প্রাক্তণ অর্থমন্ত্রী পি চিদাম্বরমের পুত্র কার্তি চিদাম্বরম ধৃত আর্থিক প্রতারণার দায়ে। নিশানায় বাবাও। সিবিআই বলছে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে কার্তির বিরুদ্ধে। কংগ্রেস বলছে বিজেপির রাজনৈতিক প্রতিহিংসা। বিজেপি বলছে আইন আইনের পথেই চলবে।

শুক্রবার : শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি

মথুরা–বৃন্দাবন সহ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান বাংলায় দোল ও হোলিতে জেগে উঠল কৃষ্ণ প্রেমের জোয়ার। শহরে–গ্রামে সর্বত্র শুরু হয়েছে হরিনাম, কৃষ্ণপ্রেম ও কীর্তনের সুর। সকলের মুখেই শুধু হোলি হ্যায়...।

রাজ্য জুড়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনের দামামা

মুকুলেই ভরসা বিজেপির

পার্থসারথি গুহ

শেষপর্যন্ত ভোটের লড়াইয়ে অনভিজ্ঞ দিলীপ ঘোষের থেকেও তৃণমূল তৈরির অন্যতম কারিগর মুকুল রায়ের ওপরেই ভরসা রাখল বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। পঞ্চায়েতে বুথওয়ারি হিসাব যে কতটা অপরিহার্য তা বুঝেই বিজেপি হেড অফিসের এই সিদ্ধান্ত বলে ধারনা ওয়াকিবহাল বহলের। আর তাতে জোর ইন্ধন জুগিয়েছে রাজ্যের সাম্প্রতিক কতগুলি ভোটে বিজেপির ব্যাপক ভোট বৃদ্ধি। এতে মুকুল ম্যাজিক অনেকটাই কাজ করছে বলে মনে করছেন দিল্লির বিজেপি নেতারা। তাঁদের কাছে এইমুহূর্তে তাত্ত্বিক নেতার থেকেও বেশি মার্কস পাচ্ছেন মুকুল রায়ের মতো বুথ স্তরের কর্মীদের চেনা নেতা।এর ফলে তৃণমূলের এক বড় অংশের বিক্ষুব্ধ ভোট এসে পদ্মের ঝুলি ভর্তি করছে বলেও তাঁদের অভিমত। তাছাড়া ইমাম বরকতি ও ত্বহা সিদ্দিকির মতো ধর্মগুরুর মাধ্যমে সংখ্যালঘু ভোটের কিছুটা নিজেদের দিকে টানার জোর চেষ্টা চালাচ্ছে টিম মুকুল। অর্থাৎ যে অস্ত্রে সিপিএমকে বিদ্ধ করেছে তৃণমূল তাই একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঘাসফুলের দিকে পালটা হানতে চাইবেন মুকুল বাহিনী।

আগে বিধানসভা ভোটের আগে অ্যাসিড টেস্ট ধরা হত এর আগের লোকসভা বা উপর্যুপরি কোনও নির্বাচনকে। বিধানসভায় ভালো ফল করতে হলে অবশ্যই তার আগের এই সেমিফাইনাল পর্বে পাশ মার্কস তোলার মতো জায়গায় যেতে হত। নচেৎ জুটত লবডঙ্কা। এই সংজ্ঞাটাই বাংলায় পালটে যেতে শুরু করেছে ২০০৮ এর পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকে। বস্তুত পঞ্চায়েত ভোট যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা প্রমাণ করেছে ২০০৮–এর এই গ্রামীণ নির্বাচন। আজ রাজ্যে যে ঘাসফুলের এত প্রতিপত্তি তার ভিত গড়ে উঠতে শুরু করেছে এই পঞ্চায়েত ভোট থেকেই। যতই শাসক দলের একচেটিয়া রাজত্ব এই পঞ্চায়েত নির্বাচনে কায়েম হোক না কেন, তাও বিরোধীরা কতটা প্রস্তুত তা বোঝার এত ভালো প্ল্যাটফর্ম কোথাও নেই। আর এক্ষেত্রে

প্রকৃত সংগঠকদের স্পট করাও অত্যন্ত সহজ হয়ে ওঠে। সেজন্য দরকার এমন একজন নেতার যিনি পুরো রাজ্যের ভোটকেন্দ্র তথা বুথগুলিকে হাতের তালুর মতো চেনেন। বিজেপির অন্য রাজ্য নেতারা বাক্য আস্ফালনে যতটা দক্ষ ততটা মোটেই নন সাংগঠনিক দিক দিয়ে। আর হাতের কাছে মুকুল রায়ের মতো অপশন যখন আছেই তখন পঞ্চায়েতের মহড়া তাঁর নেতৃত্বে সেরে ফেলাই যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন অমিত শাহ–নরেন্দ্র মোদীরা।

যাঁরা শূন্য থেকে শুরু করতে চান তাঁদের ক্ষেত্রেও পঞ্চায়েত ভোট একটা বড় মহড়ার জায়গা। স্টেজ রিহার্সাল পর্বটা এখানে খুব সাবলীলভাবে সেরে ফেলা যায়। আর এই দিকটা মাথায় রেখে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব শেষ পর্যন্ত রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোটের ঠিক আগে তৃণমূলের প্রাক্তন সেকেন্ডম্যান তথা পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদ মুকুল রায়কে এই নির্বাচনের গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছে। সাম্প্রতিক সময়ের সবং, নোয়াপাড়া বিধানসভা উপনির্বাচন ও উলুবেড়িয়া লোকসভায় বিজেপির যে ভোট বৃদ্ধি হয়েছে তাতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মুকুল রায়ের ওপর ভরসাও অনেকটা বেড়েছে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারনা। তাই আরএসএস যতই মুকুল রায়কে নিয়ে নাক সিঁটকান কেন, রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের থেকেও তৃণমূলের এই প্রাক্তনীর ওপর অনেকটাই ভরসা বেশি অমিত শাহ–নরেন্দ্র মোদীদের। অসমে সরকার গঠনের পর এখন যে বাংলা ও ওড়িশা পদ্মফুল ব্রিগেডের পাখির চোখ হয়ে উঠেছে সেটা না বললেও চলে। তারসঙ্গে বোনাস হিসাবে আবার যদি বরাতে ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড ও মেঘালয় জুটে যায় তো সোনা পে সুহাগা হতে সময় নেবে না। কারণ বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব একটা জিনিস বেশ ভালোই বোঝে একদিক থেকে যদি দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার জন্য কিছু ক্ষয় দেখাও যায়, তা অন্যদিকে পূরণ করে নিতে পারলে সমতা ধরে রাখা সম্ভব। সেজন্যই উত্তর ভারতের কিছু রাজ্য ও দেশের পশ্চিমে কিছু অসন্তোষের আঁচ দেখা দেওয়ার অনেক আগে থেকেই লুক ইস্ট ফর্মুলা গ্রহণ করেছে বিজেপি। এরপর পাঁচের পাতায়

তৃণমূলের ভাবনায় নতুন মুখের আনাগোনা

কল্যাণ রায়চৌধরী

রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের ঘন্টা বেজে গিয়েছে কার্যত প্রায় মাস দুয়েক আগে থেকেই। প্রাথমিক পর্যায়ে ঠিক ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শাসকদলের জেতা প্রতিনিধিরা পুনরায় টিকিট পেতে পারেন। কিন্তু নির্বাচনের দিন যত এগোচ্ছে, তত পরিস্থিতি মোড় নিচ্ছে অন্যদিকে। বিশেষ করে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা এই পরিস্থিতিতে তালিকার শীর্ষে আছে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহল। তাদের মতে, এবার আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদ সহ বাইশটি পঞ্চায়েত সমিতি ও ২০০টি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শাসকদলের অনেক জেতা ও পরিচিত মুখ এবার টিকিট না পাওয়ার তালিকায় আছেন বলে বিশেষজ্ঞ মহলের দাবি। এর কারণ হিসেবে তাঁদের মন্তব্য, একদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শাসক দল এবং সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন গঠনমূলক পদক্ষেপ করেছেন। কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, শিক্ষাশ্রী সহ স্বাস্থ্যসাথী, খাদ্যসাথী, সবুজসাথী, জীবনসাথী, জল ধরো–জল ভরো, সৌন্দর্যায়ণ, বিদ্যুতায়নের মতো বিভিন্ন জন পরিষেবা মূলক প্রকল্পের

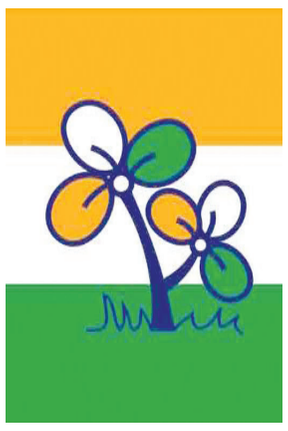

রূপায়ণ ঘটাচ্ছেন। কিন্তু অন্যদিকে উত্তর চব্বিশ পরগনার বহু নেতৃত্বসহ জন প্রতিনিধিরা বিভিন্ন বিপরীতমুখী কার্যকলাপের মাধ্যমে নেত্রীর উদ্যোগকে কালিমালিপ্ত করছেন। তারা গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব থেকে শুরু করে সিন্ডিকেট রাজ সহ বিভিন্ন প্রতারণামূলক কর্মকান্ডে লিপ্ত। রাজ্য তৃণমূলের এক নেতার কথায়, এই জেলার বেশ কিছু জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ সহ পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। যেসব অভিযোগগুলির মধ্যে রয়েছে আর্থিক কেলেঙ্কারিসহ বিভিন্ন দুর্নীতিমূলক অভিযোগ। এমনকি উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বেশ কয়েকজন তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে জমি সংক্রান্ত এবং চাকরি দেওয়ার নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা নেওয়ার অভিযোগও রাজ্য দফতরে জমা পড়েছে। একারণে নেত্রীর নির্দেশে সেইসব কর্মীদের আর টিকিট দেওয়া হবে না বলে জানানো হয়েছে।' তিনি আরও জানান, উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসত, বিধাননগর, বারাকপুর, বসিরহাট, বনগাঁ মহকুমাতেও যেসব কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা পড়েছে, তাদেরও টিকিট না দেওয়ার ব্যাপারে জেলাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। হাড়োয়া, হাবড়া, স্বরূপনগর পঞ্চায়েত সমিতিগুলি সহ স্থানীয় বেশ কয়েকজন নেতৃত্বের চালচলন নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। তাই দলকে স্বচ্ছ করার তাগিদে উঠছে নানা অভিযোগ।

এরপর পাঁচের পাতায়

হত্যাকাণ্ডের ১১ বছর অতিক্রান্ত

তুহিন সামন্ত নেই, কাটোয়ায় বেঁচে আছে শুধুই রাজনীতি

দেবাশিস রায়, কাটোয়া: তুহিন সামন্ত। ১১ বছর আগে রাজ্য রাজনীতিতে তোলপাড় করে করে দেওয়া একটা নাম। জীবনের রূপ, রস, গন্ধ সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করার আগে যৌবনেই যাঁকে রাজনীতির কারণে স্ত্রী–পুত্র–পরিবার–পরিজন ছেড়ে অকালে সুন্দর পৃথিবী থেকে চিরতরে চলে যেতে হয়েছে। তুহিন সামন্ত নেই। কিন্তু, তাঁকে ঘিরে আজও বেঁচে আছে কাটোয়ার রাজনীতি। এবারও তাঁর মৃত্যু দিবসে পদযাত্রা, মোমবাতি মিছিল, রক্তদান কর্মসূচি পালিত হয়েছে। কিন্তু, আজও তুহিনের হত্যাকারী–ষড়যন্ত্রকারীদের সাজা হয়নি। আজও তুহিনের পরিবারের প্রতিটি দিন কাটে অপরাধীদের সাজা ঘোষণার অপেক্ষায়। তুহিন সামন্ত খুনের ঘটনায় তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে পর্যন্ত চরম অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়েছিল। বিরোধী সহ বিভিন্ন মহলের শত শত প্রশ্নবাণে ক্ষতবিক্ষত হতে হয়েছিল রাজ্য প্রশাসনের এই শীর্ষ কর্তাকে। তিনি ঘটনার যথাযথ তদন্তেরও আশ্বাস দিয়েছিলেন। সেই

আশ্বাসে ভর করে তুহিনের পরিবার আজও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে অপরাধীদের সাজা হবেই। কিন্তু, এবারও ২৫ ফেব্রুয়ারি তুহিন স্মরণে আয়োজিত কর্মসূচি দেখে আমজনতার মুখে সেই একই প্রশ্ন উঠে এল, দোষীরা কবে শাস্তি পাবে?

কাটোয়ার তৎকালীন কংগ্রেস নেতা তথা কান্দি ল' কলেজের আংশিক সময়ের শিক্ষক তুহিন সামন্ত ২০০৭ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি প্রকাশ্যে গুলিতে খুন হন। সেদিন সকাল থেকেই কাটোয়া ২ নং ব্লকের শ্রীবাটী পঞ্চায়েতের চাণ্ডুলী উচ্চ বিদ্যালয়ের অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ভোট গ্রহণের কাজ চলছিল। নির্বাচনে যুযুধান দুই দল কংগ্রেস ও সিপিএমের পক্ষ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বীরা ছিলেন। ওই নির্বাচনে একটি 'কম্প্যানিয়ন ভোট' দেওয়াকে কেন্দ্র করে সাতসকালেই এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে নেমে পড়ে পুলিশ। হঠাই গুলির আওয়াজ। মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তুহিন সামন্ত। চাণ্ডুলী হাইস্কুলের গেটের সামনের একাংশ তুহিনের বুকের রক্তে লাল হয়ে ওঠে। মুহূর্তেই পালটে যায় গোটা এলাকার পরিস্থিতি। একদিকে স্বজন হারানোর বুক ফাটা কান্না। অন্যদিকে, কাটোয়া থানার তৎকালীন ওসি দেবজ্যোতি সাহাকে ঘিরে কংগ্রেস কর্মীদের তুমুল বিক্ষোভ চলছিল। তুহিন হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় অভিযোগ ওঠে দেবজ্যোতি সাহা সহ অসংখ্য সিপিএম নেতার বিরুদ্ধে। অভিযোগ, তৎকালীন কাটোয়া থানার ওসি দেবজ্যোতি সাহা নিজের সার্ভিস রিভলভার থেকে গুলি চালিয়ে তুহিন সামন্তকে খুন করেছেন। আর এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এলাকার অসংখ্য সিপিএম নেতা। ওই খুনের ঘটনার দিনই দেবজ্যোতি সাহাকে ক্লোজ করে দেওয়ার পর প্রথামাফিক তদন্তও শুরু হয়। এরপর পাঁচের পাতায়

বাড়তি কাউন্টারে কোপ, হয়রানি বাড়ছে রেলযাত্রীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন বারুইপুর। একদিকে গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে জংশন অন্যদিকে পেয়ারা, লিচু ও সার্জারি শিল্পের হাত ধরে জেলার অর্থনৈতিক অঞ্চল। বামফ্রন্ট আমলে তো জেলার সদর কার্যালয় আলিপুর থেকে সরিয়ে বারুইপুরে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত পাকা হয়ে গিয়েছিল। কলকাতা লাগোয়া এই মহকুমার জনসংখ্যাও বাড়ছে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।

ভৌগলিক ও আর্থিক দিক দিয়ে যত গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন বারুইপুরবাসী কিন্তু রেলের কাছে ক্রমশ তার গরিমা হারাচ্ছে। রেলযাত্রীদের সুবিধার জন্য প্ল্যাটফর্মের বাইরে টিকিট কাউন্টার খুলে প্ল্যাটফর্মে না গিয়েও টিকিট কাটার সুবিধা দিয়েছিল দক্ষিণ পূর্ব রেল। অথচ বর্তমানে দীর্ঘদিন ধরে

বন্ধ বারুইপুর স্টেশনের টিকিট কাউন্টার (উপরে), চলছে খোলা রেললাইনে অবাধে পারাপার। (নিচে)। ছবি : অরুণ লোধ

সে কাউন্টার বন্ধ। অগত্যা ওভারব্রিজ পেরিয়ে ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে গিয়ে টিকিট কেটে ২, ৩ বা ৪ নম্বরে আসতে হচ্ছে যাত্রীদের। স্বাভাবিক ভাবেই সময় ও কষ্ট দুই বাঁচাবার জন্য আট থেকে আশি সকলেই ওভারব্রিজ এড়িয়ে খোলা রেল লাইন পেরিয়ে বিপজ্জনকভাবে যাতায়াত করছেন সর্বক্ষণ। এ নিয়ে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিলেন নিত্যযাত্রীরা। কিন্তু কোথায় বললে এর সুরাহা হবে বা আদৌ হবে কিনা তা তারা জানেন না। কেন এমন হল? সুবিধা দিয়েও কেন বঞ্চিত করা হচ্ছে যাত্রীদের? এসব প্রশ্নের জবাব মিলল রেলকর্মীদের কাছে। যাত্রীদের চাহিদা সামাল দিতে হিমসিম খাওয়া কর্মীরা জানালেন কর্মী নিয়োগের অভাবেই মূলত খোলা যাচ্ছে না বাড়তি কাউন্টার। ফলে ক্রমবর্ধমান যাত্রীদের যেমন হয়রানি বাড়ছে তেমনি বাড়ছে কর্মীদেরও।

এই হয়রানি শুধু বারুইপুরবাসীর নয়। উত্তর ২৪ পরগনার বিভিন্ন স্টেশন ঘুরেও একই অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায়। সম্প্রতি সোদপুরবাসীরও কপাল পুড়েছে। তাদের জন্যও স্টেশনের বাইরে খোলা বাড়তি টিকিট কাউন্টারে কোপ পড়েছে রেলের সেখানেও একই অবস্থা। রেল কর্তারা অবশ্য এ ব্যাপারে নীরব। কারণ জিজ্ঞাসা করলে পূর্বতন রেলমন্ত্রীদের খামখেয়ালিপনাকেই কাঠগড়ায় তুলছেন। উপার্জন না বাড়িয়ে সস্তার রাজনীতি করতে গিয়েই নাকি কর্মী নিয়োগে কোপ পড়েছে। তাদের দাবি নতুন করে কর্মী নিয়োগের প্রস্তুতি চলছে। তাদের আশ্বাস, অচিরে এই সমস্যা মিটবে। তবে যাত্রীরা এই আশ্বাসে ভুলতে রাজি নয়। তাদের মন্তব্য, না আঁচালে বিশ্বাস নেই।

অবাধে বিকোচ্ছে খোকা ইলিশ

কুনাল মালিক : গত ২২ ফেব্রুয়ারি রাজ্য বিধানসভায় মৎস্যমন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, আমাদের রাজ্যে ৫০০ গ্রাম ওজনের ইলিশ ধরা এবং বিক্রি করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যদি কেউ তা করে তাহলে সরকার তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। দফতরের আধিকারিকদেরও এ ব্যাপারে অভিযান চালাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রী আরও বলেন, আমাদের রাজ্যে ৫০০ গ্রাম ওজনের ইলিশ ধরা নিষিদ্ধ হলেও মায়ানমারে কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই, তাই ওখানকার ইলিশ আমাদের রাজ্যে আসছে।

কিন্তু বাস্তব চিত্র অন্য কথা বলে, দক্ষিণ শহরতলির বজবজ–২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত বুড়ুল থেকে বিড়লাপুর পর্যন্ত হুগলি নদী তীরবর্তী ঘাটগুলোতে প্রতিদিন মৎস্যজীবীরা প্রচুর ইলিশ ধরছেন। যাদের ওজন ৫০০ গ্রামের অনেক নীচে। দুপুরের পর গদাখালি, বুড়ুল, নলদাঁড়ি, তিন ফটকের ঘাটে চোখে পড়ছে প্রচুর ইলিশ অবাধে বিক্রি হচ্ছে। কোনও সরকারি সচেতনতা মূলক প্রচার কিংবা অভিযান চোখে পড়ছে না।

ইলিশ মাছ ১৫০–২০০ টাকা কিলো দরে বিকোচ্ছে। যদিও এই ইলিশের কোনও স্বাদ নেই। স্থানীয় এক প্রবীণ মৎস্যজীবী জানালেন, এখন যে মাছ ধরা পড়ছে, বর্ষাকালে এই মাছগুলো বড় হলে ভালো দাম পেত মৎস্যজীবীরা। এবং মাছের

স্বাদও ভালো হত। বর্ষাকালে সিজনে এই মৎস্যজীবীরা আর তেমন মাছ পায় না। নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করছে। এদের সচেতনতা দরকার। বজবজ–২ নম্বর ব্লকের মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক অনাময় সমাদ্দার জানালেন, বিষয়টি মেরিন বিভাগ দেখে।

তবে এভাবে ইলিশ ধরা ঠিক নয়। আমি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে ব্যবস্থা নেব। বজবজ–২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায় জানালেন, বিষয়টি আমার জানা ছিল না। আগামী সপ্তাহে বুড়ুল থেকে রায়পুর এলাকায় সচেতনতামূলক একটি অটো প্রচারের ব্যবস্থা করব।

কারেকশনের অন্ধকূপ থেকে ঠেলে বেরতে চাইছে ভারতীয় অর্থবাজার

পার্থসারথি গুহ

কারেকশন মুডে থাকা ভারতের বাজারেও আশা জাগাচ্ছে অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের ভবিষ্যতবাণী। পৃথিবী বিখ্যাত শেয়ার বিশারদ এজেন্সিগুলো এখনও ভারত সম্পর্কে খুব বুলিশ বা তেজিয়ান মনোভাব পোষণ করছে। তাঁদের মতে, নিফটি আগামী ৪–৫ বছরের নিরিখে ৩০ হাজার ছুঁয়ে ফেলতে পারে। বলাবাহুল্য সেক্ষেত্রে সেনসেক্স ১ লাখের ঘর ছাপিয়ে চলে যাবে আরও অনেকটাই ওপরে। এত কিছু বড় টার্গেট বেঁধে দেওয়া হলেও যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণেও যে চিত্র ধরা পড়ছে তা বলছে নিফটি আগামী লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ১১ হাজারের গণ্ডি অতিক্রম করলেও খুব বেশি একটা ওপরে যেতে পারবে না। মেরেকেটে ১২ হাজার হতে পারে নিফটি। তাও ২০১৯ লোকসভা ভোটে ফের বিজেপি দিল্লির তখতে বসলে তবেই। আর কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন খিচুরি সরকার এলে তা বাজারের ক্ষেত্রে বড় ধাক্কা হয়ে দাঁড়াবে। এখন দেখার আগামী কিছুদিনে নীরব–মেহুল ঘোটালা থেকে পিএনবি স্ক্যাম কতটা দক্ষতার সঙ্গে সামাল দিতে পারে মোদী সরকার।

এর আগে গুজরাটের নির্বাচনে

অর্থনীতি

সামান্য ধাক্কার পরেও সবাই ধরেই নিয়েছিলেন যে ভারতীয় অর্থ বাজারে এই মোদী–রাজ অব্যাহত থাকতে চলেছে সামনের লোকসভা নির্বাচনের প্রেক্ষিতেও। সেক্ষেত্রে ২০১৯ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত বিজেপি রাজ চলার প্রভূত সম্ভাবনা। আর এখন ২০১৮। অর্থাৎ সামনের এই ৫–৬ বছরের মধ্যে বড় কোনও অঘটন না ঘটলে একটা অসম্ভব স্থিতিশীলতা চলে আসবে শেয়ার বাজারের অভ্যন্তরে। কিন্তু সেই জায়গাতেই আপাতত একটা অনিশ্চয়তার কালো মেঘ এসে ঘনীভূত হয়েছে। চিন্তার কারণ এটাই। তবে বাজার লাগাতার বাড়ার পিছনে আরও কয়েকটি উপাদান

অবশ্য কাজ করছে। তার মধ্যে জিএসটি চালু হওয়া, ভালো বর্ষা, দেশি–বিদেশি ফান্ডগুলির ভারতের বাজারের প্রতি আস্থা পোষণ করা, নোটবন্দি পরবর্তী বেশ কয়েকটি নির্বাচনে বিজেপির তাক লাগানো ফলাফল করা, রাজ্যসভায় আগামী বছর খানেকের মধ্যে ঘাটতি মিটিয়ে নেওয়া, মোদির সংস্কার রথ অব্যাহত থাকা, সুদের হার নিরন্তর কমতে থাকা ইত্যাদি এতগুলো ইতিবাচক খবর রয়েছে যা ভারতের বাজারকে অক্সিজেন জোগাচ্ছে পুরোদমে। কিন্তু পাশাপাশি হালফিলে গুজরাটে কোনওরকমে কানের পাশ দিয়ে জয়, রাজস্থান উপনির্বাচনে পদ্মের ধরাশায়ী হওয়া ইত্যাদি খারাপ খবর চাপে ফেলেছে এনডিএ সরকারকে। আর এই শূল যন্ত্রণা বলাবাহুল্য তাড়া করছে শেয়ার বাজারকেও।

এর সঙ্গে ভারতের শেয়ার বাজারের এই অভূতপূর্ব উচ্চতায় চলে যাওয়ার পিছনে চিনের সর্বনাশও একটা অত্যন্ত বড় কারণ। চিনের সর্বনাশেই কার্যত ভরা জ্যৈষ্ঠের মধ্যেও পৌষ মাস ভারতের শেয়ার বাজারে। চিন থেকে গত ১–২ বছর ধরেই বিপুল পরিমাণ টাকা তুলে নিতে দেখা যাচ্ছে বিদেশি এফআইআইদের। তাঁরাই হয়তো এখন ভারতের বাজারে সেই টাকা লগ্নি করেছেন। যদিও বিগত এক বছরে ভারতের বাজারে বলার মতো কিছু ভূমিকা নেই এফআইআইদের। বরং অনেক বেশি শক্তি বাড়াতে সক্ষম হয়েছে ঘরোয়া ফান্ডগুলি।

ভারতের শেয়ার বাজার জুড়ে ডোমেস্টিক বা দেশি ফান্ডের ক্রমবর্ধমান শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে গত ১ বছর ধরেই। আর এই এক বছর তো বিদেশিদের কার্যত সাইডলাইনে রেখে ভারতের অর্থ বাজারের ব্যাটন নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে ডিআইআই বা মিউচুয়াল ফান্ডগুলি। এই কর্তৃত্ব খুব সহজে ডোমেস্টিকরা ছেড়ে দেবেন বলে মনেও হচ্ছে না। সেক্ষেত্রে এই অর্থবর্ষ শেষ হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ মার্চ–এপ্রিল পর্যন্ত ফান্ড–এর জোগান অব্যাহত থাকতে পারে।

এখনও পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে চোখে পড়লে বিদেশি এফআইআইরা যেমন রোজ হাজার কোটির মাল বেচছেন, তার পালটা ভারতীয় ফান্ড প্রায়ই তার বেশি কিনছে। আসলে পেনশন, ইপিএফ সহ বিভিন্ন জায়গার টাকা হাতে আসাতে ভারতীয় সংস্থাগুলি বলিয়ান হয়ে উঠছে এটা জলের মতো পরিস্কার। কিন্তু এর মধ্যেও একটা প্রশ্ন উঠছে, কতদিন বিদেশিদের বেচার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারবে ভারতীয় ফান্ড।

কারণ বিদেশিদের প্রচুর বিক্রির জন্যই যে ইতিমধ্যে বাজার প্রায় ৮–১০ন শতাংশ কারেকশন সেরে ফেলেছে এটা তো আর অস্বীকার করা যাবে না।

রেলে ৬২৯০৭ গ্রুপ ডি

☐ শুধু মাধ্যমিক যোগ্যতাতেই সব পদে আবেদন করা যাচ্ছে সাধারণ, তফসিলি এবং ও বি সি প্রার্থীদের ফি–এর ছাড়

নিজস্ব প্রতিনিধি : শুধু মাধ্যমিক পাশ হলেই এখন রেলের গ্রুপ 'সি' লেভেল ওয়ানের (পূর্বতন গ্রুপ 'ডি') যে–কোনও ক্যাটেগরির শূন্যপদে আবেদন করা যাবে। গ্রুপ 'ডি'–র কোনও পদের ক্ষেত্রেই আইটিআই অথবা অ্যাক্ট অ্যাপ্রেন্টিস যোগ্যতা বাধ্যতামূলক নয়। সম্প্রতি এই ঘোষণা করেছেন রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। গ্রুপ 'ডি' পদের শিক্ষাগত যোগ্যতার পুনর্বিন্যাসের সঙ্গেই অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট, টেকনিশিয়ান এবং গ্রুপ 'সি' পদে আবেদনের ফি–এ ছাড় দেওয়া হয়েছে।

সবক'টি পদ মিলিয়ে রেলের প্রায় ৯০ হাজার শূন্যপদের ক্ষেত্রেই আবেদনের বয়সের উর্ধ্বসীমা ২ বছর বাড়ানো হয়েছে আগেই।

রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল ২১ ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করেছেন, অন্তত মাধ্যমিক পাশ হলেই গ্রুপ 'সি' লেভেল ওয়ানের ট্র্যাক মেন্টেনার, পয়েন্টসম্যান, হেল্পার, গেটম্যান ও পোর্টার পদে আবেদন করা যাবে।

উল্লেখ্য, মূল বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল শুধু মাধ্যমিক যোগ্যতায় হেল্পার (মেডিক্যাল), হসপিটাল অ্যাটেন্ড্যান্ট, অ্যাসিস্ট্যান্ট পয়েন্টসম্যান, গেটম্যান, পোর্টার/হামাল/সুইপার–কাম–পোর্টার পদে আবেদন করা যাবে। অন্যান্য ক্যাটেগরির পদগুলির ক্ষেত্রে মাধ্যমিকের সঙ্গে আইটিআই ট্রেড সার্টিফিকেই বা অ্যাক্ট অ্যাপ্রেন্টিসের সার্টিফিকেট থাকতে হবে। রেলমন্ত্রীর ঘোষণা অনুসারে, মাধ্যমিক যোগ্যতাই গ্রুপ 'সি' লেভেল ওয়ানের সব ক্যাটেগরির পদের ক্ষেত্রে মূল শিক্ষাগত যোগ্যতা বলে গণ্য হবে।

অর্থাৎ, প্রার্থী দরখাস্তে পদের নামের কলামে পছন্দের ক্রমানুসারে যে কোনও পদেরই উল্লেখ করতে পারেন। তবে পছন্দের ক্রমানুসারে যে–পদগুলির উল্লেখ করতে চাইবেন, সেগুলির শূন্যপদ আপনার বেছে নেওয়া রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের আওতায় আছে কিনা সে বিষয়ে আগে নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে।

ফি–এ ছাড় : রেলমন্ত্রী জানিয়েছেন, সবক'টি পদের ক্ষেত্রেই জেনারেল এবং ওবিসি ক্যাটেগরির প্রার্থীদের জন্য আবেদনের ফি বাবদ যে ৫০০ টাকা ধার্য করা হয়েছে, পরীক্ষায় বসলে প্রার্থীরা তার মধ্যে ৪০০ টাকাই ফেরত পেয়ে যাবেন। সংরক্ষিত ক্যাটেগরির প্রার্থীদের ক্ষেত্রে আগের নীতিই বহাল থাকছে। তাঁদের আবেদনের ফি ২৫০ টাকা। পরীক্ষায় বসলে ২৫০ টাকাই ফেরত পাওয়া যাবে।

সইয়ের নীতিতে বদল : মূল বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছিল, যাবতীয় নথিপত্রে প্রার্থীকে টানা হাতে ইংরেজি বা হিন্দিতে সই করতে হবে। রেলমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, নথিপত্রে প্রার্থী তাঁর নিজের ভাষাতেও সই করতে পারবেন। ইংরেজিতেও সই করা যাবে। সইয়ের

গ্রুপ 'ডি' কর্মী নিয়োগের সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যে ফের গ্রুপ 'ডি' কর্মী নিয়োগের সম্ভাবনা প্রবল। প্রথম দফায় গ্রুপ 'ডি' পদে ৬,০০০ কর্মী নিয়োগের জন্য প্রার্থী বাছাইয়ের কাজ শেষের পথে। মার্চের মধ্যেই নির্বাচিতদের তালিকা নবান্নে পৌঁছে যাওয়ার কথা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, রাজ্য সরকারের অফিসগুলোতে পর্যায়ক্রমে ৬০ হাজার গ্রুপ 'ডি' কর্মী নিয়োগ করা হবে। দ্রুততার সঙ্গে নিয়োগের প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য ২০১৫–য় রাজ্যে গ্রুপ 'ডি' রিক্রুটমেন্ট বোর্ড তৈরি হয়। বোর্ড কাজ শুরু করে ২০১৬–র ১ জানুয়ারি। পর্ষদ প্রথম পর্যায়ের প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়া প্রায় সম্পূর্ণ করে ফেলার পরে দ্বিতীয় পর্যায়ের নিয়োগের সম্ভাবনা জোরদার হয়ে উঠেছে।

মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুসারে ৬০ হাজার গ্রুপ 'ডি' কর্মী নিয়োগের পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে ৬,০০০ শূন্যপদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল ২০১৭০র ৩ জানুয়ারি। পরীক্ষায় বসার জন্য আবেদন করেছিলেন ১৮ লক্ষ ৬৮ হাজার প্রার্থী। লিখিত পরীক্ষা হয়েছিল ২০ মে। পরীক্ষায় বসেছিলেন প্রায় ১৮ লক্ষ প্রার্থী। এই বিপুল সংখ্যক প্রার্থীর মধ্যে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন মাত্র ১৮ হাজার ৩৫৬ জন। ইন্টারভিউ শুরু হয়েছিল ১৬ অক্টোবর। শেষ হয়েছে ২৩ ফেব্রুয়ারি। চূড়ান্ত মেধাতালিকা তৈরি হবে লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ে পাওয়া নম্বরের ভিত্তিতে। মার্চেই সেই তালিকা নবান্নে পৌঁছে যাবে বলে খবর।

রাজ্য সরকারের গ্রুপ 'ডি' পদের নূন্যতম শিক্ষাগত যোগ্যতা ক্লাস এইট পাশ। তবে উচ্চতর যোগ্যতাসম্পন্ন তরুণ–তরুণীরা এই পদে আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। তফসিলি, ও বি সি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পেয়ে থাকেন।

৮৫ নম্বরের অবজেক্টিভ টাইপ লিখিত পরীক্ষা এবং ১৫ নম্বরের ইন্টারভিউয়ের ভিত্তিতে মেধাতালিকা তৈরির কাজ চলছে। যাঁরা আগেভাগে রাজ্য সরকারের গ্রুপ 'ডি' পদের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে চান, তাঁরা পরীক্ষার সিলেবাস পাবেন এই ওয়েবসাইটে : www.wbgdrb.in

কলকাতা হাইকোর্টে স্টেনোগ্রাফার

নিজস্ব প্রতিনিধি : পার্সোন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট/স্টেনোগ্রাফার পদে ৪২ জন কর্মী নেবে কলকাতা হাইকোর্ট। অস্থায়ীভাবে নিয়োগ হলেও ভবিষ্যতে স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : ৬৯৫–আর জি।

শূন্যপদের বিবরণ : মোট শূন্যপদ ৪২টি (সাধারণ ৭, সাধারণ–দৈহিক প্রতিবন্ধী ২, সাধারণ দক্ষ খেলোয়াড় ১, সাধার ইসি ৭, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি জাতি–ই সি ৬, তফসিলি উপজাতি ৫, তফসিলি উপজাতি–ই সি ২, ও বি সি–এ ৩, ও বি সি–এ–ই সি ২, ও বি সি–বি–ই সি ১)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল। সঙ্গে শর্টহ্যান্ডে প্রতি মিনিটে ১২০টি শব্দ লেখার দ্রুততা এবং প্রতি মিনিটে ৩০টি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে।

দক্ষ খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রে উপরোক্ত যোগ্যতা ছাড়াও জাতীয় বা আন্তর্জাতিক স্তরের প্রতিযোগিতায় রাজ্য বা দেশের প্রতিনিধিত্ব করে থাকতে হবে অথবা ইন্টার ইউনিভার্সিটি স্পোর্টস বোর্ড পরিচালিত প্রতিযোগিতায় ইউনিভার্সিটির প্রতিনিধিত্ব করে থাকতে হবে অথবা অল ইন্ডিয়া স্কুল গেমস ফেডারেশন আয়োজিত প্রতিযোগিতায় রাজ্য স্কুল টিমের প্রতিনিধিত্ব করে থাকতে হবে। নিয়োগ করা হবে এই সব ক্রীড়া ক্ষেত্র থেকে : অ্যাথলেটিক্স (ট্র্যাক ও ফিল্ড ইভেন্ট সহ), কবাডি, খো খো, ফুটবল, ব্যাডমিন্টন, টেবল টেনিস, ভলিবল, বাস্কেটবল, লন টেনিস, ক্রিকটে, সুইমিং, ওয়েট লিফটিং, রেসলিং, বক্সিং, সাইক্লিং, জিমন্যাস্টিক, জুডো, রাইফেল শ্যুটিং এবং হকি।

বয়স : ১–১–২০১৮ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫ বছরের ছাড় পাবেন। দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : ৭,১০০–৩৭,৬০০ টাকা। গ্রেড পে ৩,৬০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে দু'পর্যায়ের স্টেনোগ্রাফি টেস্ট এবং টাইফ টেস্টের মাধ্যমে। স্টেনোগ্রাফি টেস্টের প্রথম পর্যায়ে মিনিটে ১২০টি শব্দের গতিতে শর্টহ্যান্ডে লিখে সেটিকে ৪৫ মিনিটের মধ্যে নিজের হাতে লিখতে হবে। এই পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে বাছাই করা প্রার্থীদের আরও একটি শর্টহ্যান্ড টেস্ট নেওয়া হবে। শর্টহ্যান্ডে লেখার পর 'আউটলাইন' যাচাইয়ের জন্য ১৫ মিনিট সময় দেওয়া হবে। এর পর শর্টহ্যান্ডে নেওয়া ডিক্টেশনটি মিনিটে অন্তত ৩০টি শব্দের গতিতে কম্পিউটারে টাইপ করতে হবে।

আবেদন করতে হবে ৮.৫×১৪ ইঞ্চি মাপের সাদা কাগজে হাতে লিখে বা টাইপ করে। আবেদনপত্রে থাকতে হবে এই সব তথ্য— প্রার্থীর নাম (ইংরেজি বড় হরফে), পিতা বা স্বামীর নাম, প্রার্থীর জন্মতারিখ ও ১–১–২০১৮ তারিখ অনুসারে বয়স, স্থায়ী ঠিকানা সহ মোবাইল নম্বর, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অন্যান্য যোগ্যতা, কম্পিউটার জ্ঞান, শর্টহ্যান্ড ও টাইপিং স্পিড, ক্যাটেগরি, দৈহিক প্রতিবন্ধী, দক্ষ খেলোয়াড় বা এক্সেম্পটেড ক্যাটেগরির অন্তর্ভুক্ত কি না, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ কার্ড নম্বর, জাতি, ফি জমা দেওয়া সংক্রান্ত তথ্য। দরখাস্তের শেষ তারিখ উল্লেখ করে সই করবেন।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ পূরণ করা দরখাস্ত–ভরা খামের ওপর প্রার্থীর ক্যাটেগরি এবং পদের নাম লিখে দেবেন। দরখাস্ত ২০ মার্চ বিকেল সাড়ে ৪টের মধ্যে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায় : Registrar General, High Court, Calcutta.

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন এই ওয়েবসাইট : www.calcuttahighcourt.nic.in

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন

* ফি বাবদ ইন্ডিয়ান পোস্টাল অর্ডারের মাধ্যমে দিতে হবে ৩০০ টাকা (তফসিলিদের ক্ষেত্রে ১৫০ টাকা)। পোস্টাল অর্ডারটি 'Registrar General, High Court, Calcutta'–এর অনুকূলে 'G.P.O. at Calcutta'–এ প্রদেয় হতে হবে।
* প্রার্থীর দু'কপি পাসপোর্ট মাপের স্বপ্রত্যয়িত ফটো। এর মধ্যে ১টি ফটো দরখাস্তের ডানদিকে ওপরে সেঁটে দেবেন এবং অন্য ফটোটি দরখাস্তের সঙ্গে আটকে দেবেন।
* বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় প্রমাণপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল।
* কাস্ট সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
* দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
* দক্ষ খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পাওয়া স্পোর্টস সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।
* এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে প্রাপ্ত পরিচয়পত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
* প্রার্থীর নাম–ঠিকানা লেখা এবং ৫ টাকার ডাকটিকিট সাঁটানো ২৫×১১ সেমি মাপের একটি খাম।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৩ মার্চ – ৯ মার্চ, ২০১৮

মেষ : সাবধানে চলাফেরা করতে হবে। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে। অর্থ সঞ্চয়ে বাধা। মাতা বা মাতৃস্থানীয়ার সাহায্য পাবেন। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে সফলতা পাবেন। গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। শিক্ষায় শুভ হবে।

বৃষ : পতি–পত্নীর মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেবে। আয় ভালই হবে। পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে কাজগুলি যথাযথভাবে করতে সক্ষম হবেন। এবং তাতে সুনাম যশ বৃদ্ধি পাবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। কর্মের যোগ রয়েছে।

মিথুন : অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। ব্যবসায় লাভের যোগ রয়েছে। গৃহে আত্মীয়–কুটুম্বের সমাগম ঘটবে। যাঁরা শিল্পকলার সঙ্গে যুক্ত তাঁদের ক্ষেত্রে সময়টি শুভ। মাতার স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে সুনাম যশ বজায় রেখে চলতে পারবেন।

কর্কট : অর্থনৈতিক বিষয়ে চাপের সৃষ্টি হবে। কিন্তু আপনি অর্থ পাবেন। গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। শিরঃপীড়া বা চক্ষুপীড়ায় কষ্ট পাবেন। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। ধর্মীয় বিষয়ে নূতন পরিকল্পনা করতে পারেন। মাথা ঠাণ্ডা রেখে চলতে হবে।

সিংহ : সিংহের মত এগিয়ে চলুন, আপনার সফলতা আসবে। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভের যোগ রয়েছে। আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে বিরোধ ঘটতে পারে। লেখাপড়ায় মনের মত ফল হবেনা। কর্মস্থলে কিছু সমস্যায় পড়তে পারেন। বুদ্ধি করে চলতে হবে।

কন্যা : আপনাকে বিবিধ সমস্যায় পড়তে হবে কিন্তু আপনি তার সমাধান করে ফেলতে সমর্থ হবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। শিক্ষায় শুভফলের যোগ রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে শুভ হলেও ছিদ্রান্বেষী লোকেরা ক্ষতি করবার চেষ্টা করবে। বাত বা বাতজাতীয় পীক্ষায় কষ্ট।

তুলা : শরীর নিয়ে বিবিধ সমস্যায় পড়বে। আর্থিক বিষয়েও চাপের সৃষ্টি হবে। মনের শান্তি বজায় থাকবে না। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে গোলমালের কিছুটা অবসান হতে পারে। এখনি নূতন ব্যবসায় হাত দেবেন না। শিক্ষায় বাধার মাধ্যমে অগ্রসর হতে হবে।

বৃশ্চিক : বিভিন্ন রকম গোলমালের মধ্য দিয়ে আপনাকে চলতে হবে। হতাশায় ভেঙে পড়লে চলবে না। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে সফলতা পাবেন। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। পিতার পক্ষে সময়টি ভাল। কর্মের যোগাযোগ রয়েছে। চলাফেরায় সতর্ক হবেন।

ধনু : অতিরিক্ত চিন্তা থেকে আপনাকে স্নায়ু রোগে কষ্ট পেতে হবে। খাওয়া–দাওয়ার বিষয়ে যথেষ্ট সংযম থাকতে হবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। পায়ে হাড়ের উপর চোট লাগতে পারে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। মনের শক্তি বৃদ্ধি পাবে। সন্তান বিষয়ে শুভ।

মকর : ব্যবসা বাণিজ্যে লাভের যোগ লক্ষিত হয়। শিক্ষায় সমস্যা থাকলেও সাফল্য পাবেন। সপ্তাহের শেষের দিকে মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে। দায়িত্বমূলক অথবা, আয় আগের তুলনায় ভাল হবে।

কুম্ভ : মাথা গরম করলে কোন কাজ ঠিকমত করতে পারবেন না। ধীর–স্থির হয়ে খুব চিন্তা করে কাজ করতে হবে। অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়ে অর্থ রোজগার করতে হবে। সন্তানের শরীর নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে মনোমালিন্য ঘটবে।

মীন : কবি বা সাহিত্যিকদের পক্ষে সময়টি শুভ। শিক্ষায় সাফল্য পাবেন। সন্তান বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। ব্যবসায় লাভ হলেও বাধা আসবে। শরীর আগের তুলনায় ভাল হবে। তবুও সাবধানে থাকা দরকার। কর্মস্থলে সুনাম যশ বজায় থাকবে। ক্রোধ কমাতে হবে।

শব্দবার্তা ৬৮

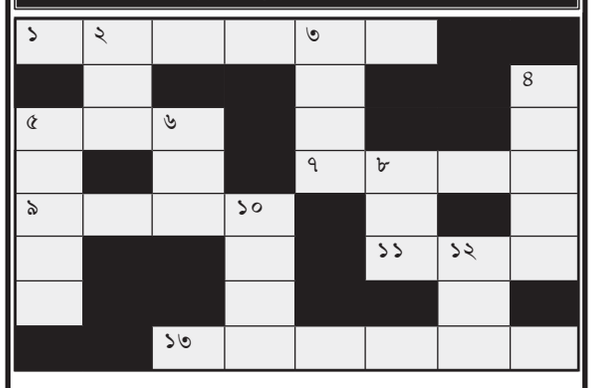

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। ধনসম্পত্তির লোভ ৫। — খানা ৭। দুর্নাম, অপযশ ৯। পায়রা ১১। মারাত্মক, সাংঘাতিক ১৩। উপবেশন

উপর–নীচ

২। ছয় বেদাঙ্গ ৩। সম্পর্ক, সঙ্গ ৪। এক কবিয়াল ৫। জটিল বিষয়কে সরল করা ৬। সন্তোষিত, চিত্রিত ৮। যে দেখে ১০। অনুচিত বর্ণনা বা রস ১২। পরিণয়।

সমাধান : শব্দবার্তা ৬৭

পাশাপাশি : ১। ঠাকুরদালান, ৫। নরক ৭। শতরূপা ৯। রবিবার ১১। বিচার ১৩। তাইরেনাইরে।

উপর–নীচ : ২। কুমোর ৩। লালাপেশে ৪। বেলেপাহাড় ৫। নজরবন্দি ৬। কসবা ৮। তসবি ১০। রইরই ১২। চাটাই।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৮৯৮১৬৫৭৭৪৩

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – শঙ্কর ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড়** – কল্যাণ রায় ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক** – বাপ্পাদার স্টল ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস, নরেন চক্রবর্তী ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–সজল মন্ডল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত রেলস্টেশন**–কৃষ্ণ কুন্ডু, শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **কল্যাণী**–গোরা ঘোষ ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/শম্ভুদা ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল, নিরঞ্জন ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–মর্নিং নিউজ বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**– খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম পাল ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন ● **ব্যাঙ্কশাল কোর্ট**– রাজনারায়ণ সিং ● **ডালহৌসি এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক** – রমেশ গুপ্তা ● **বর্ধমান** – দীনেশ জৈন ● **শিয়ালদহ** – নন্দগোপাল দাস

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

হাওড়ার রাস্তাঘাট সংস্কারে অনীহা

নিজস্ব প্রতিনিধি : জনজীবনের মান উন্নয়নের নিরিখে হাওড়া জেলার রাস্তাঘাট উন্নয়নে তৃণমূল সরকারের উদ্যোগকে সাধুবাদ। আবার কোথাও উন্নয়নের ছোঁয়া তো দূর অস্ত। অসামপ্ত কাজের সমাপ্তের দিকে নজর পড়ে না। অর্দ্ধসমাপ্ত রাস্তাঘাটের উন্নয়নে বামফ্রন্ট জমানায় যে রাস্তা শুরু হয়েও আজ পর্যন্ত পূর্ণ সমাপ্ত হল না বামফ্রন্ট সরকারের প্রথম ফেজে মানিকতলা থেকে আরম্ভ করে উলুবেড়িয়ার দক্ষিণে হিরাপুর হাই স্কুল পর্যন্ত ?? র কাজ সম্পন্ন হয়ে প্রথম পর্যায়ের তৃণমূল সরকারের পাঁচ বছর পার হয়ে গেল দ্বিতীয় পর্য্যায়ে শেষ হতে চলেছে, কিন্তু হিরাপুর হাইস্কুল থেকে ৫৮ গেট পর্যন্ত দ্বিতীয় ফেজের কাজটি অসমাপ্তই রয়ে গেল। সরকারের টনক আর নড়ে নি।

দ্বিতীয় এক কবি সভায় আমন্ত্রণ পেয়ে বাগনান স্টেশন থেকে কালুয়াগামী ম্যাজিক গাড়িতে যাওয়ার পথে এবং আসার পথেও যাত্রী সাধারণের দূরাবস্থার কথা সম্যক উপলব্ধি হল। দীর্ঘ ২২ কিমি রাস্তায় যাতায়াতে যেখানে বাস ও ট্রেকারের পরিবর্তে এসেছে ম্যাজিক গাড়ি। একেই তো এইআইসিতে ওষ্ঠাগত প্রাণ, পরন্তু নারী শিশু বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের অসহনীয় অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়। অনেকেই তাদের নিত্য প্রয়োজনে সময়মতো গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে অপারগ হচ্ছেন। ৭/৮ ধরে এই অবস্থা চলছে তার পূর্বে রাস্তা সংস্কারের আগে বাস এবং ট্রেকারের ব্যবস্থা ছিল। প্রশাসনিক কর্তারা উদাস ভাবেই কাটাচ্ছেন তাঁদের আর অসুবিধা কি।

বাঘে নিয়ে গেল মৎস্যজীবীকে

নিজস্ব প্রতিনিধি : –বাঘের আক্রমণের শিকার হলেন এক মৎস্যজীবী।ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবনের পীরখালি ২নং জঙ্গলের মনসাখালি খালের পাড়ে।এদিন নদীতে কাঁকড়া ধরার সময় কৃষ্ণপদ মন্ডল (৫৫)নামে এক মৎস্যজীবী কে বাঘে তুলে নিয়ে যায়। ঘটনার সময় কৃষ্ণপদ বাবুর সাথে আরো দুই সঙ্গী থাকলেও তারা বাঘের সাথে লড়াই করে শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণপদবাবু কে ফিরিয়ে আনতে পারেননি। গত বুধবার বাসন্তীর ঝড়খালি গ্রাম পঞ্চায়েতের ত্রিদিবনগর গ্রাম থেকে কাঁকড়া ধরার জন্য তিনজন মৎস্যজীবী শঙ্কর সরদার,বনিন্দ্র মন্ডল,কৃষ্ণপদ মন্ডল সুন্দরবনে গিয়েছিলেন। গত দুদিন সবকিছু ঠিকঠাক থাকলেও শুক্রবার সকালে নৌকা থেকে জঙ্গলের পাড়ে তিনজন যখন কাঁকড়া ধরছিলেন ঠিক সেই সময় জঙ্গল থেকে একটি বাঘ বেরিয়ে এসে আচমকা হামলা করে কৃষ্ণপদ বাবুর উপর।টানা হেঁচড়া করে কৃষ্ণপদ বাবু কে নিয়ে জঙ্গলে ঢুকে যায়।তার চিৎকারে দুই সঙ্গী বাঘের সাথে আপ্রাণ লড়াই চালিয়েও সঙ্গীকে উদ্ধার করতে ব্যর্থ হন।কার্যত চোখের সামনে সঙ্গীকে তুলে নিয়ে যাওয়ায় মুষড়ে পড়েন দুইসঙ্গী।এই ঘটনার পর শুক্রবার দুপুরে দুই সঙ্গী গ্রামে ফিরে ঘটনার কথা জানান। ঝড়খালি ত্রিদিব নগর গ্রামে এমন খবর পৌঁছাতেই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বনদফতর।

আগুনে পুড়ে ছাই

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগুনে পুড়ে ভস্মীভুত হয়ে গেল একটি বাড়ি। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছটা নাগাদ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার নিকারীঘাটা গ্রামপঞ্চায়েতের হাতামারী গ্রামে।এদিন সন্ধ্যায় হাতামারী গ্রামে উদয় মন্ডলের বাড়িতে ভয়াবহ আগ্নিকান্ডের জেরে ঘর সহ বাড়ির আসবাবপত্র পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। আগুনের লেলিহান শিখা দেখে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে পাশের পুকুর থেকে জল নিয়ে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগালেও শেষ রক্ষা হয়নি। উদয়বাবু জানান, ঘরের মধ্যে ধান,চাল, টাকা,পয়সা,জমির দলিল সহ যাবতীয় সামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আগামী কাল যে কি খাবো তেমন সামান্য কোন কিছুই নেই। এমন ভয়াবহ অগ্নিকান্ড কি ভাবে ঘটলো সে বিষয়ে সকল গ্রামবাসী ধন্দে।

কালবৈশাখীর তাণ্ডব কাটোয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : গভীর রাতে আচমকা ঝ।রে তাণ্ডব। প।ল চালা, ভাঙল গাছগাছালি। সেইসঙ্গে ক্ষণিকের বৃষ্টি। সবমিলিয়ে রবিবার গভীর রাতে পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া মহকুমার বিস্তীর্ণ এলাকায় আকস্মিক এই ঘটনাকে সাধারণ মানুষ মিনি কালবৈশাখীর তাণ্ডব রূপে বর্ণনা করে পরদিন সকাল থেকেই বেশ খোশগল্পে মেতে উঠেছিলেন। বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, কোথাও ঘ।রে চাল প।ে গেছে। কয়েকটি জায়গায় গাছপালার ডাল ভেঙে প।ে। কোথাও বা।রি ছাদে ডিস অ্যান্টেনা উ।ে গেছে। কাটোয়া ১ নং ব্লকের খাজুরডিহি পঞ্চায়েতের বিকিহাট–একাইহাট এলাকায় দোল উসব উপলক্ষ্যে তৈরি আলোকসজ্জার সুউচ্চ তোরণটি বিপজ্জনকভাবে রাস্তার উপরেই হেলে প।ে। সোমবার সকাল থেকেই অবশ্য ওই তোরণটি মেরামতের জন্য যুদ্ধকালীন তপরতার ভিত্তিতে কাজও শুরু হয়ে যায়। এই মিনি কালবৈশাখীর কারণে কোনও হতাহতের ঘটনা না ঘটলেও মাঝরাতে বহু মানুষের হৃকম্প ধরিয়ে দিয়েছিল। রসিকতার সুরে বোধ হয় এটাই বলা যায়, এটাতো কালবৈশাখীর ট্রেলার।

শ্লীলতাহানীর অভিযোগ তৃণমূলের নেতার বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজপুর চৌহাটী পেয়ারা বাগানে বালিপুকুর এলাকায় ২৪ নং ওয়ার্ডে তৃণমূল নেতা উত্তম সরকারের বিরুদ্ধে মাধ্যমিক ছাত্রীকে মারধরে অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটে ২৫ ও ২৬ তারিখে। সেদিন রাত পর্যন্ত সাস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলছিল বালীপুকুরে। রাত ১২–৩০ মিনিটে সেই ছাত্রী বাড়ি ফেরার সময় তাকে টানা হেঁচড়া করে উত্তম সরকারের লোকজনেরা। ঘটনাটি ঘটেপেয়ারা বাগান মিলন সমিতির ক্লাবের পাশে। প্রীতির মা মামনি সেন বলে বাবু দাস, অভিজিৎ দাস, ভম্বল দাস এরা কয়েকজন আমার মেয়েকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। চিৎকার চেঁচামাচি করলে পাড়ার লোকজন জড়ো হয়।

বহু দিন ধরে মেয়েকে টিটকিরি ও টোনটিং করছিল। প্রীতি বেশ কয়েকবার রাজ্য, জেলা ও জাতীয় স্তরে জিমন্যাস্টিকে অংশ গ্রহণ করে। ঘরের ভিতরে প্রচুর মেমেন্টো ও সংশা পত্র রয়েছে। নিবেদিতা মহিলা সমিতির অনুষ্ঠানে প্রীতির মা মামুনিকে কোনো মতেই অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া হবে না বলে উত্তম সরকার সেই কারণে তাদের উপর হামলা চালায়। উত্তম সরকারের বক্তব্য– যে ওরা অনুষ্ঠান দেখে ঘরে ফিরছিল সেই সময় এক কুকুরকে ঢিল মারে সেই ঢিল গিয়ে পড়ে একটি লোকের গায়ে। সেই নিয়ে বচসা শুরু হয় দুটি পরিবারের সঙ্গে। প্রীতির মা মামুনি বলে আমার মেয়ের গায়ে থেকে ও ওড়না খুলে নেয় উত্তম, সেই সময় চিঁৎকার না করলে মেয়ের সর্বনাশ হয়ে যেতো। সোনারপুর থানায় অভিযোগ করা সত্বেও পুলিশ এসে কিছুই করল না দর্শক হিসাবে অনেক্ষণ থাকার পর চলে গেলো উত্তম সরকারের নির্দেশে। উত্তম সরকার ওখানে সিন্ডিকেট চালায় ও তোলাবাজি করে। ২৪ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রাজীব পুরোহিত তিনি অত্যন্ত ভদ্র মানুষ বলে পরিচিত মামনির মায়ের বক্তব্য। আমরা এখন আতঙ্কিত মেয়েকে কিভাবে টিউশন করাতে নিয়ে যাবো। সামনে মাধ্যমিক পরীক্ষা মেয়ে যদি ফেল করে আমি আত্মহত্যা করব কারণ অনেক কষ্ট করে পরাশুনা করিয়েছি এই কথা কাঁদতে কাঁদতে বলেন প্রীতির মা মামনি।

অযোগ্য নেতাদের জন্য বিজেপির অগ্রগতি ব্যহত হচ্ছে

সুভাষ চন্দ্র দাশ ঃ আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন। ক্ষমতার চূড়ান্ততম পর্যায়ে শাসক সম্প্রদায় তৃণমূল। জাতীয় দল কংগ্রেস কে যেখানে দূরবীন দিয়ে দেখতে হয়,অন্যদিকে সিপিএম তো ডুবো জাহাজ। এই মুহূর্তে সামনে মাত্র দুটি দল তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং মহকুমা এলাকার পরিস্থিতি এমন কারণ তৃণমুলের যুব–মাদার কমিটির যে অগ্নিগর্ভে জণগনের নাভিশ্বাস উঠেছে সেখানে জণগনের একমাত্র অক্সিজেন বিজেপি।

এমন একটি রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুকুলে থাকা সত্ত্বেও কিছু কান্ডজ্ঞানহীন দলীয় নেতৃত্ব তার সুফল ওঠাতে ব্যর্থ। যাদের দল কি জিনিস,দলীয় উত্তরীয়, কিংবা দলীয় পতাকার বা কি মর্ম এই সম্পর্কে বোধজ্ঞান নেই তেমন কিছু বিজেপি কর্মী পদাধিকারবলে ক্ষমতাসীন নেতৃত্ব হয়ে বসে। তারা আবার নিজেদের দলকেই হেয় প্রতিপন্ন করে তুলেছে বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক ঝড় উঠেছে।

ঘটনায় প্রকাশ গত ২৬ ফেব্রুয়ারি দলীয় কর্মসূচি সেরে ফেরার পথে দুষ্কৃতী দ্বারা জনাকয়েক বিজেপি কর্মী সমর্থক আক্রান্ত হয়। তেজেন মন্ডল নামে এক বিজেপি কর্মীর পায়ে গুরুতর আঘাত লাগে। সে সময় দলীয় উত্তরীয় দিয়ে পায়ের ক্ষতস্থান বেঁধে সেই ছবি তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্বজেলার সাধারণ সম্পাদক প্রতিশ্রুতি দেবনাথ।দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্বজেলার আর এক সাধারণ সম্পাদক নারায়ণ মল্লিক বলেন, দলীয় পতাকা কিংবা উত্তরীয় যাই হোক না কেন, পায়ে ওটা বাঁধা একেবারেই উচিত নয়।

এতে দলের সম্মানহানি হবে। এবিষয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব জেলা সভাপতি ত্রিদিব মন্ডল বলেন, ঘটনার সময় হাতের কাছে কিছু না থাকায় অজ্ঞাত ভাবে দলীয় উত্তরীয় দিয়ে পায়ের ক্ষতস্থান ব্যান্ডেজ করে।তবে দলীয় উত্তরীয় দিয়ে এমন কাজ করা উচিত হয়নি।

গোসাবায় বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ প্রকাশ্যে,আহত ৫

নিজস্ব প্রতিনিধি : ক্যানিং ঃ–থানায় ডেপুটেশন দিয়ে ফেরার পথে বিজেপির দলীয় কর্মীদের হাতে আক্রান্ত হল বিজেপি নেতৃত্ব। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার বিকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গোসাবার বালি ১নং অঞ্চলে। আক্রান্ত বিজেপি কর্মীরা হলেন গোসাবা ব্লক মন্ডল সভাপতি সৌমেন কামিলা,জাতীয় পরিষদ সদস্য বর্ষীয়ান নেতা সুকুমার মন্ডল। অন্য তিনজন কর্মী গোসাবা ব্লক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, এদিন আইন শৃঙ্খলা অবনতির জন্য বিজেপির পক্ষ থেকে গোসাবা থানায় ডেপুটেশন দিয়ে ফেরার সময় নিজেদের দলীয় কর্মীদের হাতে আক্রান্ত হন বিজেপি নেতৃত্ব। যদিও বিজেপির গোসাবা ব্লক মন্ডল সভাপতি সৌমেন কামিলা নিজেদের গোষ্ঠীদ্বন্দের কথা আড়াল করতে তৃণমূল কংগ্রেস কে দায়ী করছেন। বিজেপির একটি সুত্রে থেকে জানা যায় গোসাবা মন্ডল সভাপতি সৌমেন কামিলা দলীয় কর্মীদের কে মুদ্রা যোজনার লোন পাইয়ে দেওয়ার জন্য দলীয় কর্মীদের কাছ থেকে টাকা আত্মসাৎ করার জন্য আক্রোশে এমনই ঘটনা ঘটেছে বলে জানা যায়। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব বলেন প্রকাশ্যে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ ধামা চাপা দেওয়ার জন্য কৎসা রটাচ্ছে।

উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার কর্ম শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি বারুইপুরের জেলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতা শীর্ষক একটি কর্মশিবিরের আয়োজন করা হয়। জেলার প্রায় ৫০ জন সাংবাদিক এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

শিবিরের উদ্বোধন করেন জেলাশাসক ওয়াই রত্নাকর রাও। তিনি বলেন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সরকারি নানা পরিষেবার ক্ষেত্রে রাজ্যের মধ্যে শীর্ষস্থানে আছে। সেই বিষয়গুলোও সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ হওয়া দরকার। যেমন প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব ও ১০০ দিনের কাজে জেলা খুব ভালো 'পারফরমেন্স' করেছে।

গ্রামীণ পত্র–পত্রিকায় উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতা নিয়ে তথ্য নির্ভর বক্তব্য রাখেন কলকাতা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তথা দূরদর্শনের বরিষ্ঠ সাংবাদিক স্নেহাশিস সুর। এছাড়াও উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতা নিয়ে বক্তব্য রাখেন অঞ্জন বিশ্বাস, প্রদীপ চক্রবর্তী, বিশ্বজিৎ মতিলাল এবং দেবাশিস ভট্টাচার্য।

সাংবাদিকরা তাদের নানা সমস্যার কথা তুলে ধরেন। কর্ম শিবিরের শেষে সকলের হাতে শংসাপত্র এবং স্মারক তুলে দেওয়া হয়। সমগ্র শিবিরটি সঞ্চালনা করে জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক লিপিকা ব্যানার্জী।

কন্যা সন্তান জন্মে গৃহবধূকে অত্যাচার শ্বশুর বাড়ির

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : রাজ্যে কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়ার অপরাধে বিভিন্ন ভাবে অত্যাচার হয়েছে গৃহবধুদের উপরে। ঠিক একই রকম ভাবে অত্যাচার হল সোনারপুরে সুভাষগ্রামে। বছর ছয়েক আগে সবিতার বিয়ে হয় সুমন দাসের সঙ্গে। এটি সবিতার দ্বিতীয় বিবাহ । প্রথম পক্ষের মেয়ে সঙ্গীতা। সুমনের সঙ্গে বিবাহ হয়ে যাবার পর ফের একটি কন্যা সন্তানের জন্ম হয়।এই নিয়ে শুরু হয় স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ির অত্যাচার। সবিতা বলে প্রথম পক্ষের মেয়ে সঙ্গীতাকে বিষ খাইয়ে খুনের চেষ্টা করা হয়েছিলো । সেদিন ঘটনায় জানা গেলো এই কন্যাসন্তান জন্মানোর জন্য বেধড়ক মার মারে স্বামী ।শুধু তাই নয় সঙ্গীতাকে মাথায় ইট মেরে কপাল ফাটিয়ে দেওয়া হয় । স্থানীয় বাসিন্দারা সুভাষ গ্রাম হাসপাতালে নিয়ে যায় । এই ঘটনায় সোনারপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করে সবিতা তার স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ি ও দেওরের বিরুদ্ধে । অভিযুক্তরা পলাতক । নির্যাতিতা সবিতার এই অভিযোগের ভিত্তিতে সোনারপুর থানা তদন্ত শুরু করেছে। এই অন্যায় ও বর্বর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সবিতা মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন ।

এসইউসি–র বিডিও অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ ক্যানিং ঃ–একগুচ্ছ দাবি নিয়ে ক্যানিং বিডিও অভিযান করলো এসইউসিআই দল। বুধবার দুপুরে ১৬ দফা দাবি নিয়ে ক্যানিংয়ের বিডিও কে স্মারকলিপি প্রদান করেন এসইউসিআই নেতৃত্ব।মাতলা নদীর উপর রেলব্রিজের কাজ সমাপ্ত করে ঝড়খালি ও গদখালি পর্যন্ত দ্রুত সম্প্রসারণ,ট্রেনে ওঠা নামার সুবিধার জন্য সমস্ত প্ল্যাটফর্মের উচ্চতা বৃদ্ধি,ক্যানিং লোকালের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং তালদি থেকে ভায়া জীবনতলা,ঘটকপুকুর হয়ে কলকাতা পর্যন্ত রেললাইন সম্প্রসারণ,খুচরো কয়েন নিয়ে বিভ্রান্তি দুর করার উদ্যোগ,খাদ্য সুরক্ষা কার্ডের সমস্ত দরিদ্র মানুষ কে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী বার্ধক্য ভাতা,বিধবা ভাতা প্রদান,প্রথম শ্রেণী থেকে পাশ ফেল প্রথা চালু,স্কুলে সরকার নির্ধারিত ২৪০ টাকার বেশি ফি নেওয়া যাবে না। মৎস্যজীবীদের ওপর অত্যাচার বন্ধ করা,পিয়ালী নদীর উপর ব্রিজ নির্মাণ,ক্যানিং–বাসন্তী–গোসাবা সহ সমস্ত বাজার এলাকা এবং অন্যান্য সর্বত্র নিকাশী ব্যবস্থা করে তীব্র যানজট মুক্ত করা সহ ১৬ দফা দাবি সম্মিলিত একটি স্মারকলিপি এসইউসিআইয়ের নেতৃত্ব তুলে দেন ক্যানিংয়ের ১নং বিডিও নীলাদ্রী শেখর দে'র হাতে। এসইউসিআই এর আমিরুল সরদার,ইয়াহিয়া আখন্দ,বাদল সরদার'রা বলেন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতিতে জনজীবন বিপর্যস্ত। ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি,নোট বাতিল,খুচরো ব্যবসায় বৃহ পুঁজির অনুপ্রবেশ সহ নানান ধরনের সমস্যায় জর্জরিত সাধারণ মানুষ। কোনও সুরাহা নেই। আমাদের এই আন্দোলনের মাধ্যমে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাতে চাই সাধারণ মানুষের পাশে থেকে আমাদের এই জনস্বার্থে আমাদের দলের পক্ষথেকে আন্দোলন চলবে।

ধর্মের জিগির তুলে হনুমানের অন্ত্যেষ্টির ধুম বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাটোয়া: মৃত্যুর পর মানব সমাজে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেহ সকার করা হয়। এজন্য একেক সমাজে একেক রকম প্রথা রয়েছে। কোনও দেহ দাহ করা হয়। কোনও দেহ কবর দেওয়া হয়। দেহ সকারের পরও ধর্মীয় অনুশাসন অনুযায়ী বেশ কিছু রীতি মেনে চলারও রেওয়াজ আছে। কিন্তু মানব সমাজের বাইরেও বর্তমানে হনুমানের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার যেন ধুম পড়ে গেছে বিভিন্ন মহল্লায়। কোথাও কোনও হনুমানের মৃতদেহ প।ে থাকলেই তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষজনকে অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে পড়তে দেখা যাচ্ছে। হনুমানের দেহ পরম যত্নে ফুলমালায় সাজিয়ে ধূপধুনোর ধোঁয়ায় কীর্তন সহকারে কাছাকাছি নদীর ঘাটে নিয়ে গিয়ে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হচ্ছে। তবে, দূষণ সংক্রান্ত বিধিনিষেধের তোয়াক্কা না করেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হনুমানের দেহ নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয় বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়। পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমা এলাকাতেও প্রায়শই হনুমানের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার খবর পাওয়া যায়। ভাগীরথী নদীর ডান তীরবর্তী কাটোয়া ও দাঁইহাট শহরে বিভিন্ন সময়ে দেখা গেছে হনুমানের দেহ রিকশাভ্যানে চাপিয়ে এলাকাবাসীকে কীর্তন সহকারে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে চাঁদা তুলতে। জানা গেছে, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষে মহল্লায় ফিরে গিয়ে সেই চাঁদার টাকায় খিচুরি বিতরণ করা হয়। বছর খানেক আগেও হনুমানের এই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অত্যন্ত উসাহী হয়ে পড়তে দেখা যেত শিশু ও কিশোরদের। যাদের মধ্যে বেশিরভাগই হয় স্কুলছুট নয়তো শিক্ষিত বেকার। তাদের কাছে হনুমানের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া মানেই একটা ফূর্তির খোরাক। এখনতো ওই সব ছেলে ছোকরার সঙ্গে জুটে যাচ্ছে এলাকার বয়স্করাও। মুখে ধর্মীয় জিগির তুলে ধুমধামের সঙ্গে হনুমানের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য সকলেরই উৎসাহে কোনও ঘাটতি দেখা যায় না। তবে, এই উৎসাহীরা মানতে চায় না দূষণবিধি। মৃতদেহ নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়াটা কোনও সভ্য দেশের রীতি নয়। এতে নদীর জল দূষিত হয়। কিন্তু, ধর্মীয় উন্মাদনায় মাতোয়ারা মানুষজন আর কবে বুঝবে দেশ, কাল, সমাজ যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে। ধর্মের নামে অনাচারকে প্রশ্রয় দেওয়ার অর্থ যে অধর্ম।

ইউনিভার্সিটির সমাবর্তনে রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারাসত: বারাসত রবীন্দ্রভবনে রবিবার ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটির দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হল। সকাল ১১টায় প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন রাজ্যপাল কেশরী নাথ ত্রিপাঠি। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী পদ্মনাভন বলরাম। ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্য করে রাজ্যপাল বলেন, ছাত্রছাত্রীদের আরও বেশি গবেষণা মূলক লেখাপড়ার মধ্যে আসা উচিত। পদ্মনাভন বলরাম বলেন, ছাত্রছাত্রীরা যদি মনে সাহস রেখে লেখাপড়া করেন তাহলে অনেক কঠিন কাজও সহজ বলে মনে হবে। এই অনুষ্ঠানে অধ্যাপক বাসব চৌধুরী উপাচার্য হিসাবে সকল ছাত্রছাত্রীদের আগামী দিনের জন্য শুভকামনা জানান। এই অনুষ্ঠানে ৩০ জনকে পিএইচডি ১৭ জনকে এমফিল ও ৪৬৫ জনকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

সম্প্রীতিযানে চেপে তারামণ্ডলের কক্ষপথে

পার্থ ঘোষ, বারাসত : ওদের কারও বয়স ছয়, কারোর বারো, পরনে সাদা পোশাক মাথায় রঙিন টুপি। রবিবার সাত সকালে বারাসত কামাখ্যা বালক আশ্রমের ৫৪ জন বালক বালিকা বেড়িয়ে পড়ল কলকাতার উদ্দেশ্যে বিড়লা তারামণ্ডল দেখতে। সঙ্গী ছিল বারাসত সম্প্রীতি ওয়েলফেয়ারের কাকুরা। সারাদিন খাওয়া দাওয়া হৈ হুল্লোড় করে এক আকাশ আনন্দ নিয়ে ফিরে এল ওদেরই নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে। বারাসত কামাখ্যা বালক আশ্রমে যে কজন আবাসিক শিশু শিক্ষার্থী আছে তাদের বেশির ভাগই অনাথ, কারোর কারোর বাবা মার আর্থিক সঙ্গতি পঠন পাঠনের বাড়তি অনুমোদন দেয় না। অগত্যা তাদেরও ঠিকানা এই আশ্রম। পড়াশুনা, খাওয়া দাওয়া বা খেলাধুলা শরীরচর্চার

নিয়মমাফিক গন্ডি ছেড়ে কখনো কখনো বাইরেও ঘুরতে যায় আশ্রমের সাহেব, বিশ্বজিত, রিয়া, লক্ষ্মী বা কোয়েলরা। কিন্তু এবারে সেই ঘোরাটা একটু আলাদা। সুসজ্জিত ভাবে সকলের এই তারামণ্ডল ভ্রমণ খুদে খুদে তারাদের চোখে অতি জ্বলজ্বল করতে দেখা গেল। আশ্রমের প্রধান মাধব ভট্টাচার্য বলেন 'প্রথাগত শিক্ষাদানের পাশাপাশি ভ্রমণমূলক শিক্ষাদানও করা হয়। তবে এবারে সশরীরে সম্প্রীতির ১৬ জন কাকুদের সাথে বালক আশ্রমের আবাসিক ও শিক্ষক শিক্ষিকার এই গমনাগমন অভিনব।' আর যে যানে করে এই ভ্রমণ সম্ভব হল সেই সম্প্রীতির এরোনট/পাইলট কারা? ১৯৯১ সালে বারাসত মহাত্মা গান্ধি মেমোরিয়াল স্কুলের মাধ্যমিক ব্যাচের ৭০ জন ছাত্ররা, যারা পড়াশুনা করে আজ স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। কেউ বিদেশে কেউবা দেশি সরকারি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত, কেউবা স্বনির্ভর তাদের নিজস্ব ব্যবসায়। সামাজিক দায়বদ্ধতায় এর আগে ক্যান্সার রোগীকে সাহায্য, দুঃস্থ পড়ুয়াদের বই খাতা প্রদান এমনকি জটিল রোগের ব্যয়ভার বহন প্রভৃতি কাজে সামিল হয়েছে তারা। এবার অনাথ শিশুদের পাশে দাঁড়াতে তারামণ্ডল ভ্রমণের উদ্যোগ নিল ওয়েলফেয়ারের সুজয়, শান্তনু, সুদীপ্ত, রাকেশরা। রবিবার ছুটির দিন নিজেদের সন্তান সন্ততিদের থেকে সময় বাঁচিয়ে সময় দিলেন অনাথ আত্মীয়দের। কী অনুভূতি? সম্প্রীতির শেপপো মজুমদার বলেন 'আমরা চাই ছোট ছোট তারারা একদিন মিটমিট করে নয়, জ্বলজ্বল করুক স্বকীয় আকাশে। এটাই সম্প্রীতির আশা'' সফর শেষ করে পড়ন্ত বিকেলে ছোট ছোট শিশুদের চোখের ভাষা ছিল অজানা, নিশ্চয়ই তা পড়া যাবে আগামীর কোনও নক্ষত্র বিজ্ঞানের পাঠক্রমে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫২ বর্ষ, ১৯ সংখ্যা, ৩ মার্চ – ৯ মার্চ, ২০১৮

ভ্যানিশ হলেন হাওয়াহাওয়াই

রূপালী পর্দার ওপর সেই কোন ছোট্ট বয়স থেকে আলাদা একটা টান তৈরি হয়ে যায়, দেশ–কাল নির্বিশেষে জেনারেশনের পর জেনারেশন ধরে। তারপর মানুষ যত বেড়ে উঠতে থাকে, পড়াশুনা বা জীবিকার চাপ বাড়ে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চুলের স্টাইলটা একটু অন্য ধাঁচের করা, পোশাক–পরিধানে নতুনত্বের আমদানি সবের নেপথ্যে কলকাঠি নাড়তে থাকে কিন্তু রূপালি পর্দার তারকারাই। আসলে একেই বলে স্টারডম। যার ধাক্কায় আপাত রক্ষণশীল সমাজেও কেমন ধারার বিবর্তন এসে হাজির হয়ে সকলের অগোচরে, অজান্তে। বস্তুত এখন যাঁরা ৪০–৫০ এর কোঠায় রয়েছেন সেই দেশবাসীর কাছে (অবশ্যই এক্ষেত্রে পুং লিঙ্গের অগ্রাধিকার বিবেচ্য) শ্রীদেবী নামটাই যেন ছিল এক জাদু। সত্তরের দশকের শেষ থেকে যে বর্ণময় কেরিয়ারের শুরু হয়েছিল তার জনপ্রিয়তার পারদ নিঃসন্দেহে পর্বতসমান হয়েছিল ৮০–র মাঝামাঝি থেকে। সদমা, হিম্মতওয়ালার ঝটকা সামলাতে না সামলাতে একেবারে নাগিনা, মিস্টার ইন্ডিয়ার মতো সুপার ডুপার হিট ছবি মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে ঝুলিতে পুরে ফেলেছিলেন এই দক্ষিণী নায়িকা। অমিতাভ, জিতেন্দ্র, ধর্মেন্দ্র, মিঠুন, সানি, সঞ্জয়, অনিল কাপুর, ঋষি কাপুরদের মতো নায়কদের সঙ্গে উপহার দিয়েছিলেন একের পর এক হিট ছবি। দক্ষিণী ঘরানার ধ্রুপদী নাচের সঙ্গে পাশ্চাত্যের লাস্যময়তার ককটেল তিনি এমনভাবে ঘটিয়েছিলেন যে রাতারাতি পুরুষ মেগাস্টার–এর তত্ত্বকে দূরে সরিয়ে মহিলা স্টার–ফ্যান্টাসি গড়ে উঠেছিল তার জলজ্যান্ত উপস্থিতির মাধ্যমে। তাও দীর্ঘদিন নিজেকে গুটিয়ে রাখার পর প্রত্যাবর্তনেও ঝলসে দিয়েছিলেন নতুন লুকে, ছিপছিপে কিশোরীর ন্যায় ইংলিশ–ফিংলিশ বা মম–এর মতো ছবিতে। অথচ সেই মানুষটিই কিনা মাত্র ৫৪ বছর বয়সে বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ করেই রূপালী জগতের মায়া ত্যাগ করে চলে গেলেন সটান গন্ধর্বলোকে (মৃত্যুর পর কলাকুশলীদের এমন একটি জায়গাতেই ঠাঁই মেলে জনশ্রুতি নিশ্চিতভাবে সর্বজনবিদিত। তাও নিজের মেয়ে জাহ্নবীর ছবি রিলিজের মাত্র কিছুদিন আগে। সিনেমার জগতটা বাইরে থেকে সাধারণ মানুষের জন্য যেমন ধোঁয়াশা ঠিক তেমনই তাঁর মৃত্যুটাও ঘোর রহস্যাবৃত। হয়তো কোনওদিনই জানা যাবে না প্রকৃত কারণটা। মনের অন্তরালে সন্দেহটা থেকে যাবেই স্বামী বনি কাপুর এর মধ্যে কোনওভাবে জড়িত ছিলেন না তো। ঠিক যেমনটি হয়েছিল বাঙালি কন্যা গীতা দত্তের মৃত্যুর পর। সন্দেহের তীর সেসময় তাঁর স্বামী দিকে যেমন উঠেছিল, তেমনই রহস্যের মোড়কে উঠে এসেছিল তৎকালীন গায়িকাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন প্রথিতযশার নামও। বস্তুত, পারভিন বাবি, সিল্ক স্মিতা, দিব্যা ভারতী, বাংলার মহুয়া রায়চৌধুরী কিংবা হলিউডের সোফিয়া লোরেন বারংবার তাঁদের জগতের মতোই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে এদের আকস্মিক অপঘাত মৃত্যু। একসময় বাংলার মেগাস্টার মিঠুন চক্রবর্তীর সঙ্গে শ্রীদেবীর বিয়ে নিয়ে তোলপাড় হয়েছিল দেশজোড়া মিডিয়ায়। তারপর হঠাৎ করেই এই দুজন নিজেদের মধ্যে থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। শ্রীর জীবনে আসে নতুন আলো, একদা হিট জুড়ি অনিল কাপুরের দাদা বনি কাপুর। কিন্তু সেই আলোর মায়াজালেই কোথায় যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ঠ হয়ে উঠেছিল তার জীবন। হয়তো সেটাই কাল হয়ে দাঁড়াল।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

প্রথমেই যেন আমরা আমাদের জন্মপ্রাপ্ত কর্তব্য অনুসারে কাজ করি, তারপর সমাজে ও জীবনে আমাদের পদমর্যাদা অনুসারে কাজ করি, তারপর সমাজে ও জীবনে আমাদের পদমর্যাদা অনুসারে যাহা কর্তব্য, তাহা করিতে হইবে। মনুষ্য স্বভাবের একটি বিশেষ দুর্বলতা এই যে, মানুষ কখনই নিজেকে পরীক্ষা করে না। সে মনে করে, সেও রাজার ন্যায় সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত। যদি বা সে উপযুক্ত হয়, তথাপি তাহাকে আগে দেখাইতে হইবে, সে তাহার সামাজিক অবস্থা অনুযায়ী কর্তব্য সম্পন্ন করিয়াছে। তবেই তাহার উপর উচ্চতর কর্তব্যের ভার অর্পিত

হইবে। এ সংকারে যখন আমরা আগ্রহ সহকারে কাজ করিতে আরম্ভ করি, তখন প্রকৃতিই আমাদিগকে হইতে আঘাত করে, তাহারই সাহায্যে শীঘ্রই আমরা আমাদের যথার্থ মর্যাদা খুঁজিয়া পাই, বুঝিতে পারি কোথায় কাহার স্থান। যে যে কার্যের উপযুক্ত নয়, সে দীর্ঘকাল সন্তোষজনকভাবে সেই পদে থাকিতে পারে না। সুতরাং প্রকৃতি যেরূপ বিধান করে, ইহার বিরুদ্ধে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কোন ফল নাই। ছোট কাজ করিতেছে বলিয়াই যে একজন নিম্ন স্তরের মানুষ, তাহা নয়। শুধু কর্তব্যের প্রকৃতি দেখিয়া কাহারও বিচার করা উচিত নয় যে যেভাবে সেই কর্তব্য নিষ্পন্ন করে,তাহা দ্বারাই তাহার বিচার করিতে হইবে।

পরে আমরা দেখিব, কর্তব্যের এই ধারণাও পরিবর্তিত হয়, আরও দেখিব যখন কর্মের পশ্চাতে স্বার্থপ্রেরণা থাকে না, তখনই মানুষ শ্রেষ্ঠ কর্ম করিতে পারে। তাহা হইলেও কর্তব্যজ্ঞানে কৃত কর্মই আমাদিগকে কর্তব্যজ্ঢানের অতীত কর্মে লইয়া যায়, তখন কর্ম উপাসনায় পরিণত হয়, শুধু তাই নয়, তখন কেবল কর্মের জন্যই কর্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তবে ইহা আদর্শমাত্র, উহা লাভ করিবার উপায় এই কর্তব্য।

ফেসবুক বার্তা

গণ–আন্দোলনের স্রষ্টা, গণ–সঙ্গীতের উদগাতা নদিয়া চাঁদকে জানি কি?

নির্মল গোস্বামী

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দশকে কোন সময়ে এক বাঙালি সদ্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন। তিনি বাংলা থেকে চলেছে শ্রীক্ষেত্রের পথে। সঙ্গে গুটি কয়েক সঙ্গী। জনপথে ভিক্ষা করে, পথ পার্শ্বে বা বৃক্ষতলেই ভোজন–শয়ন–বিশ্রাম। আবার পথচলা। একদিন যৎ কিঞ্চিৎ ভিক্ষান্ন গ্রহণ করে সঙ্গে সেবক গোবিন্দকে বললেন, গোবিন্দ একটু মুখশুদ্ধি যাচিঞা করে আন তো। সেবক গোবিন্দ ছুটলেন জনপদে ভিক্ষা করে আনলেন একটু একটি হরিতকি। তারই একটু ভেঙে প্রভুকে দিলেন। বাকি অংশটুকু সযত্নে সংরক্ষণ করে রাখলেন যদি প্রভু আর কোনও দিন চান এই মনে করে। সপ্তাহখানে পরে আহারান্তে প্রভু আবার গোবিন্দকে বললেন একটু মুখশুদ্ধি যাচনা করে আনতে। গোবিন্দ সঙ্গে সঙ্গে অর্ধেক হরিতকি প্রভুর হাতে দিলেন। প্রভু ক্ষণেক চিন্তার পর জিজ্ঞাসা করলেন গোবিন্দ মুখশুদ্ধি যাচনা করে আনতে বললাম। তুমি সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে যাচনা করলে? গোবিন্দ হাত জোড় করে বললেন প্রভু সেদিন একটা হরিতকি ভিক্ষা করে পেয়েছিলাম। অর্ধেক আপনাকে দিয়েছিলাম বাকি অর্ধেকটা রেখে দিয়েছিলাম। তাই আজ আপনাকে দিলাম। সন্ন্যাসী ঠাকুর কিছুক্ষণ নীরব থেকে গোবিন্দকে বললেন গোবিন্দ তুমি সঙ্গ ছেড়ে বাড়ি চলে যাও। সন্ন্যাসীর ক্ষেত্রে সঞ্চয় করা মহাপাপ তা জেনেও তুমি সন্ন্যাসীর নিয়ম ভঙ্গ করেছ, আর তো তোমাকে আমার সঙ্গে রাখতে পারি না। তুমি সংসারী হও। গোবিন্দের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। প্রভুর সঙ্গ ছাড়ার বিরহে সে কাতর হয়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে অন্যপথে চলে গেল।

আজ পর্যন্ত বাঙলার ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালি, নবদ্বীপের অগ্রণী পণ্ডিতকুলের শিরোমণি, অপরাজেয় বাগ্মী ও কূট তার্কিক রূপে খ্যাত নওল যুবা গৌরাঙ্গ সদ্য সন্ন্যাসের ব্রত গ্রহণ করে সঞ্চয় সম্বন্ধে যে দৃষ্টান্ত তিনি সেদিন স্থাপন করেছিলেন তা আজকের কিংবা কমিউনিস্ট আন্দোলনের সুবর্ণ সময়ের নেতারও তা কল্পনা করতে পারেন নি। তারা ঘরবাড়ি ছেড়ে পার্টির পয়সায় জীবন চালিয়েছেন অনেকেই কিন্তু এমন সর্বহারা মানসিকতার নির্যাস কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তিনি ধর্ম জগতের মানুষ। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু আমাদের সমস্যা হল যে ধর্ম জগতের মানুষের তকমা দিয়ে সমাজের তথা কথিত বুদ্ধিজীবী মহল তাঁর সম্বন্ধে উদাসীন থাকতেই ভালোবাসেন। শুধু যারা মালা তিলক ধারী তারাই স্মরণ মনন করবে উদ্ধারের জন্য। আবার ধর্ম জগৎ বললে যে বিশাল ব্যাপ্ত মানুষের মনষ্কাও তার এক কোনে ঠাঁই হয়। কারণ আমাদের ধর্মজগতের প্রচুর সম্প্রদায়।

যারা তাঁর সম্প্রদায়ের নয় তারা আর তাঁকে মনে রাখতে চায় না। শাক্ত, গাণপত্য, শৈব্য–এর নদিয়ার নিমাই সম্পর্কেও অজ্ঞ থাকে। ফলে বিশাল এই ভারতবর্ষের কত সংখ্যক মানুষ আজ তার ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা জানে? ছবি দেখে অনেকে কপালে হাত ঠেকায়। অথচ গান্ধিজির কথা বা অন্যান্য সমাজ সংস্কারকের কথা অনেক বেশি মানুষ জানে। আমরা অবতার জ্ঞানে, ঈশ্বরজ্ঞানে এমন অনেক মহাপুরুষের পুজো করি কিন্তু তাঁর সম্পর্কে জানি কম। কারণ ইতিহাসে বা পাঠ্য বইয়ে তাঁদের জীবনী কথা তেমনভাবে বিশদে পড়ানো হয় না। ফলে তিনি যে মানুষ হিসাবে এই দেশের মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এই জল হাওয়ায় বেড়ে উঠেছিলেন। এই সামাজিক পরিস্থিতি পরিমণ্ডলের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি লড়াই করে এক সময় দেবত্বে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন– এই সামগ্রিকতাকে বাদ দিয়ে শুধু দেব মহিমা প্রচারেই জোর দেওয়া হয়েছে। এর জন্য দায়ী তাঁর ভক্ত মণ্ডলী। তাঁরা ভাবেন যে তার ঐতিহাসিক সামাজিক কার্যাবলীর বেশি প্রচার হলে বোধহয় তাঁর দেবমহিমা বা ঈশ্বরত্ব ক্ষুন্ন হবে। অথচ আমরা ভুলে যাই মহাপুরুষ বা অবতার পুরুষদের সামগ্রিক জীবনচর্যাটা হল লোক শিক্ষার মহার্ঘ্য দলিল। সে ধর্ম জীবনেও যেমন সত্য সমাজজীবনেও

তেমন সত্য। অধুনা আমরা দুটো জীবনচর্চা করি। এক ধর্মজীবন– সেখানে ঠাকুর ঘরে গুরুদের ছবি বা মূর্তির সামনে বসে জপধ্যান মঙ্গলের কামনা। আর তারপরই শুরু হয় সামাজিক জীবন। কর্মক্ষেত্রে হাজারো অন্যায়ের সঙ্গে আপোস। শত শত মিথ্যাচার। সবই অবশ্য চাকরি রক্ষার্থে অজুহাতে। অথচ সংসারী আটপৌরে জীবন থেকেই ধর্মের বীজ বপন করার কথা সব মহাপুরুষই বলে গিয়েছেন। তাঁদের সাংসারিক জীবনেও এই সত্য চর্চার অভাব কোথাও ঘটেনি। সমাজ জীবনটা হবে ধর্মের ভিত্তিতে। সেখানে মিথ্যা থাকবে না, প্রবঞ্চনা, শঠতা থাকবে না। শোষণ থাকবে না, দুর্বলের প্রতি অত্যাচার থাকবে না। সব মানুষই ঈশ্বরের সন্তান, সমজ্ঞান, সম দৃষ্টি এটাই আসল কথা।

গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু একদল সন্ন্যাসী সম্প্রদায় সৃষ্টি করার জন্য তাঁর ধর্মমত প্রচার যে করেননি, তার প্রমাণ নিত্যানন্দ প্রভু। যৌবনের শেষ প্রান্তে এসে মহাপ্রভুর অনুরোধে নিত্যানন্দকে দার পরিগ্রহণ করতে হয়। কারণ মহাপ্রভু তাঁকে নির্দেশ দিলেন যে তুমি আদর্শ গৃহীর দৃষ্টান্ত স্থাপন কর। আদর্শ গৃহী না হলে আদর্শ সন্তান হবে না। আদর্শ সন্তান না হলে সমাজ রক্ষা, দেশরক্ষা, ধর্ম রক্ষা হবে না। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে আগে সমাজ, দেশ। তারপর ধর্মের গুরুত্ব পাচ্ছে। তিনি নিত্যানন্দকে সুনাগরিক তৈরির কথা বলেছিলেন।

হুসেন শাহের শাসনে মধ্যযুগে বাংলার বুকে নেমে এসেছিল এক অন্ধকার যুগ। একদিন মুসলমান নবাবের অত্যাচারের শাসন অন্যদিকে ব্রাহ্মণদের ধর্মের নামে নানান বিধিনিষেধ অন্যান্য জাতিবর্গের উপর। সামগ্রিকভাবে একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে মানুষ ভীত দিগভ্রষ্ট হয়ে জীবনের আনন্দময়তাকেই ভুলতে বসেছিল। নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজের মধ্যেই যতটুকু জ্ঞানচর্চার অবশেষ বেঁচেছিল। সেইরকম এক পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে জন্ম নিলেন নিমাই ১৪৮৬ খ্রিঃ দোল পূর্ণিমার দিন। ছোটবেলায় অসম্ভব দুরন্ত। কৈশরের চপলতা কাটিয়ে নিমাই হলেন অদ্বিতীয় মেধাবী ছাত্র। জ্ঞানান্বেষণে পাগল। ন্যায়, স্মৃতি, ব্যাকরণ, অলংকার শাস্ত্র তাঁর কন্ঠস্থ। খুব শীঘ্রই নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজের মাথা হলেন। নিমাইয়ের পাণ্ডিত্যের কাছে দেশ বিদেশের পণ্ডিতরা হার স্বীকার করলেন। ফলে সমাজে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা বাড়ল। নিমাই এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সমাজ সংস্কারে মন দিলেন। নিম্ন জাত–অচ্ছুৎ–জলঅচল বলে যারা সমাজের বাইরে ছিল তাদের বুকে টেনে নিলেন। সকলের কানে তিনি মিলনের মহামন্ত্র শোনালেন 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। তাঁর এই সমাজ সংস্কারমূলক কাজের বিরোধিতা হল প্রবল। নিমাই নাগরিক সমাজকে একত্রিত করে গড়ে তুলেন গণ–আন্দোলন। অবশ্যই তা শান্তিপূর্ণ। গান্ধিজির ভাষায় বললে তা হয় অহিংস। নিমাই আর নিত্যানন্দের মানুষকে স্বদলে আনবার জন্য সে বিনয়ী কাতরতা ব্যবহার করতেন তা ইতিহাসে বিরল। মানুষকে তাঁরা বলতেন একবার হরিনাম বল আর আমাকে কিনে নাও– আমি তোমার চির জীবনের গোলাম হয়ে থাকব। অমন ডাকসাইটে পণ্ডিত মানুষের এ হেন রূপ আগে নদিয়াবাসী দেখেনি, তাই তার শিহরিত অন্তরে পুলকিত চিত্তে হরিনামে যোগ দিতে লাগল দলে দলে। প্রমাদ গুনলেন সমাজপতিরা, এতো দিনের চির চেনা সমাজ ব্যবস্থা না ভেঙে যায়। প্রতিদিন নিমাইয়ের দেওয়া ভারতের প্রথম গণসঙ্গীতের (হরিনাম) সুরে সুর মিলিয়ে রাস্তায় মিছিলের ঢেউ উঠেছে।

এমনি দুই সমাজপতি জগাই মাধাই হরিনাম মিছিলের পথ আটকালো। মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন নিতাই— তার মাথা ফাটিয়ে দিল। ঝরঝর করে রক্ত পড়ছে। তবুও হাসিমুখে নিতাই বললেন 'মেরেছ কলসীর কানা– তাই বলে কি প্রেম দেবনা/এসো ভাই আমার বুকে এসে হরিনাম বল।'' আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় গান্ধিজি নিতাই–এর এই প্রেম আন্দোলনকেই সত্যাগ্রহের রূপ দিয়েছিলেন। নবাব ভয় পেলেন। নিমাইএর জনপ্রিয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগল। তিনি তার কাজিকে দিয়ে নবদ্বীপে হরিনাম সংকীর্তন নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। এলো সেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত। অধুনা মহাকরণ অভিযানের মতো নিমাই চারদিক থেকে চারটি হরিনামের দল নিয়ে চারদিক থেকে চাঁদকাজীর বাড়ির অভিমুখে রওনা হলেন। হাজার হাজার মানুষ খোল–করতাল আর অমোঘ মন্ত্র হরিনাম, হাতে জ্বলন্ত মশাল। কাজীর পালাবার পথ বন্ধ। বাড়ির পাহারাদার ভয়ে লুকিয়ে পড়ল। কাজী নিমাইয়ের সঙ্গে সন্ধি করলেন। হরিনাম আবার অবাধ হল নবদ্বীপে। ভারতের ইতিহাসে এটাই প্রথম গণ–আন্দোলন এবং সেই জয়ী আন্দোলনের মহানায়ক বা সর্বোচ্চ নেতা হলেন নিমাই। এই ঐতিহাসিক মূল্যায়নকে ইতিহাস মর্যাদা দেয়নি। আজকের রাজনৈতিক নেতারাও এই শিক্ষা পেতে পারে যে ভোটে জিতে গদি দখলের জন্য সে আন্দোলন ছিল না। শুধুমাত্র মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন। মানুষকে মানুষের মর্যাদা দেওয়ার জন্য আন্দোলন। সেই সময় তাঁর পিছনে এতো গণশক্তির সমর্থন ছিল যে চাইলে তিনি রাজশক্তিকে উৎখাত করতে পারতেন।

এই সময় সহসা তিনি সুন্দরী যুবতী স্ত্রী, অসহায় মা এবং লক্ষ লক্ষ নদিয়াবাসীকে কাঁদিয়ে সন্ন্যাসী গ্রহণ করে চলে গেলেন পুরীতে। তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণে যত লোক চোখের জলে ভেসে ছিল তার পরিমান ছিল নবদ্বীপের গঙ্গায় এক জোয়ারে জলস্রোতের থেকেও বেশি। তিনি সারা ভারতবর্ষ পদব্রজে ভ্রমণ করে ধর্মপ্রচার করেছিলেন। কৃষ্ণই একমাত্র বস্তু বাকি সব তা থেকে জাত। তিনি এই পরিদৃশ্যমান জগতের সর্বত্র কৃষ্ণের উপস্থিতি উপলব্ধি করতেন। ফলে কৃষ্ণ প্রেমই হল সার বস্তু। সেই প্রেমের স্বাদ আস্বাদন করাই জীবনের মূল উদ্দেশ্য। আমি আমার নয়, সংসার আমার নয়, সবই কৃষ্ণের। আমার উপর ন্যস্ত কর্তব্য পালন করব এই মাত্র। এই বোধেই মানুষের মধ্যে সর্বোচ্চ প্রেমের স্ফূরণ হবে। এই অপার্থিব প্রেমের মূর্ত প্রতীক হলেন চৈতন্য মহাপ্রেম। তাঁর হরেকৃষ্ণ প্রেম গান শুনে বনের হিংস্র পশুরাও বশ মেনে যেতো। পুরীর রাজা প্রতাপ রুদ্র রাজকাজ ছেড়ে মহাপ্রভুর স্মরণ নিলেন। তিনি কেমন জীবন অতিবাহিত করবেন এই জিজ্ঞাসার উত্তরে বললেন 'তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরিবঃ সহিষ্ণুণা, অমানীনেন মান দেনা। কীর্তনীয়া সদা হরি'। এটাই প্রকৃত বৈষ্ণবের লক্ষণ। আজ থেকে ৫৩২ বছর আগে জন্মে যে মানুষটা সমাজে শ্রমজীবী মানুষদের নিয়ে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করেছিলেন। ইতিহাসে যিনি গণ আন্দোলনের স্রষ্টা, গণ সঙ্গীতের উদগাতা সেই মহান পুরুষকে তাঁর জন্মদিনে না হয় তাঁকে মানুষরূপে স্মরণ মনন করি। কারণ আজকের সমাজে তাঁর শিক্ষা বড় বেশি প্রয়োজন মানুষের নিজেদের উত্তরপুরুষ ও এই পৃথিবীকে বাঁচানোর স্বার্থে।

পরিবেশ আলোচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : চন্দননগর পরিবেশ উন্নয়ন সমিতির আয়োজনে চন্দননগর খলিসানী বালিকা বিদ্যালয়ে গত ২৭ ফেব্রুয়ারি দুপুরে হয়ে গেল এক পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির আলোচনা চক্র।

প্রধান আলোচক সমিতির সভাপতি ছিলেন ড সুদীপ্ত মোদক। পরিবেশে গাছের অবদান ও আমরা শীর্ষক এক বক্তব্য

ও অডিও ভিজুয়াল ক্লিপিং দেখানো হয়। বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সেমিনারে অংশ গ্রহণ করে। প্রায় 100 ছাত্রী এই আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করে। দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে সমিতি নিরলস ভাবে এই ধরণের পরই এই ধরণের পরিবেশ সচেতনতা মূলক সামাজিক কাজ করে আসছে

কুলতলিতে রক্তদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : কুলতলি থানায় সম্প্রতি রক্তদান শিবির অনুষ্ঠানটি হয়ে গেলো । থানার ভিলেজ পুলিশ সিভিক ভলেন্টিয়ার থেকে শুরু করে এ, এস, আই ,এস আই স্বয়ং বড় বাবু পার্থসারথী ঘোষকে রক্ত দিতে দেখা গেছে। উপস্থিত ছিলেন কুলতলি বিধানসভার বিধায়ক রাম শঙ্কর হালদার ,পঞ্চায়েত প্রধান ও কুলতলি ব্লক তৃণমূল সভাপতি গোপাল মাঝি। সেদিন রক্তদাতারা প্রবল আগ্রহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে রক্তদান করেন । রামশঙ্কর বাবু বলেন, রক্তের কোনো ভেদাভেদ নেই । মুসলিমের রক্ত ব্রাহ্মণের শরীরে প্রবেশ করে তাকে বাচাঁনো হচ্ছে । জাতি ভেদ যতই থাকুক না কেন রক্তের কোনো জাতি ভেদ নেই। গত বছর ডিসেম্বর মাসে সিভিক ভলেন্টিয়ার আবুল খয়ের সর্দারের ডান কনুইতে গুলি লাগে রাজনৈতিক হাঙ্গামায় । বহু দিন ধরে চিকিৎসায় বহু ব্যায় হয় আবুলের পরিবারের সদস্যদের। রক্তদানের দিন সমস্ত সিভিক ও ভিলেজ পুলিশ ও থানার অফিসারদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে আবুলের বাবা জামেদ আলি সর্দারের হাতে তুলে দিলেন ৩৬,৫৫০টাকা ওসি পার্থসারথী ঘোষ নিজেই। পার্থ বাবু নিজের থেকে অর্থ দান করেন ১৫ হাজার টাকা । সেদিন ৭৫ জন রক্তদান করেন ।

জেলার আইন শৃঙ্খলা নিয়ে উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি : মঙ্গলবার প্রশাসনিক বৈঠক ও ২২ তম যাত্রা উৎসব উদ্বোধন করতে বারাসতে আসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বারাসতের রবীন্দ্রভবনে ওই দিন সকালে প্রশাসনিক বৈঠকে করে যে যে সকল কাজের নির্দেশ দিয়ে যান তার মূল্যায়ণও তিনি ধরে ধরে করেন। কিছু কিছু ব্যাপারে জনপ্রতিনিধিদের প্রতি বিষোদ্গার করতেও তাকে দেখা যায়। যেমন ব্যারাকপুরের মঙ্গল পান্ডে পার্কের কাজের অগ্রগতি তাকে স্তম্ভিত করে। বীজপুর ও হালিশহরের মধ্যেকার রাস্তার দুধারের জমির অবৈধ হস্তান্তর নিয়েও উষ্মা প্রকাশ করেন তিনি। সর্বোপরি প্রশাসনিক বৈঠকে তাতে চিন্তিত দেখা জেলার আইন শৃঙ্খলা নিয়ে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় কামদুনির মতো ঘটনা ঘটার পর বারাসত থানাকে ভাগ করে তিনটি আরও নতুন থানা করা হয়। এবার উত্তর ২৪ পরগনাকে ভেঙে বারাসতকে পুলিশ জেলা করার কথা ঘোষণা করেন তিনি। জেলার অন্য মহকুমা বসিরহাট আগেই স্বাস্থ্য জেলা হিসাবে চিহ্নিত ছিল। এবার বসিরহাটকেও আলাদা পুলিশ জেলার স্বীকৃতি দেন তিনি।

এমনিতেই এই জেলা সীমান্ত লাগোয়া। আইন শৃঙ্খলা নিয়ে প্রায়শই প্রশ্ন ওঠে। চোরাচালান ও গরুপাচার এই জেলার নিত্য ঘটনা। প্রশাসনিক বৈঠকে উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী তাই বলেন 'উত্তর প্রদেশ ও রাজস্থান থেকে গরু ঢুকছে, তারপর এই জেলা দিয়ে পাচার হয়ে যাচ্ছে।' বারাসত মহকুমায় লোকবসতি ক্রমেই বাড়ছে। এখানে প্রচুর পরিমানে ছোট কলকারখানা আছে। এছাড়া প্রশাসনিক ক্ষেত্রে মুখ্য স্থান বলে প্রচুর মানুষকে সারাদিন নানা কাজে বারাসতে আসতে হয়। ফলে পুলিশের উপরও নজরদারির চাপ বাড়ছে। বসিরহাট মহকুমা

ঘোজাডাঙা সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশী যেমন আসছে তেমনি জাল ভোটার কার্ড, আধার কার্ড বানিয়ে জঙ্গিরা অবৈধ ও অন্ধকার কার্যকলাপের জন্য জেলার নানা প্রান্তে জড়ো হচ্ছে।

এসব নানা কারণে বসিরহাট ও বারাসতকে ভিন্ন ভিন্ন পুলিশ জেলা হিসাবে ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী, দুটি পুলিশ জেলায় আলাদা পুলিশ সুপার থাকলে আলাদাভাবে জেলাকে নজর দিতে পারবেন বলে মুখ্যমন্ত্রীর আশা। সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন। সেই নির্বাচনে একাধারে সুষ্ঠভাবে নির্বাচনের বৈতরণী পার এই সিদ্ধান্তের অন্যতম কারণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ। এরপর প্রশাসনিক বৈঠক শেষ করে বারাসত কাছারি ময়দানে ২২তম যাত্রা উৎসবের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। যাত্রা উৎসবের সূচনা করে দোল–হোলির আগাম শুভেচ্ছা দেন তিনি। কিছুক্ষণ দর্শকাসনে বসে যাত্রাও দেখেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ সত্ত্বেও প্রশ্ন উঠেছে দায়িত্ব প্রাপ্তদের যোগ্যতা নিয়ে

কল্যাণ রায়চৌধুরী : উত্তর চব্বিশ পরগনার জেলা শহর বারাসত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার কার্যত নিরাপত্তার ঘেরাটোপে আবদ্ধ হয়েছিল। সাম্প্রতিক ২২ ফেব্রুয়ারি উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয়, সেজন্যই এমন ব্যবস্থা বলে জেলা পুলিশের দাবি। এদিনের দুটি অনুষ্ঠানের প্রথমটি ছিল বারাসতের রবীন্দ্রভবনে প্রশাসনিক বৈঠক ও দ্বিতীয়টি ছিল কাছারি ময়দানে যাত্রা উৎসবের উদ্বোধন। এদিনের প্রশাসনিক বৈঠকে বীজপুরের বিধায়ক মুকুল–পুত্র শুভ্রাংশু রায় ছাড়া উপস্থিত ছিলেন সমস্ত বিধায়ক, সাংসদ সহ জেলার বিভিন্ন সারির নেতৃত্ব ও আধিকারিকবৃন্দ। শুভ্রাংশুর অনুপস্থিতি নিয়ে দলের অভ্যন্তরে দেখা দিয়েছে বিভিন্ন বিতর্কও। উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী এদিন সরকারি কাজের ফাইল চালাচালি ও দীর্ঘসূত্রতা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে তিনি গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন প্রকল্পের কাজগুলিকে দ্রুত সম্পন্ন করার নির্দেশ জারি করেন। এখানে প্রশ্ন উঠেছে, তিনি যাদের উপর কাজগুলির দায়িত্ব অর্পণ করছেন, তাদের যোগ্যতা নিয়ে। কারণ মুখ্যমন্ত্রী এর আগেও একাধিকবার এ ধরনের নির্দেশিকা জারি করা সত্ত্বেও জেলার নেতা–আমলাদের একাংশ বলতে গেলে তা থোড়াই কেয়ার করছে। পাশাপাশি শীতের মরশুম চলে গিয়ে গরমের সময় আসতে চলেছে। সামনেই বর্ষাকাল। শীতের সময় কিছুদিন ডেঙ্গুর প্রকোপ ধামাচাপা পড়লেও আবার তার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে বাসিন্দাদের মনে। এজন্য মুখ্যমন্ত্রী মরসুমের একেবারে গোড়া থেকেই ডেঙ্গুর মশা নিধনে সমস্ত পুরসভা, পঞ্চায়েত সমিতিগুলিকে কার্যকরী পদক্ষেপের নির্দেশও জারি করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মুখ্যমন্ত্রী এহেন নির্দেশ জারি করা সত্ত্বেও উত্তর চব্বিশ পরগনার প্রায় কোনও পঞ্চায়েত ও পুরসভাকে ডেঙ্গু প্রতিরোধমূলক কোনও উদ্যোগ ও পদক্ষেপ নজরে পড়েনি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত বছর ডেঙ্গু এই জেলায় প্রায় মহামারির আকার ধারণ করেছিল। এজন্য এখন থেকেই আগাম সতর্কতার কথা মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেও এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কোনও উদ্যোগ চোখে না পড়ায় এক্ষেত্রেও দায়িত্বপ্রাপ্তদের যোগ্যতা নিয়ে স্থানীয় জনমানসে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এদিনের প্রশাসনিক বৈঠকের মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার সীমান্তবর্তী এলাকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষা সহ পাচার প্রক্রিয়া ও চোরাচালান রোধে বনগাঁ ও বসিরহাট এই দুটি মহকুমাকে পুলিশ জেলায় রূপান্তরিত করেন।

বীরভূম

বীরভূমে ভাষা দিবস পালন

অভীক মিত্র : ২১ ফেব্রুয়ারি যথাচিত মর্যাদার সঙ্গে পালিত হল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। পাটগাছি সূর্যদয় ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এবং পাইকর স্বয়ংক্রিয়পল্লী উন্নয়ন সমিতির উদ্যেগে পাইকর ডিউড়প স্কুলে গান,

কথা, কবিতার মাধ্যমে দিনটি পালন করা হয়। রূপনাথ রায়ের লেখা বই 'মননে একুশ' প্রকাশিত হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক নেতৃবৃন্দ। ডিওয়াইএফআই রামপুরহাট–১ পশ্চিম লোকাল কমিটির উদ্যেগে খরবোনাতে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। বোলপুর তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর এবং 'বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনী'র যৌথ উদ্যোগে লাভপুরে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করা হয়। বক্তব্য রাখেন অমলশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় এবং অতনু বর্মন। উপস্থিত ছিলেন বোলপুর মহকুমাশাসক শম্পা হাজরা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অম্লানকুসুম ঘোষ,সহ তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক অরিত্র চক্রবর্তী, অতিরিক্ত জেলাশাসক দীপেন্দু বেরা, শিক্ষক উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের ব্যবহৃত ৫২টি জিনিস মিউজিয়াম কমিটির হাতে তুলে দেয় সাহিত্যিকের পরিবার।

রাজনগরে আলোচনাসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'শ্রীহরি সৎসঙ্গ সমিতির আয়োজনে সুস্থ সমাজ গঠন ও মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর করার লক্ষ্যে শ্রীচৈতন্য পার্ষদ নিত্যানন্দ প্রভুর জীবন ও কর্মকান্ড নিয়ে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হলো রাজনগর ডাকবাংলোয়। সমর মন্ডল বলেন, 'আজকের অস্থির সময়ে মানুষে মানুষে সবরকম বিভেদ মুছে দিতে নিত্যানন্দের আদর্শ খুবই প্রাসঙ্গিক।' এলাকার বিশিষ্টজনদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বীরচন্দ্রপুর নিত্যানন্দধামের এক প্রতিনিধি। আগত সকল মানুষকে পাত পেড়ে খাওয়ানো হয়।

বিজেপি কর্মীকে হুমকি

নিজস্ব প্রতিনিধি : রামপুরহাটে যারা এখনো ডিজিট্যাল রেশন কার্ড পায় নি তাদের হয়ে প্রচার করছিলো বিজেপি কমী সমর্থকরা। বিজেপিকর্মী গোলক মন্ডলকে ফোনে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠে রামপুরহাট পুরসভার ৮নং ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার প্রিয়নাথ সাউ–র বিরুদ্ধে। রামপুরহাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে গোলক মন্ডল।

মোবাইলে বেহুশ, মৃত্যু ছাত্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোমবার রাত্রে নলহাটি রেললাইনের উপর বসে হেডফোন কানে গুজে সোশ্যাল নেটওয়ার্কে ব্যস্ত ছিলো তিন বন্ধু। মালগাড়ির ধাক্কায় জখম হয় তারা। তারমধ্যে নলহাটি মোড়লপাড়ার বাসিন্দা হরিপ্রসাদ উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্র সুমন খান হাসপাতালে মারা যায়। নলহাটি পাথরকলপাড়ার প্রিয়ব্রত মজুমদার এবং আশ্রমপাড়ার অর্পণ মজুমদার জখম হয়ে রামপুরহাট জেলা স্বাস্থ্য হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বেলঘরিয়াকান্ডের পুনরাবৃত্তি ঘটলো নলহাটিতে এদিন।

আইন অমান্য কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের ডাকে ২০ ফেব্রুয়ারি বিকাল তিনটেয় রামপুরহাট মহকুমাশাসকের অফিসে আইন অমান্য কর্মসূচি করে সিটু এবং আইএনটিইউসি। সিটু–র পক্ষে নেতৃত্ব দেন সঞ্জীব বর্মন এবং আইএনটিইউসি–র পক্ষে নেতৃত্ব দেন শাহাজাদা হোসেন (কিনু)। শাহাজাদা হোসেন বলেন, 'আমাদের আইন অমান্য কেন্দ্র তথা মোদী সরকারের শ্রমিক বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে। অথচ তৃণমূল সরকার পুলিশকে লেলিয়ে দিয়ে আমাদের আন্দোলনকে দমানোর চেষ্টা করছেন। এতেই প্রমাণিত হয় দিদি মোদীর সংঘাত একটা নাটক।'

রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজনগর থানার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল রক্তদান শিবির। উপস্থিত ছিলেন রাজনগর থানার ওসি সুজয় তুঙ্গা, এসআই পথিকৃৎ চট্টোপাধ্যায়, পঞ্চায়েতসমিতির সভাপতি সুকুমার সাধু সহ পদস্থ পুলিশকর্তারা। মোট ৫০জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

মল্লারপুরে আক্রান্ত শাশুড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি : চেন্নাই থেকে ফিরে মদ্যপ অবস্থায় শাশুড়ি গীতা দাসের গলায় বটির কোপ মারার অভিযোগ উঠল লরিচালক জামাই সন্তোষ লেটের বিরুদ্ধে। মল্লারপুর ডাকবাংলোপাড়ার ঘটনা। সন্তোষের স্ত্রী এবং দুই বছরের মেয়ে আছে। অভিযুক্ত সন্তোষ পলাতক।

রাজগ্রামে ট্রেনে মৃত্যু মহিলার

নিজস্ব প্রতিনিধি : মঙ্গলবার সকালে রাজগ্রাম স্টেশনে বারানসী এক্সপ্রেস থেকে নেমে লাইন পেরোতে গিয়ে বনাঞ্চল এক্সপ্রেসের ধাক্কায় মারা গেল সাকুলার বিবি। বাড়ি মহুরাপুর গ্রামে। ঘন কুয়াশার জন্য এই ঘটনা বলে মত প্রত্যক্ষদর্শীদের। জগধারী গ্রামের কাছে ট্রেনে কাটা পড়ে অজ্ঞাতপরিচয় মহিলার মৃত্যু হয়। বোলপুর স্টেশনে চলন্ত ট্রেনে উঠতে গিয়ে বাঁ পা কাটা পড়ে বর্ধমান বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রামপুরহাটের বাসিন্দা মনিজ্জুল শেখ।

সদ্যজাত কন্যাসন্তান উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২১ ফেব্রুয়ারি নানুর থানার ফতেপুর গ্রামের সর্ষে ক্ষেতের মধ্যে থেকে এক সদ্যজাত কন্যাসন্তানকে উদ্ধার করল বুদ্ধদেব এবং নন্দিতা বাগ্দী নামে এক দম্পতি। সুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সদ্যজাত শিশুটি।

পুরস্কৃত ল্যাবরেটরি বিভাগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সরকারি হাসপাতালের নাম শুনলেই অনেকেই নাক সিটকে ওঠেন। সেই ধারনাকে বদলে দিয়ে ব্যতিক্রমী প্রমাণ করল রামপুরহাট স্বাস্থ্য জেলা হাসপাতাল। হাসপাতালে ল্যাবরেটরি বিভাগ পেল ভেলোরের স্বনামধন্য সিএমসি হাসপাতালের কোয়ালিটি অসুরেন্স মেনটেনের শংসাপত্র। ২২ ফেব্রুয়ারি হাসপাতাল সুপারের হাতে ডাকযোগে এই শংসাপত্র এসে পৌছায়। হাসপাতালের আধিকারিক থেকে সাধারণকর্মীদের মধ্যে খুশির হাওয়া।

প্রতিবাদে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কুশমন্ডিতে আদিবাসী তরুণীকে গণধর্ষণের পর যৌনাঙ্গে ধাতব জিনিস ঢোকানোর অভিযোগ উঠে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনার প্রতিবাদে এবং দোষীদের শাস্তির দাবিতে ২২ ফেব্রুয়ারি সকাল দশটা থেকে শেওড়াকুড়ি ৬০নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করল আদিবাসী গাওতা। হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে হাজির ছিলো কয়েকশো আদিবাসী পুরুষ এবং মহিলা।

চটকল শ্রমিকদের পাশে থাকার আশ্বাস বিদ্যুৎমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি : চটকল শ্রমিক কর্মীদের উপর স্বার্থ দেখা ছাড়া আমরা আর কিছুই ভাবি না। চট শ্রমিক ছাড়া আমাদের আর কী আছে। তাই চটকলের খেটে খাওয়া শ্রমিকদের পাশে থাকাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। শুক্রবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) চন্দননগর রবীন্দ্রভবনে তৃণমূলের হুগলি জেলা ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ জুট ওয়াকার্স ইউনিয়নের সম্মেলনে রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ভাষণ দেওয়ার সময় একথা বলেন। এদিন শোভনবাবু কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপি সরকারের শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে এক হাত নেন। বিশেষ করে শ্রমিকদের নূন্যতম বেতন ১৮ হাজার টাকা অবিলম্বে করার দাবিতে সোচ্চার হন। অন্যদিকে তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক লক্ষ্মণ পরামানিক বলেন, শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ড,

অবসরকালীন মাসিক পেনশনের পরিমান বৃদ্ধি, গ্র্যাচুইটি নিয়ে মিল মালিকরা ধোঁয়াশায় থাকে। এদিন তাই লক্ষ্মণবাবু এ প্রসঙ্গ নিয়ে শ্রমিকদের আশ্বাসবাণী শোনান। উল্লেখ্য মাসিক পেনশনের পরিমান বৃদ্ধি করা নিয়ে টানাপোড়েন চলছে দীর্ঘদিন ধরেই। এরই পাশাপাশি মালিক পক্ষের জুলুমবাজি, কর্মী ছাঁটাই বরদাস্ত করা কোনওমতেই হবে না। এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এছাড়া ইএসআই অন্তর্ভুক্ত শ্রমিকদের সুবিধা দিতে হবে। শ্রমিক কর্মচারীদের ১২ দফা দাবি পেশ করা হয়। যার মধ্যে ৮ ঘন্টা শ্রম আইন প্রসঙ্গও থাকে। এরই পাশাপাশি কৃষি দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী তপন দাশগুপ্ত একই প্রসঙ্গে ইতিবাচক বক্তব্য রাখেন। ভদ্রেশ্বর পুরসভার প্রয়াত চেয়ারম্যান মনোজ উপাধ্যায়ের স্মরণে মঞ্চের নামকরণ হয়। এদিন সম্মেলনে প্রায় দু'হাজার তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়নের শ্রমিক হাজির ছিলেন। এদিনের সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অসীমা পাত্র, চন্দননগরের মেয়র রাম চক্রবর্তী, ভদ্রেশ্বর পুরসভার চেয়ারম্যান প্রলয় চক্রবর্তী, সংগঠনের সভাপতি জ্যোর্তিময় চট্টোপাধ্যায় ইউনিয়নের সদস্যারা সঞ্জয় আদক, অসিত রায়, ললন সিং, লক্ষ্মীকান্ত চক্রবর্তী।

পথদুর্ঘটনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোমবার সকালে ভালুকা মোড়ে ডাম্পার – লরি সংঘর্ষে মারা যায় ২ জন। মিত্রপুরে পথদুর্ঘটনায় মারা যায় এক বাইক আরোহী। ২১ ফেব্রুয়ারি মল্লারপুর থানার মেটেন্ডাঙ্গায় ৬০নং জাতীয় সড়কে লরির সঙ্গে পিক আপ ভ্যানের সংঘর্ষে মারা যায় দুইজন। লরিতে আগুন ধরে যাওয়ায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। জাতীয় সড়কে বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। রুকুনপুর মোড়ে গাড়ির ধাক্কায় মারা গেল বাইক আরোহী জামসেদ খান (৩৫)। বাড়ি প্রচন্দপুর গ্রামে।

মুকুলেই ভরসা

প্রথম পাতার পর

তার হাতেগরম সাফল্য এসেছে অসমে বিজেপির সর্বানন্দ সোনওয়ালের সরকার গড়ে ওঠার ওপর। এর পাশাপাশি দেশের দাক্ষিণাত্যেও নিজেদের অনেকটাই বাড়িয়ে নিতে কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়েছে টিম পদ্ম। এর পাশাপাশি অন্ধ্রে চন্দ্রবাবু নাইডুকে নানা প্যাকেজের মাধ্যমে সন্তুষ্ট করা ও তামিলনাড়ুতে রজনীকান্তের বকলমে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে বিজেপি। সেজন্যই আগের যাবতীয় জড়তা ঝেড়ে ফেলে পশ্চিমবঙ্গে নিজেদের উপস্থিতির জানান দিতে দক্ষ সংগঠক মুকুল রায়ের মাধ্যমে তৃণমূলী কাঁটা উপড়ে ফেলতে চাইছে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। সেজন্যই খানিকটা তাৎপর্যপূর্ণভাবে দিলীপ ঘোষের চূড়ান্ত বিরোধী রাহুল সিনহা ও শমীক ভট্টাচার্যকে টিম মুকুলের সঙ্গে জুড়ে তৃণমূল বিরোধী লড়াইয়ের বৃত্তটা সম্পূর্ণ করা হচ্ছে দিল্লির উদ্যোগে।

নতুন মুখের আনাগোনা

প্রথম পাতার পর

যেসব নেতা–কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, তাদের দল থেকে দূরে রাখার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে বলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক রাজ্যস্তরের এই নেতা জানান। জেলা উচ্চ পর্যায়ের এক নেতৃত্ব জানান, দলবিরোধী কাজ করার মতোও বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে। ইতিমধ্যে যে সব পুরনো সদস্যরা টিকিট না পাওয়ার মতো অবস্থায় আছেন, তারা তলে তলে বিজেপির সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার চেষ্টা করছেন বলেও এই নেতৃত্ব জানান। তবে নির্বাচনকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্যে সকলকে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার কথাও বলা হয়েছে দলের উচ্চ পর্যায় থেকে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

প্রসঙ্গত, উল্লেখ্য মঙ্গলবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসতের রবীন্দ্রভবনে আয়োজিত প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার বক্তব্যে অবশ্য সরাসরি এমন ইঙ্গিত দেন নি। তবে কাজে দীর্ঘসূত্রতা, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, দল বিরোধী কার্যকলাপ, তোলাবাজি, সীমান্তে গরুপাচার ও চোরাচালান ইত্যাদি বরদাস্ত করা হবে না বলে পক্ষান্তরে বুঝিয়ে দেন তিনি।

মানব সেবায় ডাকাত গোকুল মহারাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং :–একদা জলে–স্থলে দাপটের সাথে পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতবর্ষের একাধিক রাজ্যে ডাকাতি করেছেন।প্রত্যন্ত সুন্দরবন মানুষের কাছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের থেকেও বেশি ভয়ানক দস্যু এবং ডাকাত হিসাবে গোকুল নস্করের পরিচিতি।দীর্ঘকাল ডাকাতি ছেড়ে সমাজসেবার কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ করে ইদানিং দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।একটা সময় ধনী ব্যাক্তিদের কাছে যম হিসাবে নামডাক ছিল। বর্তমানে তিনি দরিদ্র মানুষের কাছে মহারাজ গোকুল।রবিবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার কুলতলি থানার ডোঙাজোড়া গ্রামে নিজের আশ্রমে ৬০০জন শিশু বৃদ্ধ–বৃদ্ধাদের নরনারায়ণ সেবা এবং প্রায় ৪০০ দুঃস্থ বৃদ্ধ–বৃদ্ধাদের কে কম্বল,ধুতি,শাড়ি বিতরণ করেন মহারাজ গোকুল।এদিন বস্ত্র বিতরণের পর মহারাজ গোকুল আক্ষেপ করে বলেন, আমি বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত।আগামী দিনে আমার এই আশ্রম কে দেখবে কিভাবেই বা চলবে সেই চিন্তা খুবই চিন্তিত।

সুশীলা মন্ডল,অলিল সরদার,ঘনশ্যাম নস্কর রা বলেন, গোকুল মহারাজের কৃপায় বেঁচে আছি। তিনি আমাদের পাশে সাহায্যের হাত না বাড়িয়ে দিলে আরো বেশি করে অসহায় হয়ে পড়তাম।

বঙ্কিম সরদার কলেজে গৌরব দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি :–এক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এই প্রথম পালিত হল গৌরব দিবস ।বুধবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ক্যানিং বঙ্কিম সরদার কলেজে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে গৌরবঅনুষ্ঠানের সূচনা করেন বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় গৌরাঙ্গ ব্যানার্জী। অন্যান্যদের মধ্যে এদিন উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং পশ্চিময়ের বিধায়ক শ্যামল মন্ডল,কলেজের অধ্যক্ষ তিলক চ্যাটার্জি, অধ্যাপিকা শুভ্রা বিশ্বাস,ক্যানিং ১নং বিডিও নীলাদ্রী শেখর দে সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা।এদিন অনুষ্ঠানে বিশিষ্টরা ছাত্রছাত্রীদের নানা শিক্ষা ও উপদেশ মূলক উপদেশ দেন। যাতে আগামী দিনে সমাজের বুকে প্রতিষ্ঠিত হয়ে কলেজের গৌরব বাড়ে সে বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের কে বিশেষ ভাবে সচেতন করেন। অনুষ্ঠান শেষে খেলাধূলা এবং পড়াশোনার মান খুব ভালো করার জন্য কলেজেরই ৩০জন ছাত্রছাত্রীকে ক্রীড়া গৌরব এবং ৩১ জন কে শিক্ষা গৌরব দেওয়া হয়। প্রতি ছাত্রছাত্রীর হাতে বিশেষ মানপত্র তুলেদেন অধ্যক্ষ তিলক চ্যাটার্জি

শিক্ষা সরঞ্জাম প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি :–এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে একটি বিদ্যালয়ের প্রায় দুশো ছাত্রছাত্রী কে সারা বছরের জন্য শিক্ষাসামগ্রী বই,খাতা,পেনসিল,রবার সহ অন্যান্য পড়ার সামগ্রী প্রদান করা হল। বুধবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার জীবনতলা থানার ঘুটিয়ারী শরিফ গাঁতী জে পি মেমোরিয়াল স্কুলের প্রায় দুশো ছাত্রছাত্রীর হাতে শিক্ষা সামগ্রী তুলে দন বিশিষ্ট অধ্যাপক বিদ্যু কুমার চৌধুরী। এছাড়া পরশমণি ওয়েল ফেয়ার সোসাইটির বিশিষ্ট সদস্য লেখিকা রাণী দত্ত রায়,অরুণ দত্ত রায়,নন্দিতা কর সহ বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন। গাঁতী জে পি মেমোরিয়াল স্কুলের কর্ণধার নুর হোসেন মন্ডল বলেন, পরশমণির সৌভাতৃত্ব পেয়ে আমরা খুবই গর্বিত।

তুহিন সামন্ত নেই

প্রথম পাতার পর

তারপর চাণ্ডুলী গ্রামের উপকণ্ঠে বহমান ব্রাহ্মণী নদীর বুকের উপর দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। রাজ্য রাজনীতিতে পট পরিবর্তন হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত সরকার। সেদিনের পিতৃহারা ছোট্ট ত্রিদীব এখন কৈশোরের বিচরণ ক্ষেত্রে। স্বামীহারা নিষাদদেবী কাটোয়া ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ হিসেবে এলাকার মানুষের জন্য কাজ করছেন। সেইসঙ্গে বছর কয়েক আগে পরিবর্তন ঘটে গেছে তুহিন স্মরণের অনুষ্ঠানেও। কংগ্রেস নেতার মৃত্যুদিবসে অনুষ্ঠান কর্মসূচির রাশ চলে গেছে তৃণমূল কংগ্রেসের হাতে। কেননা সেদিনের কংগ্রেস নেতা রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বর্তমানে সদলবলে তৃণমূল কংগ্রেস চলে এসেছেন। বর্তমানে কাটোয়ার বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। তাঁরই নেতৃত্বে এবারও ২৫ ফেব্রুয়ারি তুহিন স্মরণে দীর্ঘ পদযাত্রা সহ নানাবিধ কর্মসূচি পালিত হল। আর এই কর্মসূচিতে শামিল হলেন শত শত দলীয় কর্মী সমর্থক।

অফিস অব্ দ্য চীফ মেডিক্যাল অফিসার অব্ হেলথ্
ডায়মন্ডহারবার হেলথ্ ডিস্ট্রিক্ট, ডায়মন্ডহারবার, পিন-৭৪৩৩৩১

আশা কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত নোটীশ

রেফাঃ নাম্বার ঃ সিএমওএইচ/ডিএইচ এইচ ডি/৭৯৮ তাং ২৬.০২.২০১৮

ডায়মন্ডহারবার হেলথ্ ডিস্ট্রিক্ট-এ ''আশা'' কর্মী নিয়োগের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত পদপ্রার্থীদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা হইতেছে।

এই নোটীশ সংক্রান্ত পূর্ণ বিবরণের জন্য ওয়েবসাইট www.wbhealth.gov.in, www.s24pgs.gov.in, www.spghealth.gov.in দেখুন।

স্বাঃ চীফ মেডিক্যাল অফিসার অব্ হেলথ্
ডায়মন্ডহারবার হেলথ্ ডিস্ট্রিক্ট

জাগরণের বাৎসরিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৫ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ শহরতলির নোদাখালি থানা এলাকার জাগরণ সমাজ উন্নয়নমূলক সংস্থা তাদের বাৎসরিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। সকালে রক্তদান উৎসবে ৬১ জন রক্তদান করেন। সন্ধ্যায় কৃতী ছাত্র ছাত্রী ও গুণীজনদের সংবর্ধনা এবং দুঃস্থ মানুষদের বস্ত্র বিতরণ করা হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের লোক প্রসার প্রকল্পের শিল্পীরা লোকগান পরিবেশন করে প্রশংসা পান।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সমিতির সভাপতি স্বপন রায়, কর্মাধ্যক্ষ অর্চনা বাগ, রুনা দাস সাঁতরা, মলয় সাঁতরা, বুচান ব্যানার্জী প্রমুখ। সংগঠনের সম্পাদক নবীন প্রামাণিক সকলকে ধন্যবাদ জানান।

মেঝিয়ারীতে বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি , কাটোয়া: নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পূর্ব বর্ধমানের মেঝিয়ারী চঞ্চলা বালা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উদযাপিত হল। ২৭ ফেব্রুয়ারি এই অনুষ্ঠানের সূচনা করলেন কাটোয়া ২ নং ব্লকের বিডিও শিবাশিস সরকার। বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নরেশচন্দ্র মণ্ডল সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। কবিতা আবৃতি, নৃত্য, গান, নাটক প্রভৃতি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিল বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা। ছাত্রীরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত দুই বিঘা জমি নাটকটি পরিবেশন করে। তাদের অভিনয় উপস্থিত সকলের প্রশংসাও লাভ করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মেঝিয়ারী চঞ্চলা বালা বালুকা উচ্চ বিদ্যালয় ইতিমধ্যেই পঠনপাঠন সহ খেলাধুলার ক্ষেত্রে জেলার মধ্যে বেশ সুনাম অর্জন করেছে।

জীবন স্মৃতি সংবাদপত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সুন্দরবনের অবহেলিত ব্লক বাসন্তী। বাসন্তী ব্লকের উত্তর গরাণবোস এলাকায় বাড়ি ফারুক আহমেদ সরদারের। তিনি একজন সমাজসেবী। সমাজে দরিদ্র নিপীড়িত মানুষের কল্যাণে কাজ করেন। তিনি বিভিন্ন ভাবে পরোপকারী। তাঁর কাজে মুগ্ধ হয়ে বিডিও,ওসি,বিধায়ক,এমনকি মন্ত্রী মহলের সচিব ও তাঁর কাজে মুগ্ধ হয়ে প্রশংসা পত্র দিয়েছেন এবং ভবিষ্যতে এমন কাজের জন্য

ফারুক বাবুর পাশে থাকবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। সমাজে নানা সেবামূলক কাজের জন্য আলিপুর বার্তা সহ বিভিন্ন সংবাদ পত্রে একাধিক বার সংবাদ প্রকাশিত হয়। সেইসব ইতিহাস সংবাদপত্র কাটিং করে ল্যামিনেশান করে অতি যত্নে সংরক্ষিত করে রেখেছেন যা সুন্দরবনের বুকে যা এক আশ্চর্যের বিষয়। এবিষয়ে ফারুক বাবু বলেন সংবাদ মাধ্যম জাতির বিবেক চেতনা,সংবাদ মাধ্যম আছে বলে মানুষ সম্মানের সাথে বেঁচে আছে। ভালোকাজের কথা বলার জন্য কেউ পাশে থাকে না। সেই পাশে থাকার একান্ত সহযোগিতা করে থাকে সংবাদপত্র। সংবাদপত্র এক অমূল্য সম্পদ,সেই সংবাদ পত্রকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে ল্যামিনেশান করে স্মৃতির আঙিনায় রাখতে চেয়েছি ,তারপর আগামী দিনে এই সব গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাজে লাগতে পারে তারজন্য দলিলের থেকে মূল্যবান যা নগদ অর্থ দিয়েও পাওয়া যাবেন। যারজন্য ল্যামিনেশান করে সংরক্ষিত করে রাখতে চাই।

নির্মল বিদ্যালয় পুরস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি : নির্মল বিদ্যালয় হিসাবে পুরস্কার পেল নলহাটি–২ নং ব্লকের লোহাপুর মহাবীর রাম মেমোরিয়াল উচ্চবিদ্যালয়। জেলাশাসক পুরস্কার তুলে দেন বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের হাতে। লোহাপুর মহাবীর রাম মেমোরিয়াল উচ্চবিদ্যালয়ের বাংলা শিক্ষক গোপালচন্দ্র দাস কলকাতার ঐতিহ্যবাহী ৫১ বছরের 'আলিপুর বার্তা' পত্রিকার বার্ষিক গ্রাহক নিজেই। এটাই সবচেয়ে আনন্দের কথা।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের
অনুপ্রেরণায়

কবিতা উৎসব ২০১৮

রবীন্দ্রসদন
একতারা মঞ্চ
শিশির মঞ্চ
চারুকলা পর্ষদ সংলগ্ন প্রাঙ্গণ
বাংলা আকাদেমি সভাগৃহ

৪–৬ মার্চ ২০১৮

উদ্বোধন — ৪ মার্চ ২০১৮ ▪ বিকেল ৫.৩০ ▪ রবীন্দ্রসদন

উদ্বোধক — শ্রী শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় এবং শ্রী জয় গোস্বামী

প্রধান অতিথি — শ্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, মাননীয় মন্ত্রী
উচ্চশিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈব প্রযুক্তি, স্কুল শিক্ষা, সংসদ বিষয়ক বিভাগ

বিশেষ অতিথি — শ্রী ইন্দ্রনীল সেন, মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ এবং পর্যটন বিভাগ

সভাপতিত্ব করবেন — শ্রী সুবোধ সরকার, সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ কবিতা আকাদেমি

▪ সম্মাননা জ্ঞাপন ▪
জীবনানন্দ দাশ সম্মান • কাজী সব্যসাচী সম্মান
সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্মান
নীলাদ্রি শেখর বসু সম্মান • আবুল কাশেম রহিমউদ্দীন সম্মান
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্মান • বিনয় মজুমদার সম্মান

পশ্চিমবঙ্গ কবিতা আকাদেমি • তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আপনার সাদর আমন্ত্রণ

মহানগরে

হাইড্রোলিক প্ল্যাটফর্ম সদৃশ রাজ্যের অগ্নি নির্বাপণের কর্মকাণ্ড

বরুণ মণ্ডল, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গে শেষ সাত বছর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মা–মাটি–মানুষের সরকারের জন্য রাজ্যে সুহানা সফর চলছে। উৎকর্ষ আর উন্নতির ইচ্ছাকে পাথেয় করে অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলেছে বাংলাবাসী। তার ধারাবাহিক দৃষ্টান্তের আরেকটি হল, অগ্নি–নির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা এবং বিচার দফতরের উল্লেখযোগ্য সাফল্য।

নতুন অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্র স্থাপন ও পুরনো অগ্নি–নির্বাপণ কেন্দ্রগুলিতে নতুন ভবন নির্মাণ : ২০১১–র মে মাস থেকে ২০১৭–র মে মাস পর্যন্ত ১৯টি নতুন অগ্নি–নির্বাপণ কেন্দ্র ও পুরনো অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্রে আটটি নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, দক্ষিণ কলকাতার বাঁশদ্রোণীতে মাস্টারদা সূর্য সেন ভবন, ক্যানিং, প্রগতি ময়দানে ২০১৫–'১৬ সালে এবং কাকদ্বীপে নতুন ভবন ইত্যাদি স্থানে নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

অগ্নি–নির্বাপক যান ও বিশেষ যন্ত্রপাতি ক্রয় : এই সময় কালে বিভিন্ন ধরনের বহুল সংখ্যক অগ্নি–নির্বাপণ যান ও অনেকগুলি আধুনিক যন্ত্রপাতি কেনা হয়েছে। যেমন : ৩০ মিটার দীর্ঘ টার্ন টেবিল ল্যাডার, এয়ার কম্প্রেসর, পোর্টেবল সার্চ লাইট, ওয়াকিটকি,

বোলোরো ক্যাম্পার, ৪২ মিটার ৫৪ মিটার দীর্ঘ হাইড্রোলিক প্ল্যাটফর্ম, টোয়িং ভেহিকেল, মিড সাইজ ও মিনি সাইজ ওয়াটার টেন্ডার, অ্যাম্বুলেন্স, বহনযোগ্য পাম্প, পোর্টেবল পাম্প, ওয়াটার বাউজার, ওয়াটার কেরিয়ার, এগুলির মধ্যে ৫৪ মিটার দীর্ঘ ও ৪২ মিটার দীর্ঘ হাইড্রোলিক প্ল্যাটফর্ম ও ৩০ মিটার দীর্ঘ টার্ন টেবিল ল্যাডার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নিয়ন্ত্রণ কক্ষের আধুনিকীকরণ ও পরিবহন পরিচালন ব্যবস্থা : গত সাত বছরে ৫,১৮,৪৬ ও ৯৮১ টাকার বিনিময়ে ২০১২–'১৩ অর্থবর্ষে নিয়ন্ত্রণ কক্ষের আধুনিকীকরণ ও পরিবহন পরিচালন ব্যবস্থার একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। কী রকম প্রকল্প : ৪৩১টি অগ্নি–নির্বাপক গাড়ি চিহ্নিতকরণ ব্যবস্থার প্রচলন, ২৫০টি গ্রুপ মোবাইল সংযোগের মাধ্যমে কল সংস্থাপন, ১২৮টি সংযোগ সম্পন্ন ইপিএবিএক্স সংস্থাপন, দু'টি ৪৬ ইঞ্চি এলসিডি মনিটর, একটি ভিডিও ওয়াল সংস্থাপন, একটি ১২ পোর্ট ভয়েস লগার।

নতুন বিভাগীয় কার্যালয় স্থাপন : এই সময় কালে ৯টি নতুন বিভাগীয় কার্যালয় খোলা হয়েছে। গত সাত বছরে বিভিন্ন পর্যায়ের ১১২১টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। কাজের সুবিধার্থে অনলাইনে এফএসসি, এফএসআর এবং ফায়ার লাইসেন্সের সুবিধা চালু করা হয়েছে। আরও ৯টি পরিষেবা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে, শীঘ্রই সেগুলিও চালু হবে। আইএফএস বেহালায় পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য রাজ্যের অগ্নিনির্বাপণ দফতরের কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য একাধিক কর্মসূচির আয়োজন করেছে। ২০১১–র মে থেকে ২০১৭–র মে–র মধ্যে এই কর্মসূচি গুলিতে মোট ৫০২৮ জন কর্মী প্রশিক্ষণ লাভ করেছে। এই দফতরের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, ২০১১–২০১৬–র মধ্যে ৫৭,৯৪৪টি অগ্নি কাণ্ড ঘটা সত্ত্বেও আনুমানিক ৩৬ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকার সম্পত্তি বাঁচানো সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে ২০টি নতুন অগ্নি–নির্বাপণ কেন্দ্র নির্মাণের এবং দু'টি কেন্দ্রে সংস্কারের কাজ চলছে। ১৪টি প্রস্তাবিত নতুন অগ্নি–নির্বাপণ কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য জমি অধিগ্রহণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

বিচার দফতর : ২০১৬–'১৭ অর্থবর্ষে রাজ্য পরিকল্পনা বাজেটের আওতাধীনে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ১২৯ কোটি টাকার একটি তহবিল বরাদ্দ করা হয়েছে। ২০১৬–'১৭ অর্থবর্ষে তার অর্জিত কৃতিত্বগুলি এরকম : এই অর্থবর্ষে আদালত ভবন নির্মাণের জন্য এবং পশ্চিমবঙ্গের বিচার–আধিকারিকদের জন্য আবাসিক কোয়ার্টার নির্মাণের ক্ষেত্রে মোট ২০ কোটি ৯ লক্ষ টাকার একটি তহবিল প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ৯ কোটি সাড়ে ১৭ লক্ষ টাকার তহবিল আদালত ভবন নির্মাণের জন্য প্রদান করা হয়েছে এবং ১৭ লক্ষ ৯১ হাজার টাকার তহবিল পশ্চিমবঙ্গের বিচার–আধিকারিক আবাসিক কোয়ার্টার নির্মাণের জন্য প্রদান করা হয়েছে। চলতি আর্থিক বছরে রাজ্যের বিচার আধিকারিকদের 'সার্ভিস বুক' ডিজিটাইজেশনের লক্ষ্যে ৩৯ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকার একটি তহবিল প্রদান করা হয়েছে। চলতি আর্থিক বছরে জেলা আদালতগুলির বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের ব্যয় নির্মাহের জন্য ১৪ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকার একটি তহবিল প্রদান করা হয়েছে। কলকাতা হাইকোর্টের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের ব্যয় নির্বাহের জন্য ১৪ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকার একটি তহবিল প্রদান করা হয়েছে। গত অর্থবর্ষে জলপাইগুড়িতে ক্যালকাটা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ নির্মাণের জন্য ৩৫২ কোটি টাকার প্রশাসনিক অনুমোদন মঞ্জুর করা হয়েছে; যার মধ্যে ১১ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

পুর অনুমতি নিয়ে বেহালায় জলাশয়ে বহুতল

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্থানীয় পুরাতন বাসিন্দাদের বক্তব্য যে স্থানীয় 'সুইস গিয়ার' কোম্পানির ভিতরে একটি বড়ো পুকুর ছিল। নিজ চোখে সকলে যা দেখেছে। অথচ অবাস্তব ঘটনা, স্থানীয় মৌজার 'বিএল অ্যান্ড এল আর' (দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ঠাকুরপুকুর মহেশতলা ব্লক) এর কাজে থাকা তথ্য ভাণ্ডারে ওই জমিতে থাকা পুকুরের কোনও চিহ্ন মাত্র নেই। কলকাতা পুর সংস্থা ওই জমিতে থাকা পুকুরের বিষয়ে জানতে চেয়েছে। অথচ স্থানীয় ভূমি রাজস্ব দফতর ওই জমিতে জলাশয়ের কোনও হদিশ দিতে পারেনি।

মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, বিল্ডিং নির্মাণের প্ল্যান দিতে গেলে যা যা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখার দরকার পরে, তার সব ক'টি দক্ষ বিষয়–অভিজ্ঞ অফিসারদের দ্বারা পরীক্ষার পর 'অ্যাসেসমেন্টের রেকর্ডস', 'বি এল অ্যান্ড এল আর'–এর রিপোর্ট ও 'প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিটে'র রিপোর্ট পরীক্ষা করেই পুর বিল্ডিং ডিপার্টমেন্ট বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদন করেছে। তাদের দেওয়া রিপোর্টে জলাশয়ের কোনও অস্তিত্বই নেই। বর্তমানে সেখানে মাটির নিচে 'পাইলিং'–এর কাজ চলেছে। মহানাগরিক আরও বলেন, নথি'র ওপর ভিত্তি করে কলকাতা পুরসংস্থা চলে। এরই সঙ্গে 'ফিজিক্যাল রিপোর্ট' দেখেই ওই অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। সমস্ত কিছু পরীক্ষানিরীক্ষা করার পর পুর বিল্ডিং ডিপার্টমেন্ট বিল্ডিং প্ল্যানের অনুমোদন জারি হয়েছে।

স্থানীয় ১২৮ নম্বর ওয়ার্ডের ১৯৮৫ থেকে পুরপ্রতিনিধিত্ব করে আসা বর্ষীয়ান পুর প্রতিনিধি রত্না রায় মজুমদারের বক্তব্য, তিনি ওই ১২৮ নম্বর ওয়ার্ডের দীর্ঘ ২৭ বছর যাবৎ পুর প্রতিনিধিত্ব করছেন। তিনি ছোটো বেলা থেকে দেখে আসছেন ওই 'সুইস গিয়ার' কোম্পানির ভিতরে নিজ চোখে দেখে আসছেন ঢেউযুক্ত টলটলে জলে পূর্ণ একটি বৃহদায়তন জলাশয়। পিএমইউ, বিএল অ্যান্ড এল আর এবং এমবিসি এই তিন দায়িত্বশীল সংস্থা ওই স্থলে কীভাবে বিল্ডিং প্ল্যানের অনুমোদন দেয়।

প্রসঙ্গত, ১২৮ নম্বর ওয়ার্ডের ৯২৩, হো–চি–মিন সরণি, কলকাতা–৬১ তে একটি বহুতল ভবন নির্মাণ হচ্ছে। যার অ্যাসিসি নম্বর : ৪১১২৮১১২১০০৯, ল্যান্ড এরিয়া : ৪৭৭৫.৮২ বর্গ মিটার। ভবনের উচ্চতা : ৩১ মিটার। বিপি নম্বর : ২০১৬১৪০১০৯১।

এদিকে পশ্চিম বেহালার ১২৮ নম্বর ওয়ার্ড যে সমস্ত জলাশয় আছে পুর পিএমইউ–র তালিকা অনুযায়ী মোট জলাশয়ের সংখ্যা ৩৫টি। তার মধ্যে সরকারি মালিকানাভুক্ত জলাশয় রয়েছে তিনটি। আর বাকি ৩২টি জলাশয় অসরকারি বলে চিহ্নিত রয়েছে। এই জলাশয়গুলি রক্ষণাবেক্ষণে কী পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। পুর পরিবেশ দফতরের মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার বলেন, রক্ষণাবেক্ষণে বিভিন্ন রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন– মাটিকাটা, পানাতোলা, অন্যান্য জঞ্জাল তুলে ফেলা। যেখানে যেমনটি প্রয়োজন, তেমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রয়োজনীয়তা ভিত্তিক। ১০০ দিনের কর্মীদের দিয়ে কখনও সেকাজ করানো হয়। কখনও বা মহিলা স্বনির্ভরগোষ্ঠীদের পুকুরটির সংস্কার ও মাছ চাষের দায় দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

বন্ধ হলভ তালিকা লাগানো

নিজস্ব প্রতিনিধি কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি : রেল মন্ত্রকের নির্দেশ অনুযায়ী আগামী ১ মার্চ ২০১৮ থেকে সমস্ত A1, A ও B শ্রেণীভুক্ত স্টেশনের ট্রেনকোচে টিকিট সংরক্ষণ তালিকা লাগানো বন্ধ করা হল। এই প্রক্রিয়াটি প্রথম পর্যায়ে আগামী ৬ মাসের জন্য কার্যকর থাকবে।ট্রেনের কোচে সংরক্ষণ তালিকা লাগানোর প্রক্রিয়াটি বন্ধ হলেএ পূর্বের মতই তা প্ল্যাটফর্মের নির্দিষ্ট বোর্ডে লাগানো হবে এবং ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডের মাধ্যমে প্রদর্শিত হবে। পরিবেশ সংরক্ষণ এবং কাগজ সাশ্রয়ের উদ্দেশ্যে এই সিদ্ধান্তটি নেওয়া হয়েছে।

অঙ্কনে ট্রাফিক সচেতনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি সরসুনায় অমর ছায়া ভবনে অনুষ্ঠিত হলো একটি বিশেষ অঙ্কন প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী। যার মূল আকর্ষণ ছিল জনসাধারণের মধ্যে ট্রাফিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

প্রায় ৫০০ জন ছাত্রছাত্রীর অংশগ্রহণে ভবনটি একটি বিশেষ মেলার রূপ নেয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটির প্রধান কার্য নির্বাহী ছিলেন আয়োজক সংস্থা সরসুনার 'লাস্ট সাপার'–এর কর্মাধ্যক্ষ সুভাশিস দাঁ। এবং সহযোগিতায় ছিলেন জীবন বিমা নিগমের এক বিশেষ কর্তৃপক্ষ। বিভিন্ন সময়ে উপস্থিত ছিলেন পুলিশের আধিকারিকগণ, দক্ষিণেশ্বর আদ্যাপীঠের বেহালা শাখার তত্ত্বাবধায়ক সুশান্তভাই ও ভজনাশ্রমের জগদীশ প্রভু মহারাজ ও স্থানীয় ১২৭ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধি নীহার ভক্ত ও অন্যান্য বিশিষ্টজন।

দৃষ্টিহীনরা মাতোয়ারা দোলে

নিজস্ব প্রতিনিধি : কোনো কেমিক্যাল রং নয় হরেকরকম ফুলই ছিল এই দোলের অভিনবত্ব। লাইট হাউস ফর দ্য ব্লাইন্ড' স্কুলের দৃষ্টিহীন শিশুদের সাথে ফুল দিয়েই দোল উৎসবে মাতেন শারদীয়া পরিবারের সদস্যরা।

এটি প্রথম বর্ষ নয়, গত পাঁচটি বসন্ত ধরে এই দিনটিতে এই দৃষ্টিহীন শিশুগুলির জীবনও রঙিন হয়ে উঠেছে 'শারদীয়া'–র হাত ধরে। এই মনুষ্যকুলে ওদের অন্ধকার জগতে যে কোনো রঙের গুড়োই সমার্থক, তা শুধুই বেরঙিন রঙের গুড়ো মাত্র । তাই গন্ধ আর স্পর্শকে হাতিয়ার করে গোটা স্কুল চত্বর জুড়ে গাঁদা, চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া আরও হরেক রকম ফুলের হোলিতে মাতে এই দৃষ্টিহীন পড়ুয়ারা। আর এই আনন্দযজ্ঞে সামিল হয় ৩০০ জনেরও বেশি শারদীয়া পরিবারের সদস্যরা। রঙের ডালি নয়, ফুলের ডালি দিয়ে বর্ষিত এই উৎসবের জন্য গোটা বছর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে শারদীয়ার মতোই। প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ উপহার ফুলের জন্যেই দৃষ্টিহীনতাও বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি দোলের এই উৎসবের আনন্দ উপভোগ করতে।

এইদিন কিছু দৃষ্টিহীন ছাত্রীর পরিবেশিত নৃত্য ও দৃষ্টিহীন ছাত্রদের সঙ্গীত পরিবেশন মুগ্ধ করেছে সকলকে। এছাড়াও শারদীয়া পরিবারের সদস্যদের সুরের ধ্বনি বসন্তের রং ছড়িয়েছে সবার মনে। এই বিশেষ দিনটি যাঁরা এই শিশুগুলির মধ্যে উপস্থিত থেকে ওদের সাথে অনাবিল আনন্দে মেতে উঠলেন, ভাগ করে নিলেন নিজেদের মূল্যবান সময়, তাদের সকলকে শারদীয়া পরিবারের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ এবং এই প্রচেষ্টা সাফল্যমন্ডিত করে তোলবার জন্য সকলকে অভিবাদন জানানো হয়।

আপনবোধ পুরস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি : বর্তমানে ভালোমানুষের বড় অভাব। এ কথা মাথায় রেখে আমিবোধ অ্যাসোসিয়েশনের এক নতুন প্রয়াস আপনবোধ পুরস্কার। গত ২৪শে ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ কলকাতার তীর্থপতি ইনস্টিটিউশনের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ওই বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র সুমন শতপথিকে উন্নত মানসিকতার জন্য আমিবোধের পক্ষ থেকে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রকেই কেন নির্বাচন করা হল এই প্রশ্ন তোলাতে জানা গেল, প্রজ্ঞানপুরুষ শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে এই বিদ্যালয়েই শিক্ষকতা করতেন। সে কারণেই এই বিদ্যালয় দিয়ে শুরু। ভবিষ্যতে অন্যান্য বিদ্যালয়ের ছাত্রদেরও এই পুরস্কারের জন্য নির্বাচন করা হতে পারে এমন চিন্তা ভাবনা আমিবোধের আছে। আমিবোধের দৃঢ় বিশ্বাস এভাবে উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের মধ্যে জেগে উঠবে মানবিকতাবোধ, পরার্থপরতা, উদারতা ও মহানতা। আলিপুর বার্তার তরফ থেকে আমিবোধের এই প্রয়াসকে সাধুবাদ জানাই।

কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা নস্করপুর নওয়াপাড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি : কয়েক মাস আগে থেকে আটচালায় শুরু হয়েছে নিয়মিত প্রভাতী হরিনাম সংকীর্তন। শেষ পর্যন্ত এল সেইক্ষণ। একদিকে দোলপূর্ণিমা অন্যদিকে মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথি। কয়েক হাজার মানুষ আছড়ে পড়লেন আটচালায়, কৃষ্ণপ্রেম সাগরের জোয়ারে। উদ্যোক্তারা জানালেন ১৩৩ বছরের এই অনুষ্ঠানে আজও বসে ১৫ দিনের মেলা।

এলাকার ছেলে মেয়েরা যে যেখানে থাকেন এই সময়ে সকলেই চলে আসেন গ্রামে। সভাপতি সমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী জানালেন গ্রামে এক মড়ক ঠেকাতে এই পুজানুষ্ঠানের সূচনা করেছিলেন গ্রামের বড়রা। মহাপ্রভুর কৃপা বর্ষণে দিনের পর দিন বাড়ছে কৃষ্ণপ্রেমের ঢেউ। ভোর চারটে বাজলে সকলে চলে আসেন সংকীর্তনে যোগ দিতে। এখন হাওড়ার নস্করপুর নওয়াপাড়া যেন মিনি মায়াপুর।

মহিলাদের অংশগ্রহণ আশি শতাংশ। মেলায় পাকা স্টল ১৫০–র উপর। এছাড়াও আছে অসংখ্য অস্থায়ী দোকান। কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সমর ঘোষ ও অশোক ঘোষ জানালেন, এখানে কোনওরকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে রয়েছে পর্যাপ্ত সিসি ক্যামেরার ব্যবস্থা। এখানকার পরিবেশ দেখে তারিফ করে গিয়েছেন পুলিশ প্রশাসনের কর্তারাও। সমরেন্দ্র বাবু ঘুরিয়ে দেখালেন মালসা ভোগের আয়োজন। প্রায় ছয় হাজার মালসা হবে এবার। সারারাত ধরে পুজোবেদীর চার পাশে সাজানো মালসা পুজোর পর শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে শুরু হয়েছে বিতরণ।

সমর বাবু জানালেন মহাপ্রভুর কৃপায় আর গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় ক্রমশ সেজে উঠছে আটচালা। আজকের রাজনৈতিক হানাহানি আর অবক্ষয়ের যুগে হাওড়ার নস্করপুরের আটচালা যেন এক টুকরো মরুদ্যান।

গৌড়ীয় মিশনের বিদ্যালয় স্থাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি নবদ্বীপ : গত ২৮ ফেব্রুয়ারি দোল পূর্ণিমার আগের দিন বাগবাজারের শতবর্ষের গৌড়ীয় মিশন নবদ্বীপের স্বরূপগঞ্জে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিল। মিশনের অধ্যক্ষ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ জানান, আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামীর সন্ন্যাস গ্রহণের শততম বর্ষের অনুষ্ঠান উপলক্ষে তিন দিন ব্যাপী নানা কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। স্বরূপগঞ্জে এই প্রথম গৌড়ীয় মিশন

নবদ্বীপ

বিদ্যামন্দির নামে একটি প্রি–নার্সারি বিদ্যালয় স্থাপন করা হল। ছাত্র–ছাত্রীদের স্কলারশিপ দেওয়ার লক্ষ্যে ১০০টি সেগুন ও মেহগনি গাছ রোপণ করা হয়। তিনি জানান গৌড়ীয় মিশনের মোট ৩৬টি শাখা আছে। লন্ডন ও আমেরিকাতেও দুটি শাখা আছে। শ্রীচৈতন্যের ভাবাদর্শে মিশন নানা জনহিতকর কাজ করছে। আগামী নভেম্বর মাসে কলকাতায় শ্রীচৈতন্যের ওপর একটি মিউজিয়াম উদ্বোধন হবে।

রংয়ের উৎসবে মাতল কাটোয়াও

নিজস্ব প্রতিনিধি কাটোয়া: বসন্ত উৎসব। রংয়ের উৎসব। শিমুল, পলাশের রংয়ের সঙ্গে লাল, নীল, সবুজ আবির মেখে প্রকৃতি সেজে উঠেছিল অপরূপ সাজে। নীল আকাশের নীচে সবুজ প্রকৃতির রূপে মুগ্ধ হয়ে কবির কলমও এদিন থমকে গিয়েছিল কিছুক্ষণের জন্য। সম্বিত ফিরে পেয়ে মোহিত কবি ফের বলে উঠলেন বসন্ত এসে গেছে....। এই হল বাংলার প্রকৃতি...বাংলার মাতাল করা রূপ। বাংলার এমন রূপকে উপেক্ষা করে, এমন কার সাধ্যি? তাই রংয়ের উৎসবে মেতে উঠেছিল বাংলার প্রতিটি প্রান্তর। উৎসবে শামিল হয়েছিল পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়াও। কাটোয়া মহকুমায় এই উৎসবের সব থেকে বড়ো আয়োজন চোখে পড়ে বিশ্বশুক সেবাশ্রম সংঘে। কাটোয়া ১ নং ব্লকের বিকিহাট এলাকায় অবস্থিত এই আশ্রমে এবারের ৪৯ তম দোল উৎসবের সূচনা হয় ২৮ ফেব্রুয়ারি। মোট তিনদিনের এই উৎসবে এলাকার পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের লক্ষাধিক মানুষ শামিল হন। শুকদেব ব্রহ্মচারী প্রতিষ্ঠিত দোল উৎসব উপলক্ষ্যে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পাশাপাশি রক্তদান, বস্ত্রদান, স্বাস্থ্যপরীক্ষা, অংকন প্রতিযোগিতা, কবিগান, বাউল, প্রসাদ বিতরণ, নগর পরিক্রমা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এছাড়াও এই উৎসবের অন্যতম প্রধান অঙ্গ ছিল আবিরে আবিরে একে অপরকে রাঙিয়ে দেওয়া। কাটোয়া ২ নং ব্লকের জগদানন্দপুর গ্রামে ঐতিহ্যবাহী শ্রী শ্রী রাধাগোবিন্দ জিউর মন্দিরকে ঘিরে তিনদিন ধরে আয়োজিত জমজমাট দোল উৎসবে মেতে ওঠে এলাকাবাসী। কাটোয়ার গৌরাঙ্গ মন্দির, মাধাইতলা আশ্রম প্রভৃতি জায়গাতেও যথাযথ নিয়ম মেনে দোল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও কাটোয়ার কাশীরাম দাস বিদ্যায়তনে ১ মার্চ দিনভর বসন্ত উৎসবের আয়োজন করে স্পর্শ নামে একটি সংস্থা।

অষ্টক নামে আরও একটি সংস্থাও এদিন বসন্ত উৎসবের আয়োজন করেছিল। দাঁইহাট শহরের বাসিন্দারাও বসন্ত উৎসবে শামিল হয়েছিল। নাচ, গান, আবির খেলা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে প্রতিটি জায়গায় বসন্ত উৎসব উদযাপিত হয়। তবে, রংয়ের এই উৎসবে আট থেকে আশি'র অসংখ্য মানুষ শামিল হলেও কচিকাঁচাদের বিপুল উৎসাহটা ভিন্ন মাত্রা যোগ করে দেয়। নানা রংয়ের ফুলের মতোই সুন্দর শিশুরা একে অপরকে হরেক প্রকার আবির, রংয়ে রাঙিয়ে দিয়ে রংয়ের উৎসবকে আরও বেশি রঙিন করে তুলেছিল।

মাঙ্গলিকী

প্রতিকৃতি শিল্পী বসন্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

সুমিত দাশগুপ্ত

বসন্তকুমারের জন্ম ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩ সালে উত্তর কলকাতার বাগবাজারে। বাবা রেবতীভূষণ আর মায়ের নাম মৃণালিনী দেবী। তাদের আদি নিবাস ঢাকা–বিক্রমপুরের কোলাপাড়া গ্রামে। তাঁর মামার বাড়ি ছিল বাগবাজারে। শৈব ও কৈশোর কাটে মামারবাড়িতে। শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুলে পড়াশোনা করেন। স্কুলে পড়ার সময়েই ছবি আঁকায় উৎসাহী হন। এছাড়া আবৃত্তি চর্চাও করতেন। প্রথম শিল্প শিক্ষা খ্যাতনামা শিল্পী রণদাপ্রসাদ গুপ্তের জুবিলি আর্ট আকাদেমিতে। এরপর ১৯১১ সালে সরকারি আর্ট স্কুলে ভর্তি হন। যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে অ্যাকাডেমিক ট্রেনিং গ্রহণ করেন। সরকারি আর্ট স্কুলে পড়ার সময়ই কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে (বর্তমান আরজি কর মেডিকেল কলেজ) এ ভারতীয় শিল্প ও ললিতকলার প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। এই প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত তাঁর আঁকা ছবিগুলি দেখে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কাজের প্রশংসা করেন এবং তাঁকে পুরস্কৃত করেন। আর্ট স্কুল থেকে পাশ করে বেরনোর পর ভারতের বিভিন্ন জায়গায় তিনি প্রদর্শনী করেন এবং প্রশংসিত হন। এরপর তিনি অবনীন্দ্রনাথের কাছে 'ওয়াশ' ও 'টেম্পেরা' পদ্ধতিতে ছবি আঁকা শিখতে যান।

১৯১৭ সালে ইন্দোরের হোলকর এস্টেটে তিনি রাজশিল্পী হিসাবে যোগ দেন। এর মধ্যে সরকারি শিক্ষা দপ্তরেও তিনি কাজ করেন। সেখানে তিনি প্রাচীর চিত্র আঁকার কাজ করতেন। ১৯২১ সালে তিনি ইউরোপে যান। প্রথমে লন্ডনে বছর তিনেক শিল্প শিক্ষা গ্রহণের পর প্যারিসে যান। ১৯২৪ সালে প্যারিসে 'অ্যাকাডেমি জুলিয়েন'–এ ভর্তি হন। সেখানে অধ্যাপক বুশারের কাছে চিত্র শিক্ষার তালিম নেন।

১৯২৮ সালে ইউরোপ থেকে ফিরে কিছুদিন দিল্লি পলিটেকনিকে শিল্প পরীক্ষক হিসেবে কাজ করেন। এইসময়ে দিল্লির ললিতকলা আকাদেমি ও রাষ্ট্রপতি ভবনের জন্য কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ছবি আঁকেন। ১৯৩০ সালে কলকাতার সরকারি আর্ট স্কুলে শিক্ষক পদে যোগ দেন। ১৯৪৮ সালে আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস–এর প্রদর্শনীতে তাঁর আঁকা ছবি স্বর্ণপদক পায়। ১৯৫৬ সালে আর্ট স্কুল থেকে অবসর নেন। বসন্তকুমারের বহুমুখী প্রতিভা ছিল। রবীন্দ্রনাথের কাছে তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখেছেন। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীতেও তাঁর দক্ষতা ছিল। কলকাতা বেতার কেন্দ্রে তিনি পিয়ানো বাজিয়েছেন।

ব্যঙ্গচিত্র নিয়েও তিনি চর্চা করেছেন। 'ইন্ডিয়ান কার্টুনস' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করেছেন। এই পত্রিকায় গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কার্টুন এঁকেছেন। 'সচিত্র ভারত' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় তিনি নিয়মিত ছবি আঁকতেন। কান্তি ঘোষের লেখা 'ওমর খৈয়াম' বইয়ের ছবিগুলি তাঁর আঁকা। তিনি নাটকের স্থিরচিত্র রচনা করতেন। স্টার থিয়েটারে বেশ কিছুদিন তিনি নির্দেশক হিসেবে কাজ করেছেন। অত্যন্ত সুপুরুষ ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারা ছিল বসন্তকুমারের। ২৫ জুলাই ১৯৬৮ সালে তাঁর জীবনাবসান হয়।

ভারতীয় রীতি ও ইউরোপীয় রীতি দুধরণের ছবি আঁকার ক্ষেত্রে তিনি সমান দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তবুও প্রতিকৃতি চিত্রের ক্ষেত্রেই তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান রেখে গিয়েছেন। বাকিংহাম প্যালেসে গিয়ে তিনি ব্রিটেনের রাজপরিবারের তৈলচিত্র এঁকেছিলেন। স্বয়ং রানি এলিজাবেথ নিজের প্রতিকৃতি আঁকার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু সেটি করার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়।

ভালবাসার পরশমণি 'সাত পাকে ধাঁধা'

কৃষ্ণচন্দ্র দে : সম্প্রতি ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তপন থিয়েটারে কলকাতা রমরমিয়ে তাদের পঞ্চবর্ষ নাট্যমেলা শেষ করল মহা সাড়ম্বরে। বহু তরুণ নাট্যদল তাদের নাট্য প্রযোজনাগুলি নিয়ে হাজির হয়েছিল। আমরা নতুন নতুন নাট্য প্রতিভার সন্ধান পেলাম। মূলত স্বল্প দৈর্ঘ্যের নাটক নিয়েই ওদের এই উৎসবের সূচনা। 'সারাংশ', 'কল্যাণী মুখোশ', 'ৎ', অঙ্কুর এবং আরও কয়েকটি নাট্যদল। উপস্থিত ছিলেন চিত্র পরিচালক তরুণ মজুমদার, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত এবং শ্রীলা মজুমদার। ৪ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ছটায় ওরা পরিবেশন করল ওদের নিজস্ব প্রযোজনা 'সাত পাকে ধাঁধা'। এটা অবশ্য পূর্ণাঙ্গ নাটক।

কলকাতা রমরমিয়ের কুশীলবেরা মূলতঃ রমাপ্রসাদ বণিকের হাতে গড়া ছাত্রছাত্রী। ওরা প্রথমে নেহেরু চিলড্রেনস মিউজিয়ামের নাট্য বিভাগের নিয়মিত শিল্পী হিসাবেই পাদপ্রদীপের আলোচে আসে রমা প্রসাদের হাত ধরেই। জীবনের শুরুতেই ভাল গুরুর হাতে পড়ে নিজেরা ধন্য যেনম হয়েছে তেমনি নিজেদের ঋদ্ধও করতে পেরেছে। ওদের দলের আভেরি সিংহরায়, রাজেশ্বরী নন্দী এবং অনুভব এক একটি স্তম্ভ স্বরূপ। বর্তমানে আর একটি পালক যোগ হয়েছে, তার নাম কন্যকা ভট্টাচার্য।

কন্যকা ভট্টাচার্যের রচিত ও নির্দেশিত নাটক 'সাত পাকে ধাঁধা' নিয়েই আমার আজকের প্রতিবেদন।

অনবদ্য রচনা অনবদ্য উপস্থাপনা এবং পরিশীলিত নির্দেশনা সেই সঙ্গে মনে দাগ কাটার মতন অভিনয় সমৃদ্ধ নাটক 'সাত পাকে ধাঁধা'। দর্শকেম মন ছুঁয়ে গিয়েছে। শুভঙ্কর–তিস্তা–শঙ্কর–গুলতি–ভ্রমর সবাই সুপারস্টার। লোডশেডিং–এর কারণে বিবাহের লগ্ন পেরিয়ে যাওয়ায় ভোর রাতের লগ্নে বিবাহ স্থির করা হলে পাত্রপক্ষ ও কন্যাপক্ষ মিলে সময় কাটাবার অছিলায় প্রাক বিবাহ বাসর জাগার সিদ্ধান্ত নেয়। সেই বাসর রাতের দৃশ্য দিয়েই মূল নাটকের সূত্রপাত। বর একান্ত ভোলাভালা চাকুরিজীবী সাধারণ মধ্যবিত্ত সমাজের একজন। আর পাত্রীও অনেকটা তাই, তবে হঠাৎ দেখলে বা কথা বললে একটু অস্বাভাবিক লাগে কিন্তু পাগল পাগল মনে হলেও পাগল নয়। পাত্রী তার মোবাইল ফোনে পরিচিত বন্ধুকে সদাই খুঁজে বেড়ায়। একটু হ্যালুসিয়েশন জাতীয় বিভ্রমে আবিষ্ট থাকে। মনে মনে তাকেই তার স্বপ্নের রাজকুমার রূপে মনের গহন কোণে সযত্নে লালন করে আছে। তার কথাবার্তায় সেটা দর্শক বুঝতে পারে। পাত্রেরও একটা অতীত আছে। সেও তার বাগদত্তাকে খুঁজে খুঁজে দিশেহারা। সে আর কেউ নয় পাত্রীরই মাসতুতো দিদি।

ধীরে ধীরে নাটকে একেবারে ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছায় বেশ কতগুলি দৃশ্য কোলাজ দর্শকের সামনে ভেসে ওঠে। আমরা জানতে পারি পাত্র পাত্রীর অতীত স্মৃতি রোমন্থনের ইতিবৃত্ত, যা শুধু কাগজের উপর নয়, মনের পরে ব্যথার কাজল দিয়ে আঁকা চাওয়া, পাওয়া, না পাওয়ার অশ্রুসিক্ত বেদনার চিত্রপট।

নাট্য সমালোচনা

সত্যিই কি ওরা ওদের মনের মানুষের সঙ্গ পেল? কবির ভাষায় 'ধন নয় মান নয় একটুকু বাসা করেছিনু আশা'– আশা কি ওদের পূর্ণতা পেল? সেটা জানতে গেলে সাত পাকে ধাঁধা নাটকটি একবার দেখতে হবেই।

অভিনয়ে কনের দিদির চরিত্রে রাজেশ্বরী নন্দী, বরের চরিত্রে অনুভব এবং কনে অর্থাৎ পাত্রীর চরিত্রে আভেরি সিংহ রায় সারাক্ষণ দর্শকবৃন্দকে মুগ্ধ করে রাখলো। সেই সঙ্গে সমানে সমানে তালে তাল দিয়ে গেল সহশিল্পীবৃন্দ। ওদের সকলের অবদান কোনও অংশে কম নয়। বিশেষ করে আভেরীর বয় ফ্রেন্ড তথা মনের মানুষ চরিত্রে (শংকর) শিল্পী অভিনয় মনে রাখার মতো। তবে শিল্পের প্রয়োজনে আরও একটু সপ্রতিভ হলে আরও ভাল লাগতো। আবহ থেকে আলোকসম্পাত ও মঞ্চসজ্জা দক্ষতার সঙ্গে রচিত হয়েছে।

নাটকের স্ক্রিপ্ট ও সংলাপ এ নাটকের আসল ইউএসপি। খোঁজ নিয়ে দেখেছি নাটকটি দর্শকবৃন্দকে আপ্লুত করেছে আর আমাকে বিস্ময়ে হতবাক করে দিয়েছে একজন যে শুধুই নবীন তুর্কি কন্যকা ভট্টাচার্য। ওকে দেখে মনে আশার সঞ্চার হয়। ভাবি প্রজন্ম তৈরি হচ্ছে ব্যটন হাতে নেওয়ার জন্য। পরিশেষে শেষ কথা বলছি– রাজেশ্বরী নন্দী অনেক লম্বা দৌড়ের ঘোড়া। ওকে সবাই সামলে রাখিস।

খাজুটি গ্রামে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

মধুসূদন বাগ, বাগনান: সম্প্রতি ২৬ জানুয়ারি বাগনান থানার খাজুটি গ্রামে বেশ আড়ম্বরপূর্ণ ভাবে প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিতহয়। বর্তমান সংকটময় পৃথিবীতে যুদ্ধ, সন্ত্রাস ও হিংসার কারণে যে সমস্ত মানুষ তাদের মূল্যবান প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন সেই সকল শহীদ ব্যক্তিদের আত্মার শান্তি কামনা করে এবং সকল যুদ্ধবিদ্বেষ দুর্ঘটনা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে ও সকল বিশ্ববাসীদের ভ্রাতৃত্বের আলিঙ্গনে আবদ্ধ করার জন্য 'মোজাদ্দেদীয়া অনাথ ফাউন্ডেশন'–এর খাজুটিয়া শাখা কমিটির উদ্যোগে প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। জাতীয় পতাকা ও ফাউন্ডেশন এর পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কবি সিরাজুল ইসলাম, কবি ও সাংবাদিক মধুসূদন বাগ, সংগীত শিল্পী সনৎ দত্ত, সমাজসেবী সারাফত মল্লিক, কাজী খোরসেদ আলি, সম্পাদক ইব্রাহিম মল্লিক, সভাপতি হাজি আসরফ মল্লিক, সঞ্চালক ও কর্মকর্তা শেখ আনিস ও অন্যান্য গুণীজন। দেশপ্রেম ও প্রজাতন্ত্র দিবসের তাৎপর্য আলোচিত হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন রাজ্যস্তরের বিভিন্ন সংগঠনের ছাত্রনেতা ও সাহিত্যিকগণ প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল বসে আঁকো, আবৃত্তি, বক্তব্য ও ক্যুইজ প্রতিযোগিতা। প্রায় দুশো ছাত্রছাত্রী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। বিশাল জনসমাগমের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠান অতি মনোরম হয়, সুন্দর ও সার্থক হয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

নেতাজি মেলা

অমিয় কুমার অধিকারী : কাশমলি পিগনান এস সি উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে নেতাজি মেলা অনুষ্ঠিত হল। সুভাষচন্দ্র চতুর্দশ বর্ষে সপ্তাহকালীন মেলা পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করে কাশমলি নেতাজি প্রতিরোধ বাহিনী, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস কেন্দ্রিক মেলায় উলুবেড়িয়া মহকুমা তথ্য ও সাংস্কৃতিক দফতর থেকে নেতাজি সম্পর্কিত বহু তথ্যে সংবাদপত্রের কার্টুন, মিলনের ছবি ইত্যাদি ৬টি স্টলে নিবদ্ধ রাখা হয়েছে। যার ফলে আগামী প্রজন্ম তাঁকে স্মৃতিপটে ধরে রাখতে সাহায্য ও অনুপ্রাণিত করে। কবি শ্রীভবানী প্রসাদ মজুমদার আতিথ্য গ্রহণ করে এক পৃথকমাত্রা যোগ করেন। কাশমলি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বাগনান গোপীমোহন বিদ্যায়তনের প্রধান প্রাক্তণ প্রধান শিক্ষক শিক্ষন মণ্ডলীর উপস্থিতি ছাড়াও চিকিৎসক এবং সমাজসেবী উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক আমতা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক অসিত বরণ মিত্র, পুলিশ প্রশাসনের দেবব্রত চক্রবর্তী, আমতা ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মিঠু বাড়ুই প্রমুখের উপস্থিতি ঘটে। বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠী ঈশিতা নাট্যগোষ্ঠী, ঘুমুর নৃত্যগোষ্ঠী, মানকুন্ড চিলড্রেনস ড্রাম্স গ্রুপ, সপ্তসুর মিউজিক্যাল ট্রুপ, ?? এই অনুষ্ঠানে আপ্লুত হন। ক্যুইজ প্রতিযোগিতা, সঙ্গীত প্রতিযোগিতা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল। কাশমলি পিগনান জেমি স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দিবাকর চৌধুরীকে সম্মাননা জ্ঞাপন, রক্তদান শিবির, ম্যাজিক শো প্রভৃতি উপস্থাপিত হয়।

অনুষ্ঠানের শেষের দিনে কবি সভায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের সংস্কৃতিপ্রেমী কবির দল উপস্থিত থেকে তাঁদের মননের বিভিন্ন কবিতা পাঠ করে, দুপুরের আহারাদি সমাপনান্তে বিদায় গ্রহণ করেন। উল্লেখযোগ্য ঘটনা আটের দশকে পদার্পণ করেও ৫ সন্তান–সন্ততির গর্ভধারণ করে ২০০৩ সাল থেকে যিনি কলম ধরে ২০১৭তে কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ এবং ২০১৮তে 'অদৃশ্য মানবিক জাল' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন মহিলা কবি কুর্শিনা বেগম। তবে সমস্ত অনুষ্ঠানের কৃতিত্বের দাবিদার উক্ত মহিলা কবির সন্তান অনামি কিসমত।

প্রতিষ্ঠা বার্ষিক মহোৎসব

হীরালাল চন্দ্র : গত ১৭ থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সন্ধ্যায় রাজা দিগম্বর মিত্রের রাজ বাড়িতে সমর সরকারের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে 'ঝামাপুকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ সংঘের' ৩৯তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিক মহোৎসব ও রামকৃষ্ণের ১৮৩তম শুভ আবির্ভাব তিথি উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। বিভিন্ন দিনে রামকৃষ্ণ, মা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের মহান জীবনী ও অমরবাণী সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ দেন স্বামী ইষ্টব্রতানন্দ, গতভয়ানন্দ, সুপর্ণানন্দ, বিভাত্মানন্দ, প্রব্রাজিকা প্রদীপ্ত প্রাণা, অমলাপ্রাণা, অধ্যাপক সোমনন্দ ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপিকা রাইকমল দাশগুপ্ত, পার্থসারথি গোস্বামী এবং রণজিৎ রায়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন অরিন্দম শর্মা ও জয়া চ্যাটার্জী। এছাড়া সুরপীঠের পরিবেশনায় 'ভক্তের ভগবান রামকৃষ্ণ' গীতি আলেখ্য, ভগিনী নিবেদিতার জীবনী চলচ্চিত্র প্রদর্শন, স্মারক পত্রিকা 'অমৃতম' প্রকাশ, পূজা, চণ্ডীপাঠ, হোম, সন্ধ্যারতি, ভজন, ধর্মসভা, ভোগ নিবেদন ও অসংখ্য ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়। পরিচালনায় সম্পাদক অমিত সুর রায়।

সঙ্গীত যখন প্রতিষেধক

নিজস্ব প্রতিনিধি : সঙ্গীত মানে কি শুধুই বিনোদন নাকি আরও কিছু! এই ভাবনা নিয়ে সম্প্রতি হাওড়া সালকিয়ার শতভিষা সাংস্কৃতিক সংস্থা এক অনুষ্ঠান করে। উপস্থিত ছিলেন দুই বিশিষ্ট মিউজিক থেরাপিস্ট ড. দেবদুলাল দত্ত রায় ও শ্রীমতী গার্গী সেন। উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী শতরূপা মুখোপাধ্যায়, তৃনা ঘোষাল, মনোনীতা কাঁড়ার, আকাশ মুখোপাধ্যায় ও ঈশান চক্রবর্তী। সংস্থার সহসভাপতি শ্রী বামাপদ দাস এরপর স্বাগত ভাষণ দেন। ছোটদের লাইফ স্কিল সঙ্গীতের মাধ্যমে কীভাবে বাড়ানো যায় তা প্রদর্শন করেন শ্রীমতী গার্গী সেনের নেতৃত্বে নলারিটি সলিউশন সংস্থা। একটি ছোটখাট কর্মশালায় ছোট–বড় সবাই অংশগ্রহণ করে। দেবদুলালবাবু মিউজিক থেরাপিতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ব্যবহার নিয়ে দু–চার কথা বলেন। এরপর প্রকাশিত হয় শতভিষা পত্রিকার এবারের সংখ্যা 'সঙ্গীত যখন প্রতিষেধক'। প্রত্যেক লেখকের হাতে পত্রিকা তুলে দেওয়া হয়। শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আহ্বায়ক মানস কাঁড়ার। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন চিরন্তন মুখোপাধ্যায়।

পত্র –পত্রিকা আলোচনা

মণিমালার দেশ

(প্রধান সম্পাদক – সমরেশ চন্দ্র বেরা/৩য় বর্ষ/জানুয়ারি ২০১৮/মূল্য ২ টাকা) ট্যাবলয়েড আকারের পাক্ষিক পত্রিকাটি সঙ্কলিত লেখাগুলির জোরে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। ভগিনী নিবেদিতা ও বিবেকানন্দ–র উপর লেখা দুটি (যথাক্রমে ডঃ মীনা মুখোপাধ্যায় ও কানাই লাল দে) নিবেদিতা ও স্বামীজির অচেনা রূপে আলোকপাত করে। মাধবী চক্রবর্তী, মদনমোহন মাইতি, অশোক কুমার বাগ–এর কবিতা উল্লেখের দাবী রাখে। রমেশচন্দ্র বেরার অণু গল্পটি সংবাদের চুম্বক হয়েই থেকে গেল, গল্প হয়ে ওঠা হল কি! সাহিত্য–সংস্কৃতির টুকরো খবরাখবর পরিবেশনের জরুরী কাজটির জন্য প্রশংসা করতেই হয়। (পত্রিকার ঠিকানা–মেছেদা, পূর্ব মেদিনীপুর– ৭২১ ১৩৭/ 9474069373)।

ইদানিং

(সম্পাদক–জয়ন্ত রসিক/বইমেলা ২০১৮ সংখ্যা/৪৪ তম বর্ষ)/মুল্য ২০ টাঃ)–আদতে নাটকের দল, কিন্তু পত্রিকা প্রকাশনাতেও সমান দক্ষতার পরিচয় রেখে চলেছে এই পত্রিকাটি। জয়ন্ত রসিকের গল্পটি মজার, সবিতা বেগমের গল্পটি মন ছুঁয়ে যায়। অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোট্ট গল্পটি কিন্তু ছাপার বিভ্রাটে একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছে। কবিতা পর্বে পাঠকদের তারিফ পাবেন পূর্ণেন্দু প্রসাদ ভট্টাচার্য, অমর কুমার দাস, দীপেন ভাদুড়ি, তনুশ্রী আইরিন, মঙ্গল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ কর্মকার প্রমুখ। নিয়মিত নানান সাংস্কৃতিক সংবাদ পরিবেশনের পবিত্র কাজটিও করে যাচ্ছেন এঁরা। একটি দৃষ্টিকটু ভুল চোখে পড়ল। একাধিক লেখায় বাংলা ভাষার অতি পরিচিত শব্দ বউ বা বৌ কে বোউ লেখা হয়েছে, সেটা কি ইচ্ছাকৃত! পত্রিকার ঠিকানা – ১৮, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলকাতা–৭০০ ০০৯ / 9836650320)

সাহিত্য উৎসব

(সম্পাদক–বিপ্লব মজুমদার/শারদ ১৪২৪ সংখ্যা/১৮ তম বর্ষ)/মুল্য–উল্লেখ নাই) কবিতায় নিবেদিতপ্রাণ পত্রিকাটির এই সংখ্যায় মোহিনী মোহন গঙ্গোপাধ্যায়, গোলাম রসুল, অজিত বাইরী, তৈমুর খান, বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায়, তাপস রায়, সুকমল দাস, বিপ্লব চক্রবর্তী, সুস্মেলী দত্ত, মানিক সাহা, মঙ্গল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধামাধব মণ্ডলমলয় পাল প্রমুখেরা ভালো কবিতা পাঠকদের কাছে মেলে ধরেছেন। কিছু কিছু বানান বিভ্রাট চোখে পড়ল (সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতার শেষ লাইনে বাড়ায় হয়েছে বারায়, গোবিন্দ পান্তির কবিতার শেষ লাইনে ব্যপ্ত হয়েছে ব্যাপ্ত)। অনুবাদ কবিতা প্রকাশের প্রয়াসকে সাধুবাদ জানাতে হয়। গোটা বই জুড়ে, এমনকি শেষ প্রচ্ছদেও সম্পাদকের লেখা বইয়ের বিজ্ঞাপন ! পত্রিকার ঠিকানা – ৩/৩৪, সূর্যনগর, কলকাতা–৭০০ ০৪০ / 7890019669)

শব্দকিরণ

(সম্পাদক–সমরজিত চক্রবর্তী/১২ বর্ষ/বইমেলা ২০১৮ সংখ্যা/দাম ৫০ টাঃ) –বর্তমান সংখ্যাটির দুর্দান্ত প্রচ্ছদ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অরুণ ব্যানার্জীর ছোট্ট অথচ অনবদ্য অজানা কথা দারুণ লাগল। সবিতা বেগমের গল্পটির মানবিক মুখ মনে নাড়া দেয়। পূর্বা মুখোপাধ্যায়, অংশুপ্রতিম দে ও বিনয় ভড়ের গল্পগুলিও মনোগ্রাহী, এবং পত্রিকাকে সমৃদ্ধ করেছে। ডঃ লহরী বড়াল চক্রবর্তীর নিবন্ধটি বিষয়–বৈচিত্রে পাঠকদের আকর্ষণ করবে। কবিগানের উফর লেখা পুষ্পা চক্রবর্তীর নিবন্ধটিও মূল্যবান।

কবিতা পর্বে যশোধরা রায়চৌধুরী, অদিতি সেন চট্টোপাধ্যায়, সৈয়দ কওসর জামাল, গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি প্রশান্ত মাইতি, প্রদীপ গুপ্ত, সুচন্দ্র নাথ দাস, নুর মহম্মদ, সুতপা পুততুণ্ড, গৌতম সেন, হিমাংশু মিস্ত্রি, ঈশিতা ভাদুড়ী, চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য ও আরও অনেকে বলিষ্ঠ কবিতা উপহার দিয়েছেন। সুকুমার মণ্ডলের রম্য রচনাটিতে (বসন্ত এসে গেছে) খোলা হাওয়ার ছোঁয়া। পত্রিকার ঠিকানা – আদান, জনাই, হুগলী–৭১২৩০৪ /9433177931 / sabdokiron@rediffmail.com.

শতভিষা

(সম্পাদক–চিরন্তন মুখোপাধ্যায়/৩য় বর্ষ – প্রথম সংখ্যা /মূল্য ৬০ টাঃ)– মানব মনে সংগীতের প্রভাব কতটা–এমন এক অভিনব বিষয় কে নিয়ে বর্তমান সংখ্যাটি গড়ে তোলা হয়েছে। ড. দেবদুলাল দত্ত, ড. অশনিকা ঘোষ, গার্গী সেন, তপন হাজরা, কাকলি রায়, শতরূপা মুখোপাধ্যায় প্রমুখেরা জানালেন সঙ্গীত কখনও কখনও প্রতিষেধকের ভূমিকা নেয়, মনের অন্ধকার দূর করে প্রফুল্লতা আনে। অভিজিত্ চৌধুরীর গল্পটি ভালো লাগল। কিবাতায় নিত্যানন্দ দাস, মঙ্গল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদীপ কুমার পাইক, তিস্তা বেজ প্রমুখের কবিতা চোখে পড়ে। ছোটদের বিভাগ–টি আশা জাগায়। ওরা যত এগিয়ে এসে কলম ধরবে ততই আশা জাগবে। শেষ পাতে মিষ্টির মত অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জাদু–শেখানোর ক্লাশ। সব মিলিয়ে বেশ গোছানো প্রয়াস। পত্রিকার ঠিকানা – ৬৭, ত্রিপুরা রায় লেন, সালকিয়া , হাওড়া–৭১১ ১০৬ / 9433375258 / shatavisha2015@gmail.com.

ভায়োলিনের সুরে মাতলো দর্শকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি বারুইপুরে এক সন্ধ্যায় রবীন্দ্র ভবনে ভায়োলিন ভিলেজের এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়ে গেলো। বাচ্চারা ও স্কুলের শিক্ষকদের পাঁচ জনের গ্রুপ করে এই অনুষ্ঠানে ভায়োলিন বাজিয়ে শ্রোতাদের মন জয় করলেন। শহরে যে সব অনুষ্ঠান হয়ে থাকে বিশেষ করে সরদ ও সেতারের। কিন্তু বর্তমানে ভায়োলিনের করুণ সুর আর শোনা যায় না। গত ১২ বছর ধরে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ভায়োলিনের সুর শ্রোতাদের শুনিয়ে মন জয় করে আসছে।

বারুইপুরে মদারহাটে এই প্রতিষ্ঠানে এদিন সুন্দর সুন্দর রাগ বাজিয়ে শোনালেন শিক্ষক ও ছাত্ররা সেই সঙ্গে ছিল অনবদ্য তবলার লহরা। তবলা ও ভায়োলিনের সঙ্গে সুরের লড়াইতে শ্রোতাদের সম্মহিত করেছে। এই প্রতিষ্ঠানের রূপদান করেছেন স্বপন পাল। তিনি ফ্রান্স রাশিয়া গিয়ে ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছেন। জয়নগর স্কুলের শিক্ষক স্বপনবাবু বলেন, ছাত্রছাত্রীরা বেশি করে এই ভায়োলিন বাজনা শিখুক ও তারা বিভিন্ন জায়গায় ভায়োলিনের সুর ছড়িয়ে দিক। আমার উদ্দেশ্য ছাত্র বাড়ানো। আমি কারও থেকে টিউশন ফিজ নিই না। এটা আমর গুরুদেবের নির্দেশ। এই প্রতিষ্ঠান থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় ক্যানিং মহকুমা শাসকের ব্যক্তিগত সচিব শিবু ঘোষকে।

হিন্দমোটর বইমেলা

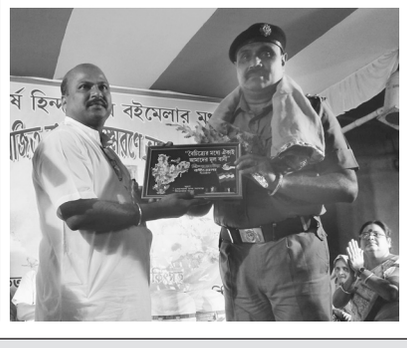

রিম্পি ঘোষ : গত ১৮ ফেব্রুয়ারি উত্তরপাড়া–কোতরং জনস্বাস্থ্য পরিষদের উদ্যোগে হিন্দমোটর ফ্রেন্ডস ইউনিট ক্লাবের প্রাঙ্গণে শুরু হয় হিন্দমোটর বইমেলা। এই বছর এই মেলা সপ্তমবর্ষে পদার্পণ করল। এই মেলার উদ্বোধন করেন সরকারি পুলিশ কমিশনার সোমনাথ ভট্টাচার্য। এছাড়া অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা দূরদর্শন কেন্দ্রের বার্তা সম্পাদক পার্থ চক্রবর্তী, সমাজসেবী বাবলু সামন্ত, শম্পা সামন্ত, নিতাই দাশগুপ্ত ও লোটা ঘোষ। আয়োজন সংস্থা সূত্রে জানা যায়, এই মেলা প্রায় দশদিন ধরে চলবে। মেলায় ছোট–বড় সব মিলিয়ে প্রায় ৪০টি বইয়ের স্টল রয়েছে।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

আমাদের প্রতিনিধি ● উত্তর ২৪ পরগনা : কল্যাণ রায়চৌধুরী –৯০৫১২০৮৪৬০/ হুগলি : মলয় সুর –৮৪২০৩৩২৭৯৬/ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর : পুলক বড়পান্ডা – ৯৬৩৫৯৮৫৫৭০/বীরভূম: অভীক মিত্র–৮১১৬৪৮৭০৪৬

ঘরের মাঠের বাঘেরা এখন বিদেশের মাটিতে সিংহ

অরিঞ্জয় মিত্র

টেস্ট সিরিজে ১-২ হারের ধাক্কা পুরো ওসুল করে নিল টিম কোহলি। দক্ষিণ আফ্রিকার মাটি থেকে একদিন ও টি-২০ জোড়া সিরিজ জিতে ড্যাং ড্যাং করে দেশের বিমান ধরছে টিম ইন্ডিয়া। সিরিজের হিসাবে ভারত আবার ২-১ এগিয়ে। অর্থাৎ টেস্ট সিরিজ জিতে দক্ষিণ আফ্রিকা যদি ১ গোল দিয়ে থাকে তবে দু-দুটো গোল তাদের হজম করতে হল একদিন ও টি-২০ সিরিজ ভারতের কাছে খুইয়ে। এই সিরিজ থেকে ভারতের প্রাপ্তির ভাঁড়ারও হল বেশ। টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ স্থান ফিরে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একদিনের সিরিজের আধিপত্যও বজায় রাখল বিরাট ব্রিগেড। এর ফলে আরও একটা দিক পরিস্কার হয়ে গেল শুধু ঘরের মাঠে বাঘ নয়, টিম ইন্ডিয়া এখন বিদেশের মাটিতেও সিংহ। দীর্ঘদিনের এই অপবাদ ঘোঁচানোর যে প্রয়াস শুরু হয়েছিল বাঙালির আইকন তথা প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের হাত ধরে সেটাই এখন ফুলেফলে বিস্তৃত হয়েছে বিরাট শাসনে। সত্যি বলতে টানা এতগুলি সিরিজ পকেটে পোরা যে চাট্টিখানি কথা নয় সেটা মানছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ থেকে তামাম ক্রীড়াপ্রেমী।

আগামী বছরের বিশ্বকাপের আগে এই পারফরমেন্স দেশকে অনেকটাই এগিয়ে রাখল একইসঙ্গে। তবে এতকিছু ভালোর মধ্যেও মিডল অর্ডারে ভারতীয় ব্যাটিং লাইন আপের ধেরিয়ে যাওয়ার যে নতুন রোগ দেখা দিয়েছে তা নিঃসন্দেহে চিন্তায় রাখবে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে। আগামী কিছুদিন অবসরের ফাঁকে হয়তো এদিকটা মনোযোগ দিয়ে ভেবে দেখবেন রবি শাস্ত্রী ও বিরাট কোহলি।

ভারত এই মুহূর্তে যে তুখোর ফর্মে খেলছে তাতে দক্ষিণ আফ্রিকা কতটা চ্যালেঞ্জ মেলে ধরতে পারে সেটা দেখার অপেক্ষা করছিল তামাম ক্রিকেটবিশ্ব। অবশ্য নিজেদের চেনা পিচ ও বাউন্সি উইকেটে ভারতকে সহজ জায়গা দেবেন না যে প্রোটিয়ারা তা একরকম নিশ্চিত ছিলই। মর্নি মর্কেলের সঙ্গে স্টেইন জুটি বেঁধে ভারতকে প্রথম থেকেই যে ধাক্কা দিতে চাইবেন এটাও ঠিক ছিল। এর সঙ্গে রয়েছে এবি ডিভিলিয়ার্স ও অধিনায়ক ফাফ ডুপ্লেসিদের বড় ইনিংস গড়ে তোলার কাজ। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার দুর্ভাগ্য, প্রথম টেস্টের পরই চোটের জন্য ছিটকে যেতে হয় বুমবুম স্টেইন। একইসঙ্গে প্রোটিয়াদের হতাশ করে সিরিজে একরকম অফ হয়ে যান অধিনায়ক ডুপ্লেসি ও ডিভিলিয়ার্স। তাও যাঁরা ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার সবুজ-হলুদ জার্সি গায়ে তাঁরা কোনও অংশে কম যান না। তাছাড়া লুঙ্গি, রাবাদারা যে মানের বোলিং তুলে ধরেছিল তা ডেল স্টেইনের অভাব মুছে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

ভারতীয় ক্রিকেট টিম সম্পর্কে বহুদিন একটা প্রবাদ চালু আছে। ঘরের মাঠে বাঘ। আর বাইরের মাঠে নেহাত গোবেচারা কোনও জীব। এই অপবাদ হজম করতে হয়েছে গাভাসকার, কপিলদেব, আজহারউদ্দিন, বেঙ্গসারকার শ্রীকান্ত থেকে শচীন, সৌরভ, রাহুল দ্রাবিড় মায় মহেন্দ্র সিং ধোনিকেও। আগের দিনের ক্যাপ্টেনদের এমন অনেক মন্তব্য শুনতে হয়েছে, যা তুলে ধরে বিদেশের মাটিতে তাঁরা আদৌ সফল হন নি। কথাটা যেমন পুরোপুরি সত্যি তা যেমন নয়, ঠিক তেমনই মিথ্যা বলে একে উড়িয়ে দেওয়াও সম্ভব নয়। এর আগে আজহারের আমলে বা তাঁর পূর্বসূরীদের অধিনায়কত্বকালে দেশের মাটিতে পাটা উইকেট বা ঘূর্ণী পিচে দেখা যেত ভারত সিরিজের পর সিরিজ জিতছে অবলীলাক্রমে। কিন্তু সেই একই দল যখন বিদেশ সফরে যাচ্ছে তখন তাঁদের কেমন যেন ল্যাজেগোবরে অবস্থা হচ্ছে। যার ফলে ঘরের মাঠে টেস্ট সিরিজ ৩-০ জেতার পর বিদেশের মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়তে দেখা যেত টিম ইন্ডিয়াকে। বস্তুত সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ভারত অধিনায়ক হওয়ার পর পাকিস্তানের মাটিতে সিরিজ জয় বা অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অজিদের হারানো এমন সব ঘটনা ঘটতে থাকে তা এই ধারনা খানিকটা হলেও বদলে দিতে থাকে। বহুদিন পরে যেন পালটা মার দিতে শিখল ভারত। এটা যে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরাট অবদান, যার জেরে গড়ে ওঠে টিম ইন্ডিয়া কনসেপ্ট। যা নানা প্রদেশের ভিন্ন ভাষাভাষি, পৃথক আহারাদিতে বিশ্বাসীদের এক কমিউনে নিয়ে আসে।

আর বিরাট কোহলি হলেন সেই ক্যাপ্টেন যাঁর নেতৃত্বে একটানা ৯টা সিরিজ জিতেছে ভারত। ভারতের এই বিজয়রথের নিচে চাপা পড়েছে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ড, ওয়েস্টইন্ডিজ, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশের মতো দল। ক্যারিবিয়ানদের তো আবার তাঁদের দেশের মাটিতে দু-দুবার হারিয়েছে টিম কোহলি। বিরাট কোহলি টিমের দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই যেভাবে একের পর এক সিরিজে আধিপত্য দেখিয়েছে ভারত তা প্রমাণ করেছে টিম ইন্ডিয়া এখন বিশ্বের অন্যতম সেরা শক্তি। অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে টক্কর নেওয়ার প্রকৃত ক্ষমতা একমাত্র ভারতেরই আছে বলে মনে করছে ক্রিকেট বিশ্ব। সেটাই সম্প্রতি পরিস্কার হয়ে গেল দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে ভারতের ঐতিহাসিক জয়ের মাধ্যমে।

পশ্চিমবঙ্গ বস্তি উন্নয়ন সমিতির ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

দেবাশিস রায়, কাটোয়া: উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হল পূর্ব বর্ধমান জেলার পশ্চিমবঙ্গ বস্তি উন্নয়ন সমিতির বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। ২৬ ফেব্রুয়ারি কাটোয়া ভারতী ভবন হাইস্কুল ময়দানে আয়োজিত এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ বস্তি উন্নয়ন সমিতির রাজ্য সম্পাদক সুখরঞ্জন দে। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সভাপতি সুদীপ্ত বাগচী সহ অন্যান্য সংগঠকবৃন্দ। এদিনের প্রতিযোগিতায় জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দুই শতাধিক প্রতিযোগী বিভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেছিল। আয়োজক সংগঠনের পক্ষে সুজিত রায় বলেন, বস্তিবাসীদের মধ্যে পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ বাড়িয়ে তোলার উদ্দেশ্যেই এধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

অজয় লাহিড়ী স্মৃতি চ্যালেঞ্জ ফুটবল টুর্নামেন্ট

মলয় সুর : ভদ্রেশ্বর দিগড়া ফুটবল কোচিং সেন্টারের পরিচালনায় আমন্ত্রণমূলক স্বনামধন্য ফুটবল প্রশিক্ষক অজয় লাহিড়ী স্মৃতি চ্যালেঞ্জ কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা দিগড়া মল্লিক হাটি দেশবন্ধু হাইস্কুলের মাঠে অনুষ্ঠিত হল। পঞ্চম বর্ষের আটদলীয় এই প্রতিযোগিতা ১৮ ফেব্রুয়ারি প্রথম দিন উদ্বোধন করেন প্রাক্তন ফুটবলার সমীর চৌধুরী। প্রতিযোগিতার বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে রবিবার ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল হাওড়া কাশীপুর স্পোর্টিং ক্লাব ও বৈদ্যবাটি বান্ধব সমিতি। উত্তেজক এই ফাইনালে কাশীপুর স্পোর্টিং ক্লাব ২-০ গোলে বান্ধব সমিতিকে হারিয়ে অজয় লাহিড়ী স্মৃতি চ্যালেঞ্জ কাপ জিতে নেয়। অন্যদিকে মাধবচন্দ্র ঘোষ রানার্স ট্রফি পান বৈদ্যবাটি বান্ধব সমিতি। এদিনের ম্যান অব দি ম্যাচ হন কাশীপুর স্পোর্টিং ক্লাবের বিশ্বজিৎ দাস। ফাইনালে দুটি গোলই করেন বিশ্বজিৎ দাস। এছাড়া বান্ধব সমিতির খেলোয়াড় রাহুল মাডি সেরা খেলোয়াড় হন। প্রসঙ্গত, প্রতিদিন খেলা চলাকালীন অতীত দিনের ফুটবলাররা মাঠে হাজির ছিলেন। এরমধ্যে সুধীর কর্মকার, সুদীপ চক্রবর্তী, রবি দাস এদিন একই মঞ্চে সদ্য বাংলাদেশ থেকে সোনা জয়ী ভেটারেন্স অ্যাথলেটিক্স, নির্মল সরকারকে জমকালো সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। টুর্নামেন্টের মূল ক্রীড়া সংগঠক বিকাশ ঘোষ ও রঞ্জন ঘোষ। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হুগলির সাংসদ ডাঃ রত্না দে নাগ, স্থানীয় কাউন্সিলার অমল চৌধুরী ও বাপী মালিক।

আন্তর্জাতিক স্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় রূপো জয় উত্তরপাড়ার

রিম্পি ঘোষ: সম্প্রতি কলকাতায় আয়োজিত আন্তর্জাতিক স্তরের ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে রূপো জয়। রূপো জিতে সাড়া ফেলে দিয়েছেন বাংলার উঠতি খেলোয়াড় গীতম ঘোষ। কলকাতাতে সদ্য আয়োজিত এই আন্তর্জাতিক স্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় রূপো জিতে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন গীতম। কোন্নগর কানিনজুকো শটোকান ক্যারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশনের প্রশিক্ষক তারকনাথ সর্দারের ছাত্র গীতম রূপো জিতে সবাইকে চমকে দিয়েছেন। অথচ মাত্র পাঁচবছর আগে ২০১৩ সালে হিন্দমোটরে ভূপেন্দ্র স্মৃতি বিদ্যালয়ে কোন্নগর কানিনজুকো শটোকান ক্যারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশনের প্রশিক্ষক তারকনাথ সর্দারের কাছে ক্যারাটেতে হাতেখড়ি গীতমের। এরপর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে। মাত্র প্রায় পাঁচ বছরের প্রশিক্ষণেই ২০১৪ সালে কোন্নগরে মহাদেশ পরিষদে আয়োজিত জেলাস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতায় ব্রোঞ্জ, ওই বছরই জাতীয়স্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতায় রূপো, ২০১৫ সালে আন্তঃ জেলা ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতায় রূপো ও কুমিতেতে ব্রোঞ্জ, ওই বছরই রাজ্যস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতায় ও কুমিতেতে রূপো (২০১৫ সাল), জেলাস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় (২০১৫ সাল) কাতা ও কুমিতেতে সোনা, ২০১৬ সালের আন্তঃ বিদ্যালয় প্রতিযোগিতায় কাতায় সোনা ও কুমিতেতে রূপো, ২০১৬ জেলাস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতা ও কুমিতেতে রূপো, জেলাস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতা ও কুমিতেতে সোনা ও ব্রোঞ্জ, আন্তর্জাতিক স্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতায় রূপো। ২০১৭ সালে জেলাস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতা ও কুমিতেতে সোনা, বীরভূমে আয়োজিত 'রাঙামাটি কাপ'-এ কাতায় সোনা, বারাসাতে আয়োজিত রাজ্যস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতা ও কুমিতেতে সোনা ও রূপো। ২০১৭ সালে জেলাস্তরের ক্যাব সিলেকশানে কাতা ও কুমিতেতে সোনা, রাজ্যস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কুমিতেতে ব্রোঞ্জ, ইত্যাদি অসংখ্য পদক ঠাঁই পেয়েছে গীতমের ঝুলিতে। ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় ব্রোঞ্জ জিতে নতুন সম্ভাবনার আলো ছড়িয়ে দিয়েছেন গীতম।

হিন্দমোটর এডুকেশান সেন্টারের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র গীতম ঘোষ উত্তরপাড়ার ভদ্রকালীতে থাকেন। পরিবারে রয়েছেন বাবা গৌতম ঘোষ কলকাতা পুলিশে কর্মরত, মা সঞ্চালী ঘোষ গৃহবধূ। গীতমের প্রিয় বিষয় ইংরাজি। ক্যারাটের পাশাপাশি গীতম অন্য খেলা দেখতে ভালোবাসে। প্রিয় খেলোয়ার ডেভিড ওয়ার্নার। অবসর সময় কাটান গল্পের বই পড়ে ও গল্প লিখে। প্রিয় কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ। ভবিষ্যতে গীতম ডাক্তার হতে চান।

চার পদক সামিমার

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবিবার ২৫ ফেব্রুয়ারি 'সারা বাংলা প্যারা স্পোর্টস ভলিবল এবং অ্যাথিলিট মিট-২০১৮' প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল বীরভূম জেলার নলহাটি হরিপ্রসাদ উচ্চবিদ্যালয় মাঠে। দলগত বিভাগে বীরভূম মহিলা দল চ্যাম্পিয়ন হয়। বসন্ত গ্রামের সামিমা খাতুন ১০০,২০০ এবং চারশো মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় তিনটি সোনা এবং একটি ব্রোঞ্জ পদক জিতেছে। স্বভাবতই খুশি কোচ তথা গোটা প্রতিযোগিতার ক্রীড়া আহ্বায়ক বদরুজ্জোহা শেখ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এর আগে একাধিকবার সামিমা খাতুন এবং কোচ বদরুজ্জোহা শেখকে নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল কলকাতার ৫১ বছরের ঐতিহ্যবাহী 'আলিপুর বার্তা' পত্রিকায়।

মনের খেয়াল

প্রকৃতি
পাপিয়া দে (দাস)

রোদ্দুরটা জলের উপর
করছে ঝিকিমিকি
জলের সাথে রোদের খেলায়
মুক্তো ছড়িয়ে ছিলি।
আকাশের নীল নীলিমায়
মেঘেদের হাসি ছড়ায়
কুঁড়িরা মাথা নেড়ে নেড়ে
নাচ দেখালো ঘাসের বনে
পাখিদের কলকাকলিতে
মুখরিত ধরা সুর ছন্দে।

বই বই
নীপা চক্রবর্তী

বই বই বই
হৈ চৈ রৈ রৈ
ছোট বড় ওই ছোটে,
বইমেলা মুখে মুখে
বই পড়ো বই কেনো
রব ওঠে ঘন ঘন
তবু বই কিনছে কই?
গুগুল রোবট গিলেছে বই।

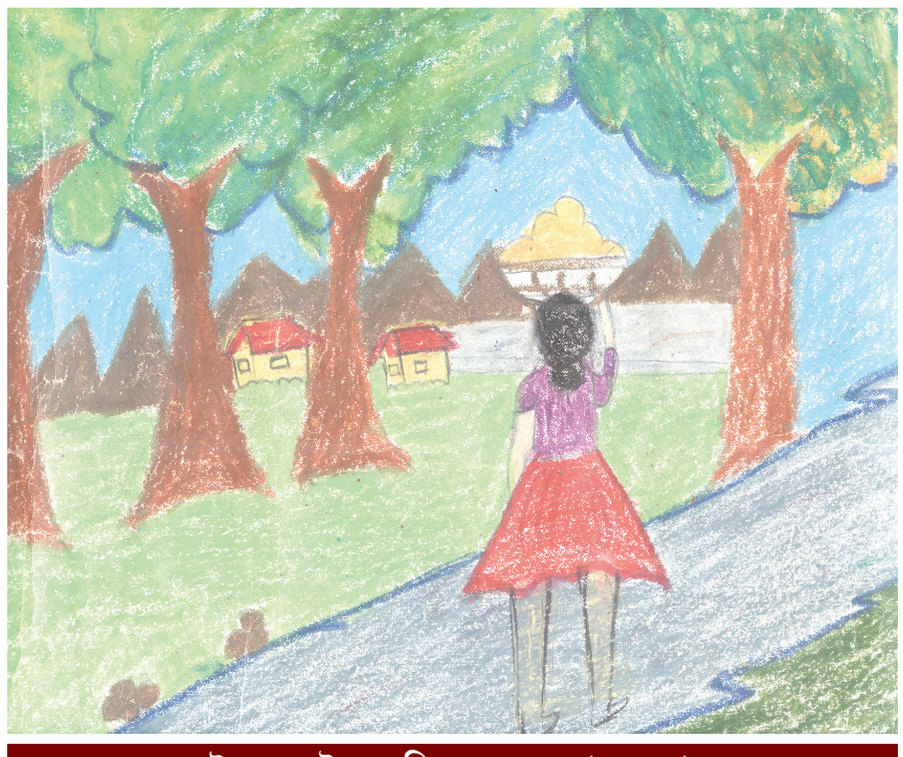

টুম্পা, অষ্টম শ্রেণি, নবচেতনা (চেতলা)

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই-মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা JPEG ফরম্যাটে

তোমাদের মনের খেয়াল কেমন লাগছে। আরও কী কী জানতে চাও? আমাদের চিঠি লেখ বা এস এম এস কর (উপরোক্ত নম্বরে।)

তোমরা ধাঁধা পাঠাও এসএমএস বা ইমেলের মাধ্যমে

প্রকাশিত

নিকটবর্তী ষ্টলে পাওয়া যাচ্ছে

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com